রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৬ সনের ১৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৯, ২০২৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩১৫—৪১৪
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৫৩—৪৬০
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৯—১২০
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৭৭—৩৯১
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ ফাল্গুন ১৪৩২/ ১২ মার্চ ২০২৬

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০৪৫.২৫-৪৭৭**—যেহেতু, জনাব এস, এম, ইশতিয়াক আহমাদ (পরিচিতি নম্বর-৩১৬০৮০৮০), উপজেলা নির্বাচন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), দৌলতখান, ভোলা এর বিরুদ্ধে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কতিপয় জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়; জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নম্বর-১৭/২০২৫ রুজু করে তাকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামার জবাবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতঃ ব্যক্তিগত শুনানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন; বিগত ১০-১১-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত হয়; নিযুক্ত তদন্ত কর্মকর্তা জনাব জাকির মাহ্‌মুদ, সহকারী পরিচালক (মুদ্রণ ও বিতরণ), জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন; তদন্তে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের মধ্যে নিম্ন-বর্ণিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়:

ক. সার্ভারে আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা জেএসসি বা তদূর্ধ্ব থাকা সত্ত্বেও এবং শিক্ষা সনদ ও জন্ম সনদ সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তা আমলে না নিয়ে তিনি এনআইডি নম্বর-৭৩৭২৬৩৭৫৫৮, ৯১৭২৯৯৬৫৬৪, ১৯৭৪৯১৯০৫০, ৪৬৭৮৮২৬১৮৩, ১০৪০৮২৪২৯২, ৩৩২৫২৩৯০৯৭, ১০৪২৭২৮৬০৮, ৯১৭৪৭৯৭৮৩৮ ও ৫১১৮০০৬৬৪১ মোট

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

০৯ (নয়) টি জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের আবেদন অনুমোদন করেন; এছাড়াও, আবেদনের সাথে সংযুক্ত জন্ম সনদ অনলাইনে না থাকা সত্ত্বেও তিনি জন্ম সনদের সমর্থনে নিয়ম বহির্ভূতভাবে এনআইডি নম্বর-৯১৭৪৭৯৭৮৩৮ এর সংশোধন করেন; এবং

খ. তিনি ইচ্ছাকৃত ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে জাতীয় পরিচয়পত্র ও সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত (সংশোধন, যাচাই ও সরবরাহ) প্রবিধানমালা, ২০১৪ এর অধীন প্রণীত আবেদন নিষ্পত্তির নির্দেশনা (SOP) এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের ৩০-০৩-২০২৩ তারিখের স্মারক নম্বর-৪৬.০৪.০০০০.১০৩.২৭.১০১.২২-৫৩১ এর নির্দেশনা অমান্য করেন;

যেহেতু বিভাগীয় তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৭(৯) অনুযায়ী তাকে গুরুদণ্ডের সূত্রে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ করা হয়; তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতঃ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু, অভিযুক্তের জবাব, আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনায় জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে তার পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় 'অসদাচরণ' এর অপরাধে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে লঘুদণ্ড প্রদান করা যায় মর্মে বিবেচিত হয়;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব এস, এম, ইশতিয়াক আহমাদ (পরিচিতি নম্বর-৩১৬০৮০৮০), উপজেলা নির্বাচন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), দৌলতখান, ভোলা-কে 'অসদাচরণ' এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদান করা হলো। তার বর্তমান মূল বেতন ২১,৪৭০/- (একুশ হাজার চারশত সত্তর) টাকার পরিবর্তে ১৬,০০০/- (ষোল হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হলো। একই সাথে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর-১৭/২০২৫ নিষ্পত্তি করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

কে, এম, আলী নেওয়াজ
অতিরিক্ত সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ ফাল্গুন ১৪৩২/১০ মার্চ ২০২৬

নং ০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০০২২.২৪-৩১—যেহেতু, জনাব সুভাষ চন্দ্র রায় (পরিচিতি নম্বর-২০৩০১), প্রাক্তন যুগ্মসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুর অনুমতির জন্য সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিভাগীয় কার্যধারা রুজুর সানুগ্রহ অনুমোদন করেন; এবং

০২। যেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনের পর জনাব সুভাষ চন্দ্র রায় (পরিচিতি নম্বর-২০৩০১), প্রাক্তন যুগ্মসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ১৮/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় কার্যধারা রুজু করা হয়। জনাব সুভাষ চন্দ্র রায় এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা রুজু করা হলে বিভাগীয় কার্যধারার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ১৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের ১০৩ স্মারকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তিনি ২৬.১১.২০২৪ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি ও ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ১৪-০১-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। জনাব সুভাষ চন্দ্র রায়-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় জনাব মো: বাবুল মিয়া (পরিচিতি নম্বর-৬৬৬৯), অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে বিভাগীয় কার্যধারার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মো: বাবুল মিয়া (পরিচিতি নম্বর-৬৬৬৯), ১৫-০৯-২০২৫ তারিখে ১৮/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় কার্যধারার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং জনাব সুভাষ চন্দ্র রায় (২০৩০১)-এর বিরুদ্ধে আনীত বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন; এবং

০৫। যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত, বিভাগীয় মামলার নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)"-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় উক্ত বিভাগীয় কার্যধারার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদানের নিমিত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সিদ্ধান্ত প্রদান করেন;

০৬। সেহেতু, জনাব সুভাষ চন্দ্র রায় (পরিচিতি নম্বর-২০৩০১), প্রাক্তন যুগ্মসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৭(২) (ক) বিধি অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় কার্যধারার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১১ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৭০.২২.১৯০—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-১০৯৩৯ ক্যাপ্টেন সাইদুল ইসলাম, পদাতিক-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশনস (রুলস) ৭৮(সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ ফাল্গুন ১৪৩২/১১ মার্চ ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.১৭৪.২০.০০০১.২৬-৩৭—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পবিত্র ঈদুল ফিতর, ২০২৬ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অপরাধে দন্ডিত অর্ধেকের বেশি সাজাভোগকৃত নিম্নবর্ণিত ০৫ (পাঁচ) জন কয়েদির অবশিষ্ট কারাদন্ড মওকুফ করা হয়েছে:

ক্র. নং	কয়েদি নম্বর, নাম, পিতার নাম, বয়স ও মামলা নম্বর	কারাগারের নাম	মন্তব্য
০১.	কয়েদি নং-৪৩২১/এ, আকাশ রিশি প্রকাশ আকাশ দাশ পিতা-কৃষ্ণ রিশি প্রকাশ কৃষ্ণ দাস বয়স-২২ বছর জি আর ৪২৮/২১ চাঁদপুর সদর থানার মামলা নং-৫১	চাঁদপুর জেলা কারাগার	জরিমানা আদায়পূর্বক মুক্তিযোগ্য
০২.	কয়েদি নং-৩৬৫৩/এ, রবিউল হোসেন পিতা-নূর নবী বয়স-২৫ বছর সি.আর-১০৭৭/২৪	লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার	জরিমানা আদায়পূর্বক মুক্তিযোগ্য
০৩.	কয়েদি নং-১৯৯/এ, মো: জিকরুল হক@জিকু পিতা-মৃত আঃ সাত্তার বয়স-৪৩ বদরগঞ্জ থানার মামলা নং-২৭ জি আর-৪৪১/২০১৭	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	জরিমানা আদায়পূর্বক মুক্তিযোগ্য
০৪.	কয়েদি নং-৯৪৭০/এ, মো: নুরুজ্জামান পিতা-মোঃ দুলু মিয়া বয়স-২৯ জি আর নং-৩৯৩/১৪ (বদরগঞ্জ)	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	জরিমানা আদায়পূর্বক মুক্তিযোগ্য
০৫.	কয়েদি নং-৩৫৫০/এ, মো: আব্দুল করিম পিতা-আব্দুল হালিম বয়স-৫৬ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-২৬/০৫ জি আর ২৭২/০২ চৌদ্দগ্রাম থানার মামলা নং-১৮(১১)০২	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	জরিমানা আদায়পূর্বক মুক্তিযোগ্য

০২। **অন্য কোন কারণে** উপর্যুক্ত কয়েদিগণকে আটক রাখার প্রয়োজনীয়তা না থাকলে জরিমানা/অর্থদণ্ড আদায়পূর্বক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তানভীর-আল-নাসীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ ফাল্গুন ১৪৩২/১২ মার্চ ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৪.২৭.০০৫৭.২৫-১১৯—যেহেতু, জনাব মাকসুদা আকতার খানম, পিপিএম (বিপি-৭৮০৮১২১৬৩০), পুলিশ সুপার, বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) ইতঃপূর্বে পুলিশ সুপার, মেহেরপুর হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ইতালিতে অনুষ্ঠিতব্য 3rd edition of Community Oriented Policing (CoP) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য গত ১৫-০৬-২০২৫ তারিখ অপরাহ্নে মেহেরপুর জেলা হতে সরকারি গাড়িযোগে (ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৪-২৫৪৪) প্রস্থান করেন। পরবর্তীতে গত ১৭-০৬-২০২৫ তারিখ রাত আনুমানিক ০২.৪৫ ঘটিকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকার কাছাকাছি স্থানে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক্সপ্রেসওয়ে থেকে অনুমান ২০-২৫ ফুট নিচে পড়ে যায়। গাড়িটি দুর্ঘটনায় পতিত হলেও তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে নিজ উদ্যোগে তা মেরামত করান। আহত ড্রাইভার ও তাঁর গানম্যান কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তিনি বাম চোখে জখমপ্রাপ্ত হওয়ায় জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ শেষে নির্ধারিত ফ্লাইটে ইতালিতে গমন করেন এবং সেখানে দুর্ঘটনার কারণে চিকিৎসাধীন ছিলেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত সরকারি গাড়ি নিয়ে ঢাকায় আগমন করা, দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া সত্ত্বেও যাত্রা বাতিল না করা এবং দুর্ঘটনার বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে তিনি চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাঁকে কারণ দর্শানো হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করলে গত ১১-০৩-২০২৬ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

০২। যেহেতু, শুনানিকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য ও উপস্থাপিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়েছে;

০৩। সেহেতু, জনাব মাকসুদা আকতার খানম, পিপিএম (বিপি-৭৮০৮১২১৬৩০), পুলিশ সুপার, বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) ইতঃপূর্বে পুলিশ সুপার, মেহেরপুর-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং উপস্থাপিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুসারে ‘অসদাচরণ’-এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২) উপ-বিধি (১)(ক) অনুযায়ী তাঁকে ‘তিরস্কার’ লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ ফাল্গুন, ১৪৩২/১০ মার্চ, ২০২৬

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৪.০১০.২৪-২৫—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮ মার্চ ২০২৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০.০০০.১৭৫.০৮.০০২০.২৫-২৮ নং প্রজ্ঞাপনের ধারাবাহিকতায় বেসরকারি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান/কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ দ্বিপাক্ষিকভাবে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৫ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১০ মার্চ ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১১.২৪.৭০—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান নম্বর	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	দিয়ার বোয়ালিয়া	২৯	১০৫০	০২	পাবনা সদর	পাবনা
২	বাহাদুরপুর	৬৫	৬৬৪	০১	পাবনা সদর	পাবনা

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০০১.২৪.৭১—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান নম্বর	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	গাড়াগ্রাম	৩৯	৪২১১	৫	কিশোরগঞ্জ	নীলফামারী

২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১-০১-২০২৬ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০০১.২৪.১৫ নং স্মারকে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের ৫ নং ক্রমিকের অংশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭৬.২৪.৭৪—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান নম্বর	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	দাইমুদ্দিন খলিফার কান্দি	১১৫	১০৭৫	৩	জাজিরা	শরীয়তপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৭.২৪.০১১.২৩-৮১**—সরকার এতদসঙ্গে সংযুক্ত 'জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা-২০২৬' অনুমোদন করেছেন।

০২। 'জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা-২০২৬' অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসরিন চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব

জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০২৬

মাছ বাংলাদেশের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস। সুস্থ সবল ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে মৎস্যখাতের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অর্থনীতিতে সম্ভাবনাময় মৎস্যখাতের অবদান ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণে মৎস্যখাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় এবং সম্প্রসারিত সমুদ্র এলাকায় উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। অসংখ্য নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় ও খাল-বিলসহ বৈচিত্র্যময় জলাশয়ে পরিপূর্ণ এ দেশে ক্রমান্বয়ে মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ হচ্ছে। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি বিস্তৃত এবং বহুমুখী হওয়ার পাশাপাশি কাজের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ সেক্টরে নিয়োজিত বিভিন্ন মৎস্যচাষি, সংস্থা, সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি উদ্ভাবক, সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ব্যক্তি বিশেষের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন। দেশে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, গবেষণা, রপ্তানিপণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সৃজনশীলতা ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান মূল্যায়নের বিধান রেখে সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০২৬ প্রণীত হলো।

১. শিরোনাম

১. এ নীতিমালা ‘জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০২৬’ নামে অভিহিত হবে; এবং

২. এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২. সংজ্ঞা

১. ‘জাতীয় মৎস্য পদক’ অর্থ এ নীতিমালার আওতায় অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত ক্ষেত্রে প্রদত্ত পদক;

২. ‘অধিদপ্তর’ অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর; এবং

৩. ‘সরকার’ অর্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩. উদ্দেশ্য

১. দেশের পুকুর-দিঘি, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড়, উপকূলীয় জলাশয়সহ অভ্যন্তরীণ সকল জলাশয়ে মাছের টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকরণ;

২. মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান;

৩. মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় উত্তম অনুশীলন ও নিরাপদ খাদ্য (Safe Food) নিশ্চিতকরণ;

৪. গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান;

৫. মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদান;

৬. সর্বোচ্চ স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদন (Maximum Sustainable Yield-MSY) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণে অনুপ্রেরণা প্রদান;

৭. মৎস্যখাতে নারী, যুব সম্প্রদায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিতকরণ;

৮. দেশীয় প্রজাতির মাছ রক্ষাসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উৎসাহ প্রদান; এবং

৯. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সৃজনশীলতা ও উত্তম সেবা প্রদানকে উৎসাহিতকরণ।

৪. পদক প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ

মৎস্যখাতে বিশেষ অবদানের জন্য ‘জাতীয় মৎস্য পদক’ প্রদানের লক্ষ্যে চিহ্নিত ২২ (বাইশ) টি ক্ষেত্র নিম্নরূপ:

১. মাছের রেণু উৎপাদন;

২. মাছের পোনা উৎপাদন;

৩. দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ (Small Indigenous Fish Species-SIS) উৎপাদন;

৪. কার্পজাতীয় মাছ উৎপাদন;

৫. পাঙ্গাস/ তেলাপিয়া/ কই উৎপাদন;

৬. কুচিয়া/ সিবাস (Sea Bass)/ মিল্ক ফিশ (Milk Fish)/ নোনা টেংরা উৎপাদন;

৭. গলদা/ বাগদা/ দেশীয় অন্য প্রজাতির চিংড়ির PL (Post Larvae) উৎপাদন;

৮. ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) উৎপাদন;

৯. গলদা/ বাগদা/ দেশীয় অন্য প্রজাতির চিংড়ি উৎপাদন;

১০. কাঁকড়া (Crab)/ ঝিনুক (Oyster) উৎপাদন;

১১. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি;

১২. কাঁকড়া/ কুচিয়া/ ঝিনুক/ শামুক রপ্তানি;

১৩. মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান;

১৪. উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সংগঠন/ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা;

১৫. মৎস্যসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা;

১৬. মৎস্যসম্পদ গবেষক/ বিজ্ঞানী;

১৭. মৎস্য অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জেলে/ জেলে সংগঠন;

১৮. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী;

১৯. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তা;

২০. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যুব উদ্যোক্তা;

২১. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারী); এবং

২২. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী (১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন গ্রেডের কর্মচারী)।

৫. পদকের সংখ্যা

অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লেখিত ২২ (বাইশ) টি ক্ষেত্রে মোট ২২ (বাইশ) টি স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে।

৬. পদকের শ্রেণিবিন্যাস ও আঙ্গিক পরিকল্পনা

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	পদকের নাম	পদক ও সনদপত্রের বিবরণ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	জাতীয় মৎস্য পদক	প্রতিক্ষেত্রে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে— (ক) ১৮ (আঠারো) ক্যারেট মানের ১৫ (পনেরো) গ্রাম ওজনের স্বর্ণপদক; (খ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের যৌথস্বাক্ষরে একটি সম্মাননা সনদ; এবং (গ) ৫০০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার ব্যাংক চেক প্রদান করা হবে।

৭. পদক প্রদানের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের নির্ণায়ক মানদণ্ড

'জাতীয় মৎস্য পদক' প্রদানের বিষয়ে প্রার্থী বাছাই ও নির্বাচনে প্রতি ক্ষেত্রের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্ণায়ক মানদণ্ড অনুসরণ করা হবে ।

ক্ষেত্র ১: মাছের রেণু উৎপাদন

মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. হ্যাচারির হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশন সনদ থাকতে হবে;

২. ক. হ্যাচারির মোট আয়তন (হেক্টর), হ্যাচারিতে পুকুরের সংখ্যা এবং জলায়তন (হেক্টর); এবং

খ. ব্রুড মাছের সংখ্যা (টি), ব্রুড পুকুরের সংখ্যা (টি) ও ব্রুড পুকুরের জলায়তন (হেক্টর);

৩. হ্যাচারির প্রতি বছরের সর্বমোট রেণু উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি);

৪. মূল্যায়ন বছরে মোট প্রজাতিভিত্তিক রেণু উৎপাদন ও বিপণন (কেজি);

৫. মূল্যায়ন বছরে—

ক. মোট উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), মোট আয় (লক্ষ টাকা) এবং নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

খ. প্রতি কেজি রেণুর প্রজাতিভিত্তিক উৎপাদন ব্যয় (টাকা) ও বিক্রয়মূল্য (টাকা) এবং নিট লাভ (টাকা)।

৬. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৭. উৎপাদিত রেণুর গুণগত ও কৌলিতাত্ত্বিক মান সংরক্ষণ (এক্ষেত্রে রেণুর মান যাচাইয়ের জন্য রেণু ক্রয়কারী নার্সারি মালিকের পোনার উচ্চফলন, রেণুর বেঁচে থাকার হার সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক মতামত গ্রহণ এবং কারিগরি কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে);

৮. হ্যাচারিতে মজুতকৃত ব্রুডের উৎস, সংখ্যা, বয়স এবং আকার (প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড এবং সরকারি/বেসরকারি হ্যাচারি হতে সংগৃহীত উন্নতমানের ব্রুডের পরিমাণ এবং ব্যবস্থাপনার তথ্যাদি রেজিস্টারে সংরক্ষিত থাকতে হবে এবং রেণু উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড (Brood) ব্যবহারকারীরা অগ্রাধিকার পাবেন);

৯. অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ছোট মাছের রেণু উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান পদক প্রদানের জন্য অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হবে;

১০. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন;

১১. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন থাকতে হবে; এবং

১২. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ২: মাছের পোনা উৎপাদন

মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে—

১. খামারের আয়তন (হেক্টর), খামারে পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর);

২. বাৎসরিক পোনা উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি ও সংখ্যা);

৩. রেণুর উৎস:

ক. প্রাকৃতিক: পরিমাণ (কেজি) এবং জলাশয়ের নাম;

খ. কৃত্রিম: পরিমাণ (কেজি) এবং হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা;

৪. পোনার গুণাগুণ

ক. প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড থেকে উৎপাদিত পোনা অগ্রাধিকার পাবে;

খ. রেণু/ ধানীর মজুদ ঘনত্ব (কেজি/হেক্টর);

গ. হেক্টর প্রতি পোনার উৎপাদন: পরিমাণ (কেজি), সংখ্যা (লক্ষ), পোনার সাইজ (সেমি);

৫. মাছের পোনা উৎপাদন (কেজি ও সংখ্যা) [(এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা (কই, শিং, মাগুর, শোল, মেনি, পাবদা, গুলশা, চিতল, বাইম ইত্যাদি) উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে];

৬. মূল্যায়ন বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), মোট আয় (লক্ষ টাকা) এবং নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৭. মূল্যায়ন বছরে প্রতি কেজি পোনার উৎপাদন মূল্য এবং গড় বিক্রয় মূল্য;

৮. মূল্যায়ন বছরে প্রতি শতকে পোনা উৎপাদনের গড় সংখ্যা;

৯. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

১০. কার্পজাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ, ঘনিয়া ইত্যাদি) মাছের জন্য:

ক. বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে খামারের আয়তন কমপক্ষে ১ (এক) হেক্টর;

খ. বার্ষিক উৎপাদন কমপক্ষে ৭ (সাত) লক্ষ পোনা/হেক্টর; এবং

গ. পোনার আকার কমপক্ষে ১০ (দশ) সে.মি. ন্যূনতম মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১১. তেলাপিয়া মাছের জন্য:

ক. খামারের আয়তন কমপক্ষে ১ (এক) হেক্টর;

খ. বার্ষিক উৎপাদন কমপক্ষে ১০ (দশ) লক্ষ পোনা/হেক্টর; এবং

গ. পোনার আকার কমপক্ষে ৩ (তিন) সে.মি. ন্যূনতম মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১২. কই মাছের জন্য:

ক. খামারের আয়তন কমপক্ষে ১ (এক) হেক্টর;

খ. বার্ষিক উৎপাদন কমপক্ষে ৭ (সাত) লক্ষ পোনা/হেক্টর; এবং

গ. পোনার আকার কমপক্ষে ২ (দুই) সে.মি. ন্যূনতম মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১৩. শিং-মাগুর মাছের জন্য:

ক. খামারের আয়তন কমপক্ষে ১ (এক) হেক্টর;

খ. বার্ষিক উৎপাদন: শিং: কমপক্ষে ১৫ (পনের) লক্ষ পোনা/হেক্টর; মাগুর: কমপক্ষে ৭ (সাত) লক্ষ পোনা/হেক্টর;

গ. পোনার আকার কমপক্ষে ৩ (তিন) সে.মি. ন্যূনতম মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হবে;

১৪. পাবদা মাছের জন্য:

ক. খামারের আয়তন কমপক্ষে ০.৫ হেক্টর;

খ. বার্ষিক উৎপাদন কমপক্ষে ৭ (সাত) লক্ষ পোনা/হেক্টর; এবং

গ. পোনার আকার কমপক্ষে ৩ (তিন) সে.মি. ন্যূনতম মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১৫. গুলশা /ট্যাংরা মাছের জন্য:

ক. খামারের আয়তন কমপক্ষে ০.৫ হেক্টর;

খ. বার্ষিক উৎপাদন কমপক্ষে ৮ (আট) লক্ষ পোনা/হেক্টর;

গ. পোনার আকার কমপক্ষে ২ (দুই) সে.মি. ন্যূনতম মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১৬. চিতল, শোল, বাইম ইত্যাদিসহ অন্যান্য প্রজাতির ক্ষেত্রে কারিগরি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

১৭. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন;

১৮. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রত্যয়ন থাকতে হবে; এবং

১৯. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ৩: দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ (Small Indigenous Fish Species-SIS) উৎপাদন

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ (Small Indigenous Fish Species-SIS) উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. খামারের আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর);

২. মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট উৎপাদন (মেট্রিক টন);

ক. পোনা সংগ্রহের উৎস: হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা এবং অন্যান্য;

খ. চাষের ধরণ (একক/মিশ্র) ও পদ্ধতি (আধা নিবিড়/নিবিড়/অতি নিবিড়);

৩. প্রধান ফসল (মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে প্রধান ফসল বিবেচনা করে ক্যাটাগরি নির্ধারিত হবে) যা আবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৪. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন);

৫. মূল্যায়ন বছরে খামারের সর্বমোট ব্যয় (লক্ষ টাকা), সর্বমোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৬. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), সর্বমোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৭. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি);

৮. হেক্টর প্রতি বার্ষিক উৎপাদন মানদন্ড:

ক. কই মাছের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ১৮ (আঠারো) মে. টন/হেক্টর;

খ. শিং-মাগুর মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ৮ (আট) মে. টন/হেক্টর;

গ. গুলশা-পাবদা মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ৬ (ছয়) মে. টন/হেক্টর;

ঘ. কার্প ও শিং-মাগুর মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ৯ (নয়) মে.টন/হেক্টর;

ঙ. কার্প ও পাবদা-গুলশা মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ৯ (নয়) মে.টন/হেক্টর;

চ. কার্প-তেলাপিয়া-শিং-মাগুর মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ১০ (দশ) মে.টন/হেক্টর;

ছ. খাঁচায় মাছচাষের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) কেজি/ঘনমিটার (ন্যূনতম ৩৬০ ঘনমিটার খাঁচায় মাছচাষ করতে হবে);

জ. পেন-এ মাছচাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ২ (দুই) মে.টন/হেক্টর; এবং

ঝ. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ২ (দুই) মে.টন/হেক্টর।

* এক্ষেত্রে চাষ পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলে কারিগরি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

৯. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন থাকতে হবে;

১০. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন; এবং

১১. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ৪: কার্পজাতীয় মাছ উৎপাদন

কার্পজাতীয় মাছ (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ, ঘনিয়া, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, বিগহেড কার্প, ব্ল্যাক কার্প, কমন কার্প ইত্যাদি) উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. খামারের আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর);

২. মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট উৎপাদন (মেট্রিক টন);

৩. ক. পোনা সংগ্রহের উৎস: হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা এবং অন্যান্য;

খ. চাষের ধরণ (একক/মিশ্র) ও পদ্ধতি (আধা নিবিড়/নিবিড়/অতি নিবিড়);

৪. প্রধান ফসল (মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রধান ফসল বিবেচনা করে ক্যাটাগরি নির্ধারিত হবে) আবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৫. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন);

৬. মূল্যায়ন বছরে খামারের সর্বমোট ব্যয় (লক্ষ টাকা), সর্বমোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৭. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), সর্বমোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৮. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৯. হেক্টর প্রতি বার্ষিক উৎপাদন মানদণ্ড:

ক. কার্পজাতীয় মাছের মিশ্রচাষে বার্ষিক গড় উৎপাদন কমপক্ষে ৮ (আট) মে.টন/হেক্টর;

খ. কার্প-শিং-মাগুর মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ৯ (নয়) মে.টন/হেক্টর;

গ. কার্প-পাবদা-গুলশা মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ৯ (নয়) মে.টন/হেক্টর;

ঘ. কার্প-তেলাপিয়া-শিং-মাগুর মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ১০ (দশ) মে.টন/হেক্টর;

ঙ. খাঁচায় মাছচাষের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) কেজি/ঘনমিটার (ন্যূনতম ৩৬০ ঘনমিটার খাঁচায় মাছচাষ করতে হবে);

চ. পেনে মাছ চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ২ (দুই) মে.টন/হেক্টর;

ছ. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ২ (দুই) মে.টন/হেক্টর; এবং

* এক্ষেত্রে চাষ পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলে কারিগরি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১০. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন থাকতে হবে;

১১. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন; এবং

১২. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ৫: পাঙ্গাস/ তেলাপিয়া/ কই উৎপাদন

পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, কই ইত্যাদি উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে—

১. খামারের আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর);

২. মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট উৎপাদন (মেট্রিক টন);

৩. পোনার উৎস ও চাষ পদ্ধতি:

ক. পোনা সংগ্রহের উৎস: হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা এবং অন্যান্য; এবং

খ. চাষের ধরণ (একক/মিশ্র) ও পদ্ধতি (আধা নিবিড়/নিবিড়/অতি নিবিড়)।

৪. প্রধান ফসল (মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রধান ফসল বিবেচনা করে ক্ষেত্র নির্ধারিত হবে);

৫. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন);

৬. মূল্যায়ন বছরে খামারের সর্বমোট ব্যয় (লক্ষ টাকা), সর্বমোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৭. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৮. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৯. হেক্টর প্রতি বার্ষিক উৎপাদন মানদণ্ড:

ক. পাঙ্গাস চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) মে. টন/হেক্টর;

খ. তেলাপিয়া চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ২০ (বিশ) মে. টন/হেক্টর;

গ. কই মাছ চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ১৮ (আঠারো) মে. টন/হেক্টর;

ঘ. পাংগাস-তেলাপিয়া মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ৫৫ (পঞ্চান্ন) মে.টন/হেক্টর;

ঙ. তেলাপিয়া-কার্প-শিং-মাগুর মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ১০ (দশ) মে.টন/হেক্টর;

চ. খাঁচায় মাছচাষের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) কেজি/ঘনমিটার (ন্যূনতম ৩৬০ ঘনমিটার খাঁচায় মাছচাষ করতে হবে);

ছ. পেন-এ মাছচাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ২ (দুই) মে.টন/হেক্টর;

ঝ. প্লাবনভূমিতে মাছচাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ২ (দুই) মে.টন/হেক্টর; এবং

* এক্ষেত্রে চাষ পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলে কারিগরি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে;

১০. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রত্যয়ন থাকতে হবে;

১১. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন; এবং

১২. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ৬: কুচিয়া/ সিবাস (Sea Bass)/ মিল্ক ফিশ (Milk Fish)/ নোনা টেংরা উৎপাদন

কুচিয়া, সিবাস (Sea Bass), মিল্ক ফিশ (Milk Fish) ও নোনা টেংরা ইত্যাদি উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে—

১. খামারের আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর);

২. মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট উৎপাদন (মেট্রিক টন);

৩. ক. পোনা সংগ্রহের উৎস: হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা এবং অন্যান্য;

খ. চাষের ধরণ (একক/মিশ্র) ও পদ্ধতি (আধা নিবিড়/নিবিড়/অতি নিবিড়);

৪. প্রধান ফসল (মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রধান ফসল বিবেচনা করে ক্ষেত্র নির্ধারিত হবে);

৫. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন);

৬. মূল্যায়ন বছরে খামারের সর্বমোট ব্যয় (লক্ষ টাকা), সর্বমোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৭. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৮. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৯. হেক্টর প্রতি বার্ষিক উৎপাদন মানদণ্ড:

ক. কুচিয়া চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) মে. টন/হেক্টর;

খ. সিবাস চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ০৮ (আট) মে. টন/হেক্টর;

গ. মিল্ক ফিশ চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ০৩ (তিন) মে. টন/হেক্টর;

ঘ. নোনা টেংরা চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ০৬ (ছয়) মে. টন/হেক্টর;

* এক্ষেত্রে চাষ পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলে কারিগরি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে;

১০. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন থাকতে হবে;

১১. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন; এবং

১২. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ৭: গলদা/ বাগদা/ দেশীয় প্রজাতির অন্যান্য চিংড়ির PL (Post Larvae) উৎপাদন

চিংড়ির PL (Post Larvae) উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে।

১. হ্যাচারির আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর) ইত্যাদি;

২. হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ):

ক. মূল্যায়ন বছরে মোট ফসল চক্র সংখ্যা এবং প্রতি ফসল চক্রে গলদা/ বাগদা চিংড়ির PL উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ) এবং

খ. বাগদা চিংড়ির ক্ষেত্রে LRT (Larva Rearing Tank) -তে লার্ভা মজুত ক্ষমতা: প্রতি ঘন মিটারে ন্যূনতম ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) লার্ভা মজুতকরণ। LRT-এর ন্যূনতম আয়তন ০৩ মে. টন হতে হবে;

৩. হ্যাচারিতে ব্যবহৃত চিংড়ির ব্রুডের উৎস, সংখ্যা (টি) ও পরিমাণ (কেজি);

৪. মূল্যায়ন বছরে মোট উৎপাদন (লক্ষ), মোট বিক্রয় (লক্ষ), মোট উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), মোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৫. প্রতি হাজার গলদা/বাগদা চিংড়ির PL (Post Larvae) উৎপাদনের ব্যয় (টাকা) এবং বিক্রয় মূল্য (টাকা);

৬. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৭. নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বার্ষিক উৎপাদন মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে:

ক. বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রতি বৎসরে ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ গলদা চিংড়ির PL (Post Larvae) উৎপাদন এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ন্যূনতম ০২ (দুই) লক্ষ গলদা চিংড়ির PL উৎপাদন ন্যূনতম মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

খ. প্রতি বৎসরে ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) কোটি বাগদা চিংড়ির PL উৎপাদন ন্যূনতম মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

৮. বায়োসিকিউরিটি (Biosecurity) রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপের প্রমাণক হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন;

৯. Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত প্রজননক্ষম চিংড়ি সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড (Biosecured) পরিবেশে প্রতিপালন করতে হবে (PCR টেস্টের রিপোর্ট সংযুক্ত করতে হবে);

১০. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন থাকতে হবে;

১১. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন;

১২. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ৮: ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) উৎপাদন

ক্র্যাবলেট (Crablet) ও স্পেট (Spat) উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে—

১. হ্যাচারির আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর) ইত্যাদি;

২. হ্যাচারির উৎপাদন/মজুত ক্ষমতা: ফসল চক্রে ক্র্যাবলেট উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ) এবং মোট ফসল চক্র সংখ্যা (টি);

৩. হ্যাচারিতে ব্যবহৃত কাঁকড়া/ ঝিনুকের ব্রুডের উৎস, সংখ্যা ও পরিমাণ (কেজি):

৪. মূল্যায়ন বছরে মোট উৎপাদন (লক্ষ), মোট বিক্রয় (লক্ষ), মোট উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা); মোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা) ইত্যাদি তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে;

৫. প্রতি হাজার ক্র্যাবলেট/ স্পেট উৎপাদনের ব্যয় (টাকা) এবং বিক্রয় মূল্য (টাকা);

৬. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি);

৭. নিম্নবর্ণিত বার্ষিক উৎপাদন মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে

ক. মূল্যায়ন বছরে কমপক্ষে ৪ (চার) লক্ষ ক্র্যাবলেট উৎপাদন; এবং

খ. মূল্যায়ন বছরে কমপক্ষে ৩ (তিন) লক্ষ স্পেট উৎপাদন ন্যূনতম মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

৮. বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করতে হবে;

৯. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রত্যয়ন থাকতে হবে;

১০. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন; এবং

১১. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ৯: গলদা/ বাগদা/ দেশীয় প্রজাতির অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদন

গলদা, বাগদা ও দেশীয় প্রজাতির অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. খামারের মোট আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), জলায়তন (হেক্টর);

২. চিংড়ি PL-এর উৎস;

৩. মূল্যায়ন বছরে মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা), মোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা),

৪. ক. মূল্যায়ন বছরে প্রতি ফসল চক্রে উৎপাদন (মেট্রিক টন);

খ. মোট ফসল চক্র সংখ্যা (টি);

গ. মোট উৎপাদন (মেট্রিক টন): চিংড়ি ও মাছ (সাথি ফসল হিসেবে যদি থাকে)। চিংড়ি ও মাছের উৎপাদন আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৫. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে খামারের গড় উৎপাদন (মে.টন);

৬. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৭. নিম্নবর্ণিত বার্ষিক উৎপাদন মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে:

ক. গলদা চিংড়ির বাণিজ্যিক খামারের ক্ষেত্রে বছরে হেক্টর প্রতি শুধু চিংড়ির ন্যূনতম উৎপাদন ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) কেজি। সাথি ফসলের উৎপাদন উল্লেখ করতে হবে;

খ. বাগদা চিংড়ির বাণিজ্যিক খামারের ক্ষেত্রে বছরে হেক্টর প্রতি শুধু চিংড়ির ন্যূনতম উৎপাদন ৩০০০ (তিন হাজার) কেজি;

৮. বায়োসিকিউরিটি (Biosecurity) রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপের প্রমাণক হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন;

৯. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন থাকতে হবে;

১০. পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিবেচনায় খামারে ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রতিবেদন;

১১. Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড (Biosecured) পরিবেশে প্রতিপালন করতে হবে (PCR টেস্টের রিপোর্ট সংযুক্ত করতে হবে);

১২. উৎস শনাক্তকরণ (Traceability) নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

১২. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন; এবং

১৩. সকল রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে;

ক্ষেত্র ১০: কাঁকড়া (Crab)/ ঝিনুক (Oyster) উৎপাদন

কাঁকড়া (Crab) ও ঝিনুক (Oyster) উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে—

১. খামারের মোট আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর);

২. ক্র্যাবলেট (Crablet) ও স্পেট (Spat) এর উৎস;

৩. মূল্যায়ন বছরে মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা), মোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৪. ক. মূল্যায়ন বছরে প্রতি ফসল চক্রে উৎপাদন (মেট্রিক টন);

খ. মোট ফসল চক্র সংখ্যা (টি);

গ. মোট উৎপাদন (মেট্রিক টন): কাঁকড়া/ ঝিনুক ও মাছ (সাথি ফসল হিসেবে যদি থাকে)। কাঁকড়া (Crab), ঝিনুক (Oyster) ও মাছ উৎপাদন আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৫. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে খামারের গড় উৎপাদন (মে.টন);

৬. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৭. নিম্নবর্ণিত বার্ষিক উৎপাদন মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে:

ক. কাঁকড়া চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে- **পেন কালচারে** (Pen Culture) ন্যূনতম ২ (দুই) মে. টন/হেক্টর.; **খাঁচায় চাষে**: ন্যূনতম ১৫ (পনের) মে.টন/ হেক্টর (ন্যূনতম ৩৬০ ঘনমিটার খাঁচায় মাছচাষ করতে হবে);

খ. ঝিনুক চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ০৩ (তিন) লক্ষ টি/হেক্টর;

* এক্ষেত্রে চাষ পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলে কারিগরি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে;

৮. বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করতে হবে;

৯. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রত্যয়ন-এর থাকতে হবে;

১০. পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিবেচনায় খামারে ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রতিবেদন;

১১. Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড (Biosecured) পরিবেশে প্রতিপালন করতে হবে (PCR টেস্টের রিপোর্ট সংযুক্ত করতে হবে);

১২. উৎস্য শনাক্তকরণ (Traceability) নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

১৩. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন; এবং

১৪. সকল রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ১১: মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য (ফ্রোজেন ফিশ, ফিশ ফিলেট, ড্রাই ফিশ, মাছের আঁইশ (Fish Scale), মাছের পিজি (Pituitary Gland), মাছের পিকল, ফিশ চিপস ও বল, ফিশ সস, ফিশ অয়েল, ক্যানজাত মাছ ইত্যাদি) রপ্তানিতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা (মে. টন);

২. ক. মূল্যায়ন বছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মোট প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ (মেট্রিক টন);

খ. মূল্যায়ন বছরে প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৩. ক. মূল্যায়ন বছরে মোট রপ্তানি (মে. টন); এবং

খ. মূল্যায়ন বছরে মোট রপ্তানি আয় (ইউএস ডলার);

৪. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৫. কমপ্লায়েন্ট (Compliant) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের মানসম্মত আপত্তিবিহীন সর্বোচ্চ পরিমাণ রপ্তানি এবং সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন পদক প্রদানের মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর-এর 'মানসম্মত পণ্য সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র' দাখিল করতে হবে।

৬. ক. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) পদ্ধতি অনুসরণ করে পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি করতে হবে;

খ. ইইউ (EU) এবং ইউএস (US) নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন করতে হবে। স্যানিটেশন, বায়োসেফ্টি ইত্যাদি বিষয়াদি নির্দেশাবলি মোতাবেক সরেজমিনে পরিদর্শন ও মনোনয়নদানকারী কর্তৃক মূল্যায়ন করতে হবে; এবং

গ. উপকরণের মান এবং সংগ্রহের উৎসস্থলের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে;

৭. আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান/নিয়মাবলি আবেদনকারীকে অবহিত থাকতে হবে;

৮. সংশ্লিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন লট প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল কিনা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক তার প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে;

৯. FRCP (Factory Residue Control Plan) নমুনা পরীক্ষা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে;

১০. Good Manufacturing Practice (GMP) অনুসরণ করতে হবে; এবং

১১. মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক তার প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে; এবং

১২. সকল রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ১২: কাঁকড়া/ কুচিয়া/ ঝিনুক/ শামুক রপ্তানি

কাঁকড়া, কুচিয়া, ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি রপ্তানিতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা (মে. টন);

২. ক. মূল্যায়ন বছরে পণ্যের গড় বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ (মে. টন);

খ. মূল্যায়ন বছরে প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান;

ক. মূল্যায়ন বছরে বার্ষিক রপ্তানি (মে. টন); এবং

খ. মূল্যায়ন বছরে রপ্তানি আয় (ইউএস ডলার);

৪. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি);

৫. মানসম্মত আপত্তিবিহীন সর্বোচ্চ পরিমাণ রপ্তানি এবং সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন পদক প্রদানের মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর-এর 'মানসম্মত পণ্য সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র' দাখিল করতে হবে।

৬. ক. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) পদ্ধতি অনুসরণকরে পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি করতে হবে;

খ. EU (European Union) এবং US (United States) নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করতে হবে। স্যানিটেশন, বায়োসেফ্টি ইত্যাদি বিষয়াদি নির্দেশাবলি মোতাবেক সরেজমিনে পরিদর্শন ও মনোনয়নদানকারী কর্তৃক মূল্যায়ন করবে; এবং

গ. উপকরণের মান এবং সংগ্রহের উৎসস্থলের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে;

৭. আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান/নিয়মাবলি আবেদনকারীকে অবহিত থাকতে হবে;

৮. সংশ্লিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন লট প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল কিনা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক তার প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে;

৯. FRCP (Factory Residue Control Plan) নমুনা পরীক্ষা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে;

১০. Good Manufacturing Practice (GMP) অনুসরণ করতে হবে; এবং

১১. মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক তার প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে; এবং

১২. সকল রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ১৩: মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

মৎস্য খাদ্য/ খাদ্য উপকরণ উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে—

১. মৎস্য খাদ্য/ উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও লাইসেন্স নম্বর;

২. মৎস্য খাদ্য/ উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন (হেক্টর);

৩. গুদাম (Godown) এর ধারণক্ষমতা (মেট্রিক টন);

৪. মূল্যায়ন বছরে বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা);

৫. বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন);

৬. উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যের ধরণ ও বিবরণ (ডুবন্ত/ ভাসমান/ অন্যান্য);

৭. দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ (মেট্রিক টন) ও বিবরণ;

৮. আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ (মেট্রিক টন) ও বিবরণ;

৯. উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ড নাম;

১০. ক. খাদ্যের প্রকার অনুযায়ী প্রতি কেজি ভাসমান খাদ্যের গড় দাম (টাকা) (কারখানা রেট);

খ. খাদ্যের প্রকার অনুযায়ী প্রতি কেজি ডুবন্ত খাদ্যের গড় দাম (টাকা) (কারখানা রেট);

গ. অন্যান্য খাদ্যের প্রতি কেজির গড় দাম (টাকা)।

১১. মূল্যায়ন বছরে মোট উৎপাদন (মে.টন);

১২. মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ অনুসরণ করা হয় কিনা, না হলে দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক তার প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে;

১৩. ক. মূল্যায়ন বছরে পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা;

খ. নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন; এবং

১৪. খাদ্য রপ্তানি করা হয় কিনা? করা হলে:

ক. মূল্যায়ন বছরে রপ্তানির পরিমাণ (মে.টন);

খ. অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ (ইউএস ডলার)।

ক্ষেত্র ১৪: উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সংগঠন/ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা

উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে—

১. সাফল্য অর্জিত ক্ষেত্রের নাম (সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে);

২. অর্জিত সাফল্যের বিবরণ (সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে);

৩. অর্জিত সাফল্য মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যে অবদান রেখেছে এবং ভবিষ্যতের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য ও পরিসংখ্যানগত বিবরণ;

৪. অর্জিত সাফল্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি; এবং

৫. অর্জিত সাফল্য সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি থাকতে হবে (প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ক্ষেত্রে সকল প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা প্রধান কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে)।

ক্ষেত্র ১৫: মৎস্যসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা

মৎস্যসম্পদ গবেষণায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. স্থানীয়/ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বা গবেষণা সম্পর্কে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ/ প্রকাশনা সংখ্যা ও তার বিবরণ;

২. ইতোপূর্বে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অধিকতর উৎপাদন ও লাভজনকভাবে অনুসরণের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে অবদান;

৩. পরিবেশের উপর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্র অনুসরণে ইতিবাচক প্রভাব;

৪. প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা ও বিকাশের সম্ভাবনা;

৫. উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্র সম্পর্কে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ;

৬. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্রের অবদান;

৭. উচ্চ ফলনশীল মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কার;

৮. জাতীয় উন্নয়নে অবদানের সম্ভাবনা; এবং

৯. অর্জিত সাফল্য সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা প্রধান কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ১৬: মৎস্যসম্পদ গবেষক/ বিজ্ঞানী

মৎস্যসম্পদ গবেষণায় গবেষক/ বিজ্ঞানীর অবদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. স্থানীয়/ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বা গবেষণা সম্পর্কে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ/ প্রকাশনা সংখ্যা ও তার বিবরণ;

২. ইতোপূর্বে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অধিকতর উৎপাদন ও লাভজনকভাবে অনুসরণের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে অবদান;

৩. পরিবেশের উপর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্র অনুসরণে ইতিবাচক প্রভাব;

৪. প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা ও বিকাশের সম্ভাবনা;

৫. উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্র সম্পর্কে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ;

৬. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্রের অবদান;

৭. উচ্চ ফলনশীল মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কার;

৮. জাতীয় উন্নয়নে অবদানের সম্ভাবনা; এবং

৯. অর্জিত সাফল্য সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি থাকতে হবে। সকল প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা প্রধান কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ১৭: মৎস্য অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জেলে/ জেলে সংগঠন

মৎস্য অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জেলের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. আবেদনকারীর জেলে পরিচয়পত্র (Fisherman Identity Card)/ জেলে হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তরের নিবন্ধন থাকতে হবে;

২. উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে জেলের অবদান সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে, জলাশয়ের নাম, অবস্থানসহ জলাশয়ে কাজের সংশ্লিষ্টতার বিস্তারিত বিবরণ (অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা, মৎস্যসম্পদ রক্ষায় জেলেদের দলীয় কার্যক্রম, পেনে মাছচাষ, খাঁচায় মাছচাষ ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

৩. বিদ্যমান মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও বিধি মেনে উন্মুক্ত জলাশয়ে সরকার ঘোষিত মৎস্য আহরণে নিষিদ্ধ সময় ছাড়া কম-বেশি সারা বছর মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে এমন জেলে হতে হবে;

৪. জেলের বাৎসরিক মাছ আহরণের পরিমাণ ও মূল্য উল্লেখ করতে হবে।

৫. জেলেপল্লীতে মৎস্য সংরক্ষণ আইনের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা থাকলে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক তার প্রত্যয়ন সংযুক্ত করতে হবে;

৬. মৎস্য সংরক্ষণ আইন ভঙ্গের জন্য সাজাপ্রাপ্ত (জেল/জরিমানা) হলে মনোনয়নের জন্য বিবেচিত হবেন না;

৭. জাটকা সংরক্ষণ অভিযান/মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান/সাগরে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযানসহ অন্যান্য মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরকে সহযোগিতা প্রদানের প্রত্যয়ন (সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত) সংযুক্ত করতে হবে;

৮. মূল্যায়নকৃত জেলে কোন সমবায় সমিতি/সমাজসেবা সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে তার প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে; এবং

৯. সমাজসেবামূলক/উদ্বুদ্ধকরণ কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ ইতিপূর্বে অন্য কোন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত করা হয়ে থাকলে তার প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে।

ক্ষেত্র ১৮: মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

পার্বত্য অঞ্চল, হাওর, বাওড়, চর ইত্যাদি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অবদানে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে—

১. মাছ ও মাছের রেণু, পোনা উৎপাদন;

২. চিংড়ি ও চিংড়ির PL উৎপাদন;

৩. কুচিয়া, ক্রাবলেট, কাঁকড়া, স্পেট, ঝিনুক ইত্যাদি উৎপাদন;

৪. শুঁটকি এবং অন্যান্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনে অবদান; এবং

৫. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অবদান।

ক্ষেত্র ১৯: মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তা

মৎস্যখাতে নারী উদ্যোক্তার অবদানের ক্ষেত্রে মৎস্যখাতে নারীর বিশেষ ভূমিকা যেমন: মাছ উৎপাদন, শুটকী তৈরি, জাল বুনন, মাছ আহরণ, বিক্রয়, মৎস্যজাত পণ্য বহুমুখীকরণ ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে। এছাড়া নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে সরকারিভাবে নিবন্ধিত হতে হবে;

২. আবেদনে বিশেষ অবদানের বিষয়টি সুস্পস্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;

৩. বিশেষ অবদানের যথাযথ প্রমাণক (নিজস্ব হিসাব বিবরণী, ব্যাংক হিসাব বিবরণী, ব্যালেন্সশিট ইত্যাদি) থাকতে হবে;

৪. উদ্যোক্তা হিসেবে ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং

৫. এছাড়া উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য সরকার ঘোষিত অন্যান্য শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে।

ক্ষেত্র ২০: মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যুব উদ্যোক্তা

মৎস্যখাতে যুব উদ্যোক্তার অবদানের ক্ষেত্রে মৎস্যখাতে যুবদের বিশেষ ভূমিকা যেমন: মাছ উৎপাদন, শুটকী তৈরি, জাল বুনন, মাছ আহরণ, বিক্রয়, মৎস্যজাত পণ্য বহুমুখীকরণ ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে। এছাড়া নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. আবেদনকারীর বয়স ১৮-৩৫ বছর হতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি নিবন্ধন থাকতে হবে;

২. আবেদনে বিশেষ অবদানের বিষয়টি সুস্পস্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;

৩. বিশেষ অবদানের যথাযথ প্রমাণক (হিসাব বিবরণী/ ব্যাংক হিসাব বিবরণী, ব্যালেন্সশিট ইত্যাদি) থাকতে হবে;

৪. উদ্যোক্তা হিসেবে ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং

৫. এছাড়া উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য সরকার ঘোষিত অন্যান্য শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে।

ক্ষেত্র ২১: মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অবদানে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে—

১. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আইন বাস্তবায়ন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বিশেষ অবদান;

২. মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদান;

৩. মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন;

৪. মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান;

৫. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে ব্যতিক্রমধর্মী সফল উদ্যোগ; এবং

৬. দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান।

ক্ষেত্র ২২: মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারীদের অবদানে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে—

১. কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আইন বাস্তবায়ন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বিশেষ অবদান;

২. কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনে তৎপরতা;

৩. কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন অভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রবণতা;

৪. মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদান;

৫. মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন;

৬. মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান;

৭. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমধর্মী সফল উদ্যোগ; এবং

৮. দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান

৮. পদকের জন্য মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্যতা

১. বাংলাদেশের যেকোনো এলাকায় মৎস্যবিষয়ক কোনো নব প্রযুক্তি বা উল্লেখযোগ্য কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টিকারী চাষি/সংস্থাকে উৎসাহ দেয়ার জন্য পদক প্রদান করা হবে। বিষয়াবলি সর্বজনবিদিত এবং সাধারণ্যে অবগত থাকতে হবে;

২. মনোনয়নের প্রাথমিক প্রস্তাবনা নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তর প্রধানের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে;

৩. মনোনয়নের সঙ্গে জনসেবার মানোন্নয়নের জন্য অনুসৃত সৃষ্টিশীল পদ্ধতি, সময় এবং কী পরিস্থিতিতে কার্যক্রমটি সম্পাদিত হয়েছিল তা উল্লেখ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার সুনির্দিষ্ট বিবরণও থাকতে হবে;

৪. মনোনয়নের স্বপক্ষে কার্যক্রমটি/ প্রকল্পটি/ কর্মসূচির পটভূমি, উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার, বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কৌশল, ব্যবহৃত উদ্ভাবনীমূলক পদ্ধতি, বাস্তবায়নকাল, অসাধারণ অর্জন ও ফলাফল, ইতিবাচক পরিবর্তন ও প্রভাব, টেকসই এবং সর্বোপরি এ প্রক্রিয়ায় মনোনীত ব্যক্তির ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত প্রমাণাদি থাকতে হবে;

৫. কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একবার জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্ত হলে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর কোন ক্ষেত্রেই পদকের যোগ্য বিবেচিত হবেন না;

৬. কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একই বৎসরে একের অধিক ক্ষেত্রে পদক প্রাপ্ত হবেন না;

৭. কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রপ্তানিকৃত পণ্যের মান সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে তিনি মনোনয়নের জন্য বিবেচিত হবেন না;

৮. হ্যাচারি রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত মাছের রেণু উৎপাদন, চিংড়ির পি.এল. উৎপাদন, ক্র্যাবলেট/ স্পেট উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো আবেদন পদকের জন্য বিবেচিত হবে না;

৯. উপজেলা কমিটি প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদির যথার্থতা পরীক্ষা করবেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি অনুমোদিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে যাচাই করে পদকের জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। এ পদক সংক্রান্ত কার্যক্রমের সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

১০. ক্ষেত্র-১৪ (উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অবদান); ক্ষেত্র-১৫ (মৎস্যসম্পদ গবেষণায় প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার অবদান); ক্ষেত্র-১৬ (মৎস্যসম্পদ গবেষণায় গবেষক/ বিজ্ঞানীর অবদান) ক্ষেত্রে আবেদনসমূহ প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশসহ মূলকপি সরাসরি কারিগরি কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে;

১১. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের প্রমাণাদি সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

১২. সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকার আবেদনসমূহ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশসহ মূলকপি সরাসরি কারিগরি কমিটিতে প্রেরণ করা যাবে;

১৩. মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ধারিত ছক ব্যবহার করতে হবে (সংলগ্নি-১); এবং

৯. পদকের জন্য আবেদনপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

০১. সংলগ্নি-২ এ বর্ণিত স্কোরিং পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হবে;

০২. ক্ষেত্র বিশেষে স্কোরিং এ সর্বমোট নাম্বার ১০০ নম্বরে কনভার্ট করা হবে; এবং

০৩. ভবিষ্যতে স্কোরিং এর যে কোন ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজন এর প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১০. পদকের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন কমিটিসমূহ—

(ক) উপজেলা কমিটি: সংশ্লিষ্ট উপজেলার কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে নিম্নরূপ উপজেলা কমিটি গঠিত হবে:

১)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
২)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৩)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৪)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৫)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৬)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৭)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৮)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৯)	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য
১০)	মৎস্যচাষি প্রতিনিধি (সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১১)	মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কাজে সংশ্লিষ্ট এনজিও (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১২)	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

উপজেলা কমিটির কার্যপরিধি :

১. প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/সংস্থার মৎস্যখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদন নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই বাছাই করে প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে;

২. প্রাথমিক তালিকাভুক্ত আবেদন উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্য পৃথকভাবে সরেজমিনে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রতিবেদন উপজেলা কমিটির নিকট দাখিল করবে; এবং

৩. প্রতিক্ষেত্রে যাচাইকৃত আবেদনসমূহ হতে স্কোরিং পদ্ধতিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের আবেদন সুপারিশসহ জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

(খ) জেলা কমিটি: সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে নিম্নরূপ জেলা কমিটি গঠিত হবে।

১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২)	উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ এর প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৩)	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪)	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৫)	উপপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৬)	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
৭)	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৮)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৯)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১০)	মৎস্যচাষি প্রতিনিধি (জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১১)	মৎস্যচাষ/সম্প্রসারণ কাজে সংশ্লিষ্ট এনজিও (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১২)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

জেলা কমিটির কার্যপরিধি :

১. উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবনা নীতিমালা অনুযায়ি যাচাই বাছাই করবে;

২. উপজেলা কমিটি হতে প্রতিক্ষেত্রে যাচাইকৃত আবেদনসমূহ হতে স্কোরিং পদ্ধতিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের আবেদন সুপারিশসহ কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

(গ) জেলা কমিটি (পার্বত্য জেলা): সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে নিম্নরূপ জেলা কমিটি গঠিত হবে।

১)	চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ	সভাপতি
২)	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	সদস্য
৩)	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪)	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৫)	উপপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৬)	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
৭)	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৮)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৯)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১০)	মৎস্যচাষি প্রতিনিধি (জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১১)	মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কাজে সংশ্লিষ্ট এনজিও (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১২)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

জেলা কমিটির (পার্বত্য জেলা) কার্যপরিধি :

১. উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবনা নীতিমালা অনুযায়ি যাচাই বাছাই করবে;

২. উপজেলা কমিটি হতে প্রতিক্ষেত্রে যাচাইকৃত আবেদনসমূহ হতে স্কোরিং পদ্ধতিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের আবেদন সুপারিশসহ কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

(ঘ) কারিগরি কমিটি:

১)	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সভাপতি
২)	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৩)	সদস্য পরিচালক (মৎস্য) বিএআরসি, ঢাকা	সদস্য
৪)	প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (পরিচালক পর্যায়)	সদস্য
৫)	প্রতিনিধি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (পরিচালক পর্যায়)	সদস্য
৬)	পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৭)	পরিচালক (সামুদ্রিক), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৮)	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৯)	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ (পরিচালক পর্যায়)	সদস্য
১০)	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (পরিচালক পর্যায়)	সদস্য
১১)	প্রতিনিধি, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
১২)	প্রতিনিধি, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৩)	প্রতিনিধি, একুয়াকালচার, ফিশারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স অনুষদ, শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪)	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন উপসচিব	সদস্য
১৫)	প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৬)	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

কারিগরি কমিটির কার্যপরিধি :

১. প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই বাছাই পূর্বক স্কোরিং পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করবে;

২. পদকের ক্ষেত্র বিবেচনায় রেখে মূল্যায়ন মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে স্কোর নির্ধারণ;

৩. সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবনা সরেজমিন যাচাই বাছাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং

৪. প্রতিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) টি মনোনয়ন প্রস্তাব সুপারিশসহ ‘জাতীয় কমিটির’ নিকট প্রেরণ করবে।

(ঙ) জাতীয় কমিটি

১)	সিনিয়র সচিব/সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২)	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৩)	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট	সদস্য
৫)	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
৬)	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
৭)	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্ম সচিব (ব্লু ইকোনমি অনুবিভাগ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮)	প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয় (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
৯)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য
১০)	যুগ্ম সচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১)	যুগ্ম সচিব/ উপসচিব (মৎস্য-২), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

জাতীয় কমিটির কার্যপরিধি :

১. কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করবে; এবং

২. বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনুচ্ছেদ ৫-এ বর্ণিত সংখ্যা অনুযায়ী স্বর্ণপদকের জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্ত করবে।

(চ) উপরে যা-ই উল্লেখ থাকুক না কেন, ক্ষেত্র-১৪: উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সংগঠন/ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা, ক্ষেত্র-১৫: মৎস্যসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা এবং ক্ষেত্র-১৬: মৎস্যসম্পদ গবেষক/ বিজ্ঞানী এর ক্ষেত্রে জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য প্রস্তাবিত গবেষক/বিজ্ঞানী/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থার নাম নিম্নোক্তগণ সরাসরি কারিগরি কমিটিতে প্রেরণ করতে পারবেন।

১. মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য;

২. মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ (৩ টি পার্বত্য জেলার জন্য);

৩. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য; এবং

৪. সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান (গবেষক/প্রতিষ্ঠান এর জন্য)

(ছ) ক্ষেত্র-২১ এবং ক্ষেত্র-২২ এর মনোনয়ন প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কারিগরি কমিটিতে প্রেরণ করবেন।

১১. পদকের মনোনয়ন প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা

পদক প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ক্যালেন্ডার বছরের (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) কর্মকান্ড বিবেচনায় নেওয়া হবে। এ প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময়সূচি নিম্নরূপ হবে:

১.	মনোনয়ন আহবান	--	জানুয়ারি মাসের ১ম সপ্তাহ
২.	উপজেলা কমিটি কর্তৃক জেলা কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ	--	ফেব্রুয়ারি মাসের ১ম সপ্তাহ
৩.	জেলা কমিটি কর্তৃক কারিগরি কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ	--	মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহ
৪.	সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ	--	এপ্রিল মাসের ১ম সপ্তাহ
৫.	জাতীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	--	মে মাসের ১ম সপ্তাহ
৬.	জাতীয় কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	--	জুন মাসের ১ম সপ্তাহ

১২. পদক বাতিল

১. এই নীতিমালার অধীনে পদকপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য/ প্রমাণাদি অসত্য প্রমাণিত হলে 'জাতীয় কমিটি' যথাযথ অনুসন্ধানের পর পদক, সম্মাননা সনদ ও প্রদত্ত অর্থ প্রত্যাহার করাসহ উক্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারবে।

১৩. 'জাতীয় মৎস্য পদক' এর প্রকৃতি ও নকশার বিবরণ

পদকের সম্মুখভাগের উপরে **পদকের নাম,** মধ্যাংশে **জাতীয় প্রতীক** এবং নিচে **বাংলাদেশ** লেখা থাকবে। পিছনের অংশের উপর **প্রাপকের নাম ও ক্ষেত্র,** মধ্যাংশে **মৎস্য অধিদপ্তরের মনোগ্রাম,** মধ্যাংশের বামে **খ্রিষ্টাব্দ** ও ডানে **বঙ্গাব্দ** এবং নিচের অংশে **মৎস্য অধিদপ্তর** এবং **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের** নাম লেখা থাকবে।

১৪. মনোনয়ন ফর্ম প্রাপ্তিস্থান

পদকের বিজ্ঞপ্তি মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, জাতীয় পত্রিকা এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের নোটিশ বোর্ডে প্রচার করা হবে। এছাড়া নিম্নোক্ত দপ্তরসমূহ হতে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে।

১. সম্প্রসারণ শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা;

২. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়;

৩. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর; এবং

৪. মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট: www.fisheries.gov.bd

১৫. বিবিধ

১. এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা সংশোধনের যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করবে এবং এরূপ সিদ্ধান্ত সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করতে পারবে।

২. এ নীতিমালার কোন বিষয় অস্পষ্ট থাকলে তা সরকার প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে স্পষ্টীকরণ করতে পারবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন সত্যায়িত ছবি

পদকের ক্ষেত্র ১: মাছের রেণু উৎপাদন

১. ক) হ্যাচারির নাম ও অবস্থান:

২. খ) হ্যাচারি মালিক/ স্বত্বাধিকারীর নাম:

গ) হ্যাচারি প্রতিষ্ঠার সাল ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার:

৩. পিতা/স্বামীর নাম :

৪. মাতার নাম :

৫. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৬. বয়স:

৭. পেশা:

৮. মালিকানা: ☐ নিজ মালিকানা/ ☐ ইজারাদার

৯. মূল্যায়ন বর্ষ: যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

১০. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ / জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১১. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতা		
২)	হ্যাচারি স্থাপনাঃ		
	ক) হ্যাচারীর মোট আয়তন (হেক্টর)		
	খ) ওভারহেড ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা (লিটার)		
	গ) ব্রিডিং ট্যাংকের আয়তন (কিউবিক মিটার) ও সংখ্যা		
	ঘ) হ্যাচিং ট্যাংক		
	১) সার্কুলার ট্যাংকের আয়তন ও সংখ্যা		
	২) ফানেল/বোতলের আয়তন ও সংখ্যা		
	৩) সিসটার্নের আয়তন ও সংখ্যা		
	৪) অন্যান্য হ্যাচিং ব্যবস্থা (যদি থাকে)		
	৫) অক্সিজেন সিলিন্ডার এর আয়তন ও সংখ্যা		
৩)	ক) পানি ব্যবস্থাপনা		
	১. গভীর নলকূপ (হর্স পাওয়ার)		
	২. পাম্প সংখ্যা (কিউসেক)/বিদ্যুৎ/ডিজেল		
	খ) ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সিস্টেম ১. এ্যারেশন সিস্টেম		
	২. ফিলট্রেশন সিস্টেম		
৪)	ল্যাবরেটরি ব্যবস্থা:		
	১) কেমিক্যাল ওয়িটিং ব্যালেন্স সংখ্যা ও প্রকার		
	২) মাইক্রোস্কোপ সংখ্যা ও প্রকার		
	৩) রেফ্রিজারেটর সংখ্যা ও প্রকার		
	৪) টিস্যু হোমোজেনাইজার সংখ্যা ও প্রকার		
	৫) ডেসিকেটর সংখ্যা ও প্রকার		
	৬) হ্যাককিট সংখ্যা ও প্রকার		
	৭) অন্যান্য (যন্ত্রপাতি/ক্যামিক্যাল) নাম ও সংখ্যা (যদি থাকে)		

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি		মন্তব্য
৫)	পুকুরের বিবরণ:				
	১) পুকুরের সংখ্যা (টি)				
	২) পুকুরের মোট জলায়তন (হেক্টর)				
	৩) ব্রুডমাছ প্রতিপালন পুকুরের সংখ্যা ও জলায়তন (হে.)				
	৪) মজুতকৃত ব্রুডের উৎস				
	৫) মোট ব্রুড মাছের সংখ্যা (টি) ও পরিমাণ (কেজি)				
	৬) মজুতকৃত ব্রুডের গড় বয়স (বছর-মাস) এবং গড় ওজন (কেজি)				
	৭) মূল্যায়ন বছরে ব্রুডমাছ পালন (নিজস্ব) প্রজাতি (কেজি)				
	৮) মূল্যায়ন বছরে ব্রুড মাছ সংগ্রহ (বিভিন্ন উৎস হতে প্রজাতি (কেজি)				
	৯) প্রাকৃতিক উৎস হতে ব্রুড মাছ সংগ্রহ (জলাশয়ের নাম ও পরিমান (কেজি))				
	১০) প্রজাতি ভিত্তিক উৎপাদন		প্রজাতি	উৎপাদন (কেজি)	
	মূল্যায়ন বছরে মোট রেণু উৎপাদন (কেজি):				
	প্রতি কেজি রেণুর গড় উৎপাদন ব্যয় (টাকা):				
	প্রতি কেজি রেণুর গড় বিক্রয়মূল্য (টাকা):				
	মোট বিপণন (কেজি):				
৬)	মূল্যায়ন বছরে মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা):				
	মূল্যায়ন বছরে মোট আয় (লক্ষ টাকা):				
	মুল্যায়ন বছরে নিট লাভ (লক্ষ টাকা):				
৭)	বিগত ৩ (তিন) বছরের রেণু উৎপাদনের তথ্যাদি				
	ক) মোট গড় উৎপাদন (কেজি)				
	খ) মোট গড় বিপণন (কেজি)				
	গ) মোট গড় আয় (টাকা)				
৮)	রেণু সরবরাহকৃত চাষীর সংখ্যা				
	রেণু সরবরাহকৃত অঞ্চল				
৯)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)			
		খণ্ডকালীন জনবল (জন)			
১০)	রেণুর গুণগত ও কৌলিতাত্ত্বিক মান সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না		
১১)	হ্যাচারির রেজিস্ট্রেশন সনদ হালনাগাদ আছে কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না		
১২)	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না		
১৩)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না		

১২. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির　　স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১৩. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের　　স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১৪. উপজেলা কমিটির কমপক্ষ্যে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১৪ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:　　সভাপতির স্বাক্ষর　　সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি:

১৫ (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর　　জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর:　　চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:

(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী:

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমানক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন সত্যায়িত ছবি

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ২: মাছের পোনা উৎপাদন

১. ক) খামার মালিক/ স্বত্বাধিকারীর নাম:

খ) খামারের নাম ও অবস্থান:

গ) খামার প্রতিষ্ঠার সাল:

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. উদ্যোক্তা/চাষির প্রকৃতি: ☐ নিজ মালিকানা / ☐ ইজারাদার

৮. মূল্যায়ন বর্ষ : যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক্র: নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি				মন্তব্য
১.	ক. খামারের মোট আয়তন (হেক্টর)					
	খ. পোনা উৎপাদন পুকুরের সংখ্যা (টি)					
	গ. পোনা উৎপাদন পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)					
২.	বাৎসরিক পোনা উৎপাদন ক্ষমতা (সংখ্যা ও পরিমাণ) (লক্ষ ও কেজি)					
৩.	রেণু সংগ্রহের উৎস: ক) প্রাকৃতিক পরিমাণ (কেজি) ও জলাশয়ের নাম					
	খ) কৃত্রিম পরিমাণ (কেজি) ও মৎস্য হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা					
৪.	মজুদ ঘনত্ব (কেজি/হেক্টর)					
৫.	মূল্যায়ন বছরে পোনা উৎপাদন	প্রজাতি	সংখ্যা (লক্ষ)	গড় আকার (সে.মি.)	পরিমাণ (কেজি)	
		কার্প জাতীয়				
		ক্যাটফিস				
		অন্যান্য পোনা				
	মোট উৎপাদন (সংখ্যা ও পরিমাণ) (লক্ষ ও কেজি)					
	হেক্টর প্রতি পোনা উৎপাদন (সংখ্যা ও কেজি)	কার্প জাতীয়				
		ক্যাটফিস				
		অন্যান্য পোনা				
৬.	মূল্যায়ন বছরে পোনা বিক্রয়	প্রজাতি	সংখ্যা (লক্ষ)	গড় আকার (সে.মি.)	পরিমাণ (কেজি)	
		কার্প জাতীয়				
		ক্যাটফিস				
		অন্যান্য পোনা				
	মোট বিপণন: সংখ্যা (লক্ষ) ও পরিমাণ (কেজি)					

ক্র: নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি				মন্তব্য
৭.	পোনার উৎপাদন ব্যয়	প্রতি কেজি (টাকা)					
	পোনার গড় বিক্রয়মূল্য	প্রতি কেজি (টাকা)					
৮.	মূল্যায়ন বছরে আয় ও ব্যয় (লক্ষ টাকা):	মোট ব্যয়:					
		মোট আয়:					
		নিট লাভ:					
৯.	বিগত ৩ (তিন) বছরের গড় উৎপাদন		প্রজাতি	গড় আকার (সে.মি.)	সংখ্যা (লক্ষ)	পরিমাণ (কেজি)	
			কার্প				
			ক্যাটফিস				
			অন্যান্য পোনা				
	বিগত ৩ (তিন) বছরের মোট গড় উৎপাদন: সংখ্যা (লক্ষ) ও পরিমাণ (কেজি)						
	বিগত ৩ (তিন) বছরের হেক্টর প্রতি গড় পোনা উৎপাদন: সংখ্যা (লক্ষ) ও পরিমাণ (কেজি)						
১০.	বিগত ৩ (তিন) বছরের গড় পোনা বিক্রয়ের তথ্যাদি		প্রজাতি	গড় আকার (সে.মি.)	সংখ্যা (লক্ষ)	পরিমাণ (কেজি)	
			কার্প				
			ক্যাটফিস				
			অন্যান্য পোনা				
১১.	বিগত ৩ (তিন) বছরে বিক্রয়/সরবরাহকৃত মোট গড় পোনা: সংখ্যা (লক্ষ) ও পরিমান (কেজি)						
১২.	বিগত ৩ (তিন) বছরের গড় আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি	মোট গড় আয় (লক্ষ টাকা)					
		মোট গড় ব্যয় (লক্ষ টাকা)					
		মোট গড় লাভ (লক্ষ টাকা)					
১৩.	**কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান**	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)					
		খন্ডকালীন জনবল (জন)					
১৪.	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না				
১৫.	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না				

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১২. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১৩. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১৪ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর: সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি:

১৫ (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী:

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমানক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ৩: দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ (Small Indigenous Fish Species-SIS) উৎপাদন

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

১. ক) খামার মালিক/স্বত্বাধীকারীর নাম:

খ) খামারের নাম ও অবস্থান:

গ) খামার প্রতিষ্ঠার সাল:

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. উদ্যোক্তা/চাষির প্রকৃতি: ☐নিজ মালিকানা / ☐ ইজারাদার

৮. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে মৎস্য জাতীয় মৎস্য পক্ষ/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	খামারের বিবরণ	খামারের মোট আয়তন (হেক্টর)		
		পুকুরের সংখ্যা (টি)		
		পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)		
		চাষ পদ্ধতি	☐আধা নিবিড় ☐নিবিড় ☐ অতি নিবিড়	
২)	পোনা সংগ্রহের উৎস	প্রাকৃতিক: পরিমাণ (কেজি) ও জলাশয়ের নাম		
		মৎস্য নার্সারি: পরিমাণ (কেজি) ও মৎস্য নার্সারির নাম ও ঠিকানা		
৩)	প্রধান ফসল (প্রজাতির নাম)			
৪)	মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট উৎপাদন (মেট্রিক টন) (মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রজাতিভিত্তিক উৎপাদন)			
৫)	মূল্যায়ন বছরে হেক্টর প্রতি গড় বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন/হে.)			
৬)	মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট	ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৭)	মূল্যায়ন বছরে হেক্টর প্রতি	ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
৮)	বিগত ৩ (তিন) বছরের তথ্যাদি	মোট গড় উৎপাদন (মে. টন)		
		গড় লাভ (লক্ষ টাকা)		
৯)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)		
		খণ্ডকালীন জনবল (জন)		
১০)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১১)	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১২. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১৩. উপজেলা কমিটির কমপক্ষ্যে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১৪ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি:

১৫ (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:

(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী:

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমানক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

পদকের ক্ষেত্র ৪: কার্পজাতীয় মাছ উৎপাদন

১. ক) খামার মালিক/স্বত্বাধীকারীর নাম:

খ) খামারের নাম ও অবস্থান:

গ) খামার প্রতিষ্ঠার সাল:

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. উদ্যোক্তা/চাষির প্রকৃতি: ☐নিজ মালিকানা / ☐ ইজারাদার

৮. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে মৎস্য জাতীয় মৎস্য পক্ষ / জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদন্ড:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	খামারের বিবরণ	খামারের মোট আয়তন (হেক্টর)		
		পুকুরের সংখ্যা (টি)		
		পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)		
		চাষ পদ্ধতি	☐আধা নিবিড় ☐নিবিড় ☐ অতি নিবিড়	
২)	পোনা সংগ্রহের উৎস	প্রাকৃতিক: পরিমাণ (কেজি) ও জলাশয়ের নাম		
		মৎস্য নার্সারি: পরিমাণ (কেজি) ও মৎস্য নার্সারির নাম ও ঠিকানা		
৩)	প্রধান ফসল (প্রজাতির নাম)			
৪)	মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট উৎপাদন (মেট্রিক টন) (মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রজাতিভিত্তিক উৎপাদন)			
৫)	মূল্যায়ন বছরে হেক্টর প্রতি গড় বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন/হে.)			
৬)	মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট	ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৭)	মূল্যায়ন বছরে হেক্টর প্রতি	ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
৮)	বিগত ৩ (তিন) বছরের তথ্যাদি	মোট গড় উৎপাদন (মে. টন)		
		গড় লাভ (লক্ষ টাকা)		
৯)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)		
		খন্ডকালীন জনবল (জন)		
১০)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১১)	মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১২. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১৩. উপজেলা কমিটির কমপক্ষ্যে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১৪ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর: সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি:

১৫ (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী:

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমানক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

পদকের ক্ষেত্র ৫: পাঙ্গাস/ তেলাপিয়া/ কৈ উৎপাদন

১. ক) খামার মালিক/স্বত্বাধীকারীর নাম:

খ) খামারের নাম ও অবস্থান:

গ) খামার প্রতিষ্ঠার সাল:

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. উদ্যোক্তা/চাষির প্রকৃতি: ☐নিজ মালিকানা / ☐ ইজারাদার

৮. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে মৎস্য জাতীয় মৎস্য পক্ষ / জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদন্ড:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	খামারের বিবরণ	খামারের মোট আয়তন (হেক্টর)		
		পুকুরের সংখ্যা (টি)		
		পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)		
		চাষ পদ্ধতি	☐আধা নিবিড় ☐নিবিড় ☐ অতি নিবিড়	
২)	পোনা সংগ্রহের উৎস	প্রাকৃতিক: পরিমাণ (কেজি) ও জলাশয়ের নাম		
		মৎস্য নার্সারি: পরিমাণ (কেজি) ও মৎস্য নার্সারির নাম ও ঠিকানা		
৩)	প্রধান ফসল (প্রজাতির নাম)			
৪)	মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট উৎপাদন (মেট্রিক টন) (মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রজাতিভিত্তিক উৎপাদন)			
৫)	মূল্যায়ন বছরে হেক্টর প্রতি গড় বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন/হে.)			
৬)	মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট	ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৭)	মূল্যায়ন বছরে হেক্টর প্রতি	ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৮)	বিগত ৩ (তিন) বছরের তথ্যাদি	মোট গড় উৎপাদন (মে. টন)		
		গড় লাভ (লক্ষ টাকা)		

৯)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)		
		খন্ডকালীন জনবল (জন)		
১০)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১১)	মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১২. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১৩. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১৪ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি:

১৫ (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী:

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

পদকের ক্ষেত্র ৬: কুচিয়া/ সিবাস (Sea bass)/ মিল্ক ফিশ (Milk Fish)/ নোনা টেংরা উৎপাদন

১. ক) খামার মালিক/স্বত্বাধীকারীর নাম:

খ) খামারের নাম ও অবস্থান:

গ) খামার প্রতিষ্ঠার সাল:

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. উদ্যোক্তা/চাষির প্রকৃতি: ☐নিজ মালিকানা / ☐ ইজারাদার

৮. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে মৎস্য জাতীয় মৎস্য পক্ষ / জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	খামারের বিবরণ	খামারের মোট আয়তন (হেক্টর)		
		পুকুরের সংখ্যা (টি)		
		পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)		
		চাষ পদ্ধতি	☐আধা নিবিড় ☐নিবিড় ☐ অতি নিবিড়	
২)	পোনা সংগ্রহের উৎস	প্রাকৃতিক: পরিমাণ (কেজি) ও জলাশয়ের নাম		
		মৎস্য নার্সারি: পরিমাণ (কেজি) ও মৎস্য নার্সারির নাম ও ঠিকানা		
৩)	প্রধান ফসল (প্রজাতির নাম)			
৪)	মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট উৎপাদন (মেট্রিক টন) (মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রজাতিভিত্তিক উৎপাদন)			
৫)	মূল্যায়ন বছরে হেক্টর প্রতি গড় বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন/হে.)			
৬)	মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট	ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৭)	মূল্যায়ন বছরে হেক্টর প্রতি	ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৮)	বিগত ৩ (তিন) বছরের তথ্যাদি	মোট গড় উৎপাদন (মে. টন)		
		গড় লাভ (লক্ষ টাকা)		

৯)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)		
		খন্ডকালীন জনবল (জন)		
১০)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১১)	মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১২. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১৩. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১৪ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর: সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি:

১৫ (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী:

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

<u>**সংলগ্নি-১**</u>

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ৭: গলদা/ বাগদা/ দেশীয় অন্য প্রজাতির চিংড়ির পিএল (Post Larvae-PL) উৎপাদন

দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি

১. ক) হ্যাচারি মালিক/স্বত্বাধীকারীর নাম:

খ) হ্যাচারির নাম ও অবস্থান:

গ) হ্যাচারি প্রতিষ্ঠার সাল:

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : গ্রাম:　　ডাকঘর:　　উপজেলা:

জেলা:　　বিভাগ :　　ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. চাষীর প্রকৃতি: ☐ নিজ মালিকানা / ☐ ইজারাদার

৮. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সন ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	হ্যাচারির অবকাঠামোর বিবরণ	হ্যাচারির আয়তন (হেক্টর)		
		ব্রুড ট্যাংকের সংখ্যা ও পানি ধারণ ক্ষমতা (মেট্রিক টন)		
		পুকুরের সংখ্যা (টি)		
		পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)		
২)	ব্রুডের উৎস			
	ব্রুডের সংখ্যা (টি)			
	ব্রুডের পরিমাণ (কেজি)			
৩)	লার্ভা রিয়ারিং ট্যাংকের সংখ্যা (টি)			
	লার্ভা রিয়ারিং ট্যাংকের পানি ধারণ ক্ষমতা (মে.টন)			
	ব্রুড মজুদ ট্যাংকের সংখ্যা (টি) ও আয়তন (হে.)			
৪)	হ্যাচারির পিএল উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ/বৎসর)			
	চক্র সংখ্যা			
	প্রতি চক্রে উৎপাদন (লক্ষ)			
৫)	মূল্যায়ন বছরে: ক. পিএল উৎপাদন (লক্ষ)			
	খ. পিএল বিপণন (লক্ষ)			
	গ. প্রতি হাজার পি.এল এর উৎপাদন ব্যয় (টাকা)			
	ঘ. প্রতি হাজার পি.এল এর বিক্রয় মূল্য (টাকা);			
৬)	মূল্যায়ন বছরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ:	ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৭)	বিগত ৩ (তিন) বছরের তথ্যাদি:	গড় পিএল উৎপাদন (লক্ষ)		
		গড় পিএল বিপণন (লক্ষ)		

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
৮)	বিগত ৩ (তিন) বছরের আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি:	গড় ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		গড় আয় (লক্ষ টাকা)		
		গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৯)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)		
		খণ্ডকালীন জনবল (জন)		
১০)	বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ			
১১)	Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত প্রজননক্ষম চিংড়ি সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড পরিবেশে প্রতিপালন করা হয়েছে কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১২)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা আছে কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১৩)	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১২. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১৩. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ) :

১৪ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি:

১৫ (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:

(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী:

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ৮: ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) উৎপাদন

দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি

১. ক) হ্যাচারি মালিক/স্বত্বাধীকারীর নাম:

খ) হ্যাচারির নাম ও অবস্থান:

গ) হ্যাচারি প্রতিষ্ঠার সাল:

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. চাষীর প্রকৃতি: ☐ নিজ মালিকানা ☐ ইজারাদার

৮. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সন ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	হ্যাচারির অবকাঠামোর বিবরণ	হ্যাচারির আয়তন (হেক্টর)		
		ব্রুড ট্যাংকের সংখ্যা ও পানি ধারণ ক্ষমতা (মেট্রিক টন)		
		পুকুরের সংখ্যা (টি)		
		পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)		
২)	ব্রুডের উৎস			
	ব্রুডের সংখ্যা (টি)			
	ব্রুডের পরিমাণ (কেজি)			
৩)	ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) রিয়ারিং ট্যাংকের সংখ্যা (টি)			
	ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) রিয়ারিং ট্যাংকের পানি ধারণ ক্ষমতা (মে.টন)			
	ব্রুড মজুদ ট্যাংকের সংখ্যা (টি) ও আয়তন (হে.)			
৪)	হ্যাচারির ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ/বৎসর)			
	চক্র সংখ্যা			
	প্রতি চক্রে উৎপাদন (লক্ষ)			
৫)	মূল্যায়ন বছরে: ক. ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) উৎপাদন (লক্ষ)			
	খ. ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) বিপণন (লক্ষ)			
	গ. প্রতি হাজার ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) এর উৎপাদন ব্যয় (টাকা)			
	ঘ. প্রতি হাজার ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) এর বিক্রয় মূল্য (টাকা);			
৬)	মূল্যায়ন বছরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ:	ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৭)	বিগত ৩ (তিন) বছরের তথ্যাদি:	গড় ক্র্যাবলেট/ স্পেট উৎপাদন (লক্ষ)		
		গড় ক্র্যাবলেট/ স্পেট বিপণন (লক্ষ)		

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
৮)	বিগত ৩ (তিন) বছরের আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি:	গড় ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		গড় আয় (লক্ষ টাকা)		
		গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৯)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)		
		খণ্ডকালীন জনবল (জন)		
১০)	বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ			
১১)	Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত প্রজননক্ষম চিংড়ি সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড পরিবেশে প্রতিপালন করা হয়েছে কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১২)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা আছে কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১৩)	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১২. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১৩. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১৪ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি :

১৫ (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:

(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি

পদকের ক্ষেত্র ৯: গলদা/ বাগদা/ দেশীয় অন্য প্রজাতির চিংড়ি উৎপাদন

১. ক) খামার মালিক/ স্বত্বাধীকারীর নাম:

খ) খামারের নাম ও প্রতিষ্ঠার সাল :

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. চাষীর প্রকৃতি: ☐ নিজ মালিকানা / ☐ ইজারাদার

৮. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ পুরস্কার/জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	খামারের বিবরণ	খামারের আয়তন (হেক্টর)		
		পুকুরের মোট জলায়তন (হেক্টর)		
		পুকুরের সংখ্যা (টি)		
২)	চিংড়ি পি.এল. এর উৎস			
৩)	মূল্যায়ন বছরে উৎপাদনের তথ্যাদি	মোট ফসল চক্র সংখ্যা (টি)		সাথি ফসল হিসেবে মাছ থাকলে চিংড়ি উৎপাদন আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে
		মূল্যায়ন বছরে প্রতি ফসল চক্রে উৎপাদন (মেট্রিক টন)		
		মোট উৎপাদন (মেট্রিক টন)		
		প্রতি হেক্টরে উৎপাদন (মে.টন)		
৪)	মূল্যায়ন বছরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ	উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৫)	মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ	ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৬)	বিগত ৩ (তিন) বছরের তথ্যাদি	গড় উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		গড় আয় (লক্ষ টাকা)		
		গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৭)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)		
		খণ্ডকালীন জনবল (জন)		
৮)	বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ			

৯)	Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত প্রজননক্ষম চিংড়ি সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড পরিবেশে প্রতিপালন করা হয়েছে কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১০)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা আছে কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১১)	উৎস্য শনাক্তকরণ (Traceability) নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিক্রয়সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ হয়েছে কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১২)	মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১৩)	মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১২. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১৩. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১৪ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি :

১৫ (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

পদকের ক্ষেত্র ১০: কাঁকড়া (Crab)/ ঝিনুক (Oyster) উৎপাদন

১. ক) খামার মালিক/ স্বত্বাধীকারীর নাম:

খ) খামারের নাম ও প্রতিষ্ঠার সাল :

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. চাষীর প্রকৃতি: ☐ নিজ মালিকানা / ☐ ইজারাদার

৮. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ পুরস্কার/জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	খামারের বিবরণ	খামারের আয়তন (হেক্টর)		
		পুকুরের মোট জলায়তন (হেক্টর)		
		পুকুরের সংখ্যা (টি)		
২)	স্পেট এর উৎস			
৩)	মূল্যায়ন বছরে উৎপাদনের তথ্যাদি	মোট ফসল চক্র সংখ্যা (টি)		সাথি ফসল হিসেবে মাছ থাকলে কাঁকড়া/ ঝিনুক (ওয়েস্টার) উৎপাদন আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে
		মূল্যায়ন বছরে প্রতি ফসল চক্রে উৎপাদন (মেট্রিক টন)		
		মোট উৎপাদন (মেট্রিক টন)		
		প্রতি হেক্টরে উৎপাদন (মে.টন)		
৪)	মূল্যায়ন বছরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ	উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৫)	মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ	ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৬)	বিগত ৩ (তিন) বছরের তথ্যাদি	গড় উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		গড় আয় (লক্ষ টাকা)		
		গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৭)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)		
		খণ্ডকালীন জনবল (জন)		
৮)	বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ			

৯)	Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত প্রজননক্ষম ঝিনুক সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড পরিবেশে প্রতিপালন করা হয়েছে কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১০)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা আছে কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১১)	উৎস্য শনাক্তকরণ (Traceability) নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিক্রয়সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ হয়েছে কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১২)	মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১৩)	মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১২. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১৩. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১৪ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর: সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি :

১৫ (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১১: মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

১. ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :

খ) প্রতিষ্ঠানের মালিক/স্বত্বাধীকারীর নাম :

গ) প্রতিষ্ঠার সাল :

২. ক) স্বত্বাধিকারীর পিতা/স্বামীর নাম :

খ) মাতার নাম :

গ) ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

ঘ) বয়স:

ঙ) পেশা:

৩. মালিকানার প্রকৃতি: ☐ নিজ মালিকানা / ☐ ইজারাদার

৪. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৫. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ পুরস্কার/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৬. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন)			
	হিমাগারের সংখ্যা ও ধারণ ক্ষমতা (মে. টন)			
২)	মূল্যায়ন বছরে নির্ধারিত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গড় বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ (উৎপাদন)	মাছ (মে. টন)		
		চিংড়ি (মে. টন)		
		ট্র্যাশ ফিস (মে. টন)		
		অন্যান্য (মে. টন)		
৩)	প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন বছরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ	উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		মোট আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৪)	**অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান**	**মূল্যায়ন বছরে মোট রপ্তানি (মে. টন)**		
		হিমাগারে মজুদ (মে. টন)		
		মোট রপ্তানি আয় (ইউএস ডলার)		
৫)	বিগত ৩ (তিন) বছরের ব্যয়, আয় ও নিট লাভের তথ্যাদি	গড় উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		গড় আয় (লক্ষ টাকা)		
		গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৬)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)		
		খণ্ডকালীন জনবল (জন)		

৭)	রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে বিদেশি ক্রেতা কর্তৃক মান সম্পর্কে আপত্তি আছে কিনা ?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
	মূল্যায়ন বছরে মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর কর্তৃক পরীক্ষিত এবং প্রত্যাখাত মোট লটের সংখ্যা (টি)	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
	মূল্যায়ন বছরে RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) নোটিফিকেশনভুক্ত কনসাইনমেন্ট/বিদেশে প্রত্যাখ্যাত কনসাইনমেন্টের সংখ্যা (টি)	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
	FRCP (Factory Residue Control Plan) নমুনা পরীক্ষা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
	মূল্যায়ন বছরে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ আইনে দণ্ডপ্রাপ্ত কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
৮)	HACCP ম্যানুয়েল অনুমোদিত HACCP Plan আছে কি না ও তা অনুসরণ	☐ করা হয় / ☐ করা হয় না	
	নিজস্ব ল্যাবরেটরি	☐ আছে / ☐ নাই	
	ল্যাবরেটরি দক্ষ জনবল	☐ আছে / ☐ নাই	
	ল্যাবরেটরিতে কোনো নন-কমপ্লায়েন্স শনাক্ত হয়েছে কি না	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
	GMP অনুসরণ	☐ করা হয় / ☐ করা হয় না	
	উপকরণ সংগ্রহের উৎসস্থলের তথ্য সংরক্ষণ (Traceability)	☐ করা হয় / ☐ করা হয় না	
৯)	আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান ও নিয়মাবলি সম্পর্কে অবগত কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১০)	ইইউ এবং ইউএস নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন করা হয় কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১১)	মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	

০৭. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

০৮. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

০৯. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১০. (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি :

১১. (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:

(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

পদকের ক্ষেত্র ১২: কাঁকড়া/ কুচিয়া/ ঝিনুক/ শামুক রপ্তানি

১. ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :

খ) প্রতিষ্ঠানের মালিক/স্বত্বাধীকারীর নাম :

গ) প্রতিষ্ঠার সাল :

২. ক) স্বত্বাধিকারীর পিতা/স্বামীর নাম :

খ) মাতার নাম :

গ) ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

ঘ) বয়স:

ঙ) পেশা:

৩. মালিকানার প্রকৃতি: ☐ নিজ মালিকানা / ☐ ইজারাদার

৪. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৫. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ পুরস্কার/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৬. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন)			
	হিমাগারের সংখ্যা ও ধারণ ক্ষমতা (মে. টন)			
২)	মূল্যায়ন বছরে নির্ধারিত অপ্রচলিত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গড় বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ (উৎপাদন)	কাঁকড়া (মে. টন)		
		কুচিয়া (মে. টন)		
		ওয়েস্টার (মে. টন)		
		অন্যান্য (মে. টন)		
৩)	প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন বছরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ	উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		মোট আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৪)	অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান	মূল্যায়ন বছরে মোট রপ্তানি (মে. টন)		
		হিমাগারে মজুদ (মে. টন)		
		মোট রপ্তানি আয় (ইউএস ডলার)		
৫)	বিগত ৩ (তিন) বছরের ব্যয়, আয় ও নিট লাভের তথ্যাদি	গড় উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		গড় আয় (লক্ষ টাকা)		
		গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৬)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)		
		খণ্ডকালীন জনবল (জন)		
৭)	রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে বিদেশি ক্রেতা কর্তৃক মান সম্পর্কে আপত্তি আছে কিনা ?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	
	মূল্যায়ন বছরে মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর কর্তৃক পরীক্ষিত এবং প্রত্যাখাত মোট লটের সংখ্যা (টি)		☐ হ্যাঁ / ☐ না	
	মূল্যায়ন বছরে RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) নোটিফিকেশনভুক্ত কনসাইনমেন্ট/বিদেশে প্রত্যাখ্যাত কনসাইনমেন্টের সংখ্যা (টি)		☐ হ্যাঁ / ☐ না	
	FRCP (Factory Residue Control Plan) নমুনা পরীক্ষা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	
	মূল্যায়ন বছরে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ অনুসারে দণ্ডপ্রাপ্ত কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	

৮)	HACCP ম্যানুয়েল অনুমোদিত HACCP Plan আছে কি না ও তা অনুসরণ	☐ করা হয় / ☐ করা হয় না	
	নিজস্ব ল্যাবরেটরি	☐ আছে / ☐ নাই	
	ল্যাবরেটরি দক্ষ জনবল	☐ আছে / ☐ নাই	
	ল্যাবরেটরিতে কোন নন-কমপ্লায়েন্স শনাক্ত হয়েছে কি না	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
	GMP অনুসরণ	☐ করা হয় / ☐ করা হয় না	
	উপকরণ সংগ্রহের উৎসস্থলের তথ্য সংরক্ষণ (Traceability)	☐ করা হয় / ☐ করা হয় না	
৯)	আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান ও নিয়মাবলি সম্পর্কে অবগত কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১০)	ইইউ এবং ইউএস নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন করা হয় কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১১)	মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কি না?	☐ হ্যাঁ / ☐ না	

৭. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবী:

৮. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবী:

৯. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১০. (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি :

১১. (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:

(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১৩: মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অবদান

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

১. ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :

খ) প্রতিষ্ঠানের মালিক/স্বত্বাধীকারীর নাম :

গ) প্রতিষ্ঠার সাল :

ঘ. লাইসেন্স নাম্বার :

২. ক) স্বত্বাধিকারীর পিতা/স্বামীর নাম :

খ) মাতার নাম :

গ) ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

ঘ) বয়স:

ঙ) পেশা:

৩. মালিকানার প্রকৃতি: ☐ নিজ মালিকানা / ☐ ইজারাদার

৪. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৫. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ পুরস্কার/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৬. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন)			
২)	মৎস্য খাদ্য/ উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন (হেক্টর)			
৩)	গুদাম (Warehouse) এর ধারণক্ষমতা (মেট্রিক টন)			
৪)	উৎপাদিত খাদ্যের বিবরণ/ধরণ (ডুবন্ত/ভাসমান)			
৫)	উৎপাদিত খাদ্যের ব্র্যান্ড নাম			
৬)	মূল্যায়ন বছরে ব্যবহৃত কাচামাল ও মোট উৎপাদন	দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ ও বিবরণ (নাম ও পরিমাণ (মে.টন)		
		আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ ও বিবরণ (নাম ও পরিমাণ (মে.টন)		
		মোট উৎপাদন (মে.টন)		
৭)	মূল্যায়ন বছরে প্রতি কেজির মূল্য	ভাসমান খাদ্যের গড় দাম (টাকা)		
		ডুবন্ত খাদ্যের গড় দাম (টাকা)		
৮)	প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন বছরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ	উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		মোট আয় (লক্ষ টাকা)		
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		
৯)	রপ্তানিতে অবদান	মূল্যায়ন বছরে মোট রপ্তানি (মে.টন)		
		মোট রপ্তানি আয় (ইউএস ডলার)		
১০)	বিগত ৩ (তিন) বছরের ব্যয়, আয় ও নিট লাভের তথ্যাদি	গড় উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
		গড় আয় (লক্ষ টাকা)		
		গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)		

১১)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)		
		খণ্ডকালীন জনবল (জন)		
১২)	মূল্যায়ন বছরে পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা			
১৩)	পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সম্পর্কে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১৪)	মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ অনুসরণ করা হয় কি না?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	
১৫)	মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ অনুসারে দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা?		☐ হ্যাঁ / ☐ না	

৭. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির

স্বাক্ষর:

নাম:

৮. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের

স্বাক্ষর:

নাম :

পদবি :

৯. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ) :

৯ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি :

১০ (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:

(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাই করত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

পদকের ক্ষেত্র ১৪: উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সংগঠন/ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা

১. মনোনীত সংগঠন/ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার নাম:

২. সংগঠন/ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার ঠিকানা:

৩. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৪. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ/জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৫. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ব্যবস্থাপনায় অবদান বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহের ছক:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি
১)	সাফল্য অর্জিত ক্ষেত্রের নাম	
২)	অর্জিত সাফল্যের বিবরণ	
৩)	অর্জিত সাফল্য মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যে অবদান রাখবে তার বিবরণ	
৪)	**সাফল্য লাভ সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যানগত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন**	
৫)	মন্তব্য	

৬. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির		স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

৭. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের		স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

৮. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ) :

৯. (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:		সভাপতির স্বাক্ষর		সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি :

১০. (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর		জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর:		চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১৫: মৎস্যসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার অবদান

১. মনোনীত প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার নাম:

২. ঠিকানা: গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৩. বয়স:

৪. পেশা:

৫. কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:

৬. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৭. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ পুরস্কার/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৮. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহের ছক:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	স্থানীয়/আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	গবেষণাপত্রের নাম		
		বৈজ্ঞানিক জার্নাল/সাময়িকীর নাম ও দেশ		
		জার্নাল কোয়ার্টাইল (Q1/Q2/Q3/Q4)		
		জার্নাল ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর (IF)		
২)	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির অধিকতর উৎপাদন ও লাভজনকভাবে অনুসরণে অবদান			
৩)	পরিবেশের উপর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্র অনুসরণে ইতিবাচক প্রভাব			
৪)	প্রযুক্তি গ্রহণযোগ্যতা			
৫)	প্রযুক্তি বিকাশের সম্ভাবনা			
৬)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান			
৭)	মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অবদানের সুযোগ			
৮)	প্রযুক্তি অর্থনৈতিক সম্ভাবনা			
৯)	জাতীয় উন্নয়নে অবদানের সম্ভাবনা			

০৯. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১০. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১১. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১২ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর: সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি:

১৩. (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর: (৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

পদকের ক্ষেত্র ১৬: মৎস্যসম্পদ গবেষক/ বিজ্ঞানী

১. মনোনীত গবেষক/ বিজ্ঞানীর নাম:

২. পিতা/স্বামীর নাম:

৩. মাতার নাম:

৪. ঠিকানা: গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:
জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশা:

৭. কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:

৮. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ পুরস্কার/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহের ছক:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
০১)	স্থানীয়/আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	গবেষণাপত্রের নাম		
		বৈজ্ঞানিক জার্নাল/সাময়িকীর নাম ও দেশ		
		জার্নাল কোয়ার্টাইল (Q1/Q2/Q3/Q4)		
		জার্নাল ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর (IF)		
০২)	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির অধিকতর উৎপাদন ও লাভজনকভাবে অনুসরণে অবদান			
০৩)	পরিবেশের উপর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্র অনুসরণে ইতিবাচক প্রভাব			
০৪)	প্রযুক্তি গ্রহণযোগ্যতা			
০৫)	প্রযুক্তি বিকাশের সম্ভাবনা			
০৬)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান			
০৭)	মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে অবদানের সুযোগ			
০৮)	প্রযুক্তি অর্থনৈতিক সম্ভাবনা			
০৯)	জাতীয় উন্নয়নে অবদানের সম্ভাবনা			

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:
নাম ও পদবি:

১২. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:
নাম ও পদবি:

১৩. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ) :

১৪ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর: সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট
সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি :

১৫ (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

<u>**সংলগ্নি-১**</u>

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন সত্যায়িত ছবি

পদকের ক্ষেত্র ১৭: মৎস্য অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জেলে/ জেলে সংগঠন

১. ক) জেলে/ জেলে সংগঠনের নাম:

২. ক) পিতা/স্বামীর নাম :

খ) মাতার নাম :

৩. ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৪. বয়স:

৫. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৬. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ পুরস্কার/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৭. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন তথ্যাদি	মন্তব্য
১)	উন্মুক্ত জলাশয়ের নাম ও অবস্থান			
২)	অভয়াশ্রমের নাম ও অবস্থান			
৩)	অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার ফলে কিকি ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ			
৪)	সংগঠনটি জলাশয় ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত থাকার সময়কাল			
৫)	সংগঠন/ সমিতির নাম ও ঠিকানা এবং নিবন্ধন নম্বর			
৬)	মূল্যায়ন বছরে অভয়াশ্রম পরিচালনা ব্যয় (লক্ষ টাকা) ও ব্যয়ের উৎস			
৭)	সংগঠনে অন্তর্ভূক্ত জেলেদের বাৎসরিক মাছ আহরণের পরিমাণ ও মূল্য			
৮)	সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে জড়িত সংগঠনের জেলের সংখ্যা	সার্বক্ষণিক (জন)		
		খণ্ডকালীন (জন)		
৯)	জেলেপল্লীতে মৎস্য সংরক্ষণ আইনে সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে জেলের ভূমিকা আছে কিনা, থাকলে তার তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ			
১০)	সরকার ঘোষিত মৎস্য আহরণে নিষিদ্ধ সময় ছাড়া কম-বেশি সারা বছর উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে কিনা? থাকলে তার তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ			
১১)	মৎস্য সংরক্ষণ আইন ভঙ্গের জন্য সংগঠনের কোনো জেলে সাজাপ্রাপ্ত কিনা, সাজাপ্রাপ্ত হলে তার বিবরণ			
১২)	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সচেতনতা সভায় স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন কিনা, করলে তার বিবরণ			
১৩)	জাটকা সংরক্ষণ অভিযান/ মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান/ সাগরে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযানসহ অন্যান্য মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরকে সহযোগিতা প্রদান করেন কিনা, করলে তার বিবরণ			

৮. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

৯. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১০. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১১ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

সভাপতির স্বাক্ষর

সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি :

১২ (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর:

চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন সত্যায়িত ছবি

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১৮: মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

১. মনোনীত ব্যক্তির নাম:

২. পিতা/স্বামীর নাম:

৩. মাতার নাম:

৪. ঠিকানা: গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশার ধরণ:

৭. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৮. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ পুরস্কার/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৯. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক) ব্যবস্থাপনায় অবদান বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহের ছক:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি
১)	আবেদনকারী মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যে ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ	
২)	আবেদনকারীর আয়ের মূল উৎস ও বিবরণ	
৩)	অবদান সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত তথ্যের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	

১০. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১১. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১২. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ) :

১৩ (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর: সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি:

১৪. (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১৯: মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তা

১. মনোনীত ব্যক্তির নাম:

২. পিতা/স্বামীর নাম:

৩. মাতার নাম:

৪. ঠিকানা: গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশার ধরন:

৮. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ পুরস্কার/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদন্ড:

ক) ব্যবস্থাপনায় অবদান বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহের ছক:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি
১)	আবেদনকারী মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যে ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ	
২)	আবেদনকারীর আয়ের মূল উৎস ও বিবরণ	
৩)	অবদান সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত তথ্যের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১২. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:

নাম ও পদবি:

১৩. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১৪. (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর: সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি:

১৫. (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর: (৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

পদকের ক্ষেত্র ২০: মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যুব উদ্যোক্তা

১. মনোনীত ব্যক্তির নাম:

২. পিতা/স্বামীর নাম:

৩. মাতার নাম:

৪. ঠিকানা: গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:
জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. পেশার ধরন:

৮. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

৯. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ পুরস্কার/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সাল ও ক্ষেত্রের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১০. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক) ব্যবস্থাপনায় অবদান বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহের ছক:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি
১)	আবেদনকারী মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যে ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ	
২)	আবেদনকারীর আয়ের মূল উৎস ও বিবরণ	
৩)	অবদান সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত তথ্যের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	

১১. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি এতদসঙ্গে সংযোজন করা হলো।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:
নাম ও পদবি:

১২. মনোনয়ন দানকারী/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর:
নাম ও পদবি:

১৩. উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্যের পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন (স্বাক্ষরসহ):

১৪. (ক) উপজেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর: সভাপতির স্বাক্ষর সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর

(খ) উপজেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার, চালানের কপি, ভাউচার, ইনভয়েস এর সত্যায়িত ফটোকপি:

১৫. (ক) জেলা কমিটির সুস্পষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ ও স্বাক্ষর:

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর: জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর: চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাক্ষর:
(৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)

(খ) জেলা কমিটির সভার মূল কার্যবিবরণী :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাইকরত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ২১: মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারী)

১. মনোনীত কর্মকর্তার নাম:

২. পিতা/স্বামীর নাম:

৩. মাতার নাম:

৪. ঠিকানা: গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:
জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. কর্মরত দপ্তরের নাম ও ঠিকানা:

৭. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)

৮. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ পুরস্কার/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৯. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি
১)	সাফল্য অর্জিত ক্ষেত্রের নাম (সুনির্দিষ্ট)	
২)	অর্জিত সাফল্যের বিবরণ	
৩)	অর্জিত সাফল্য মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যে অবদান রাখবে তার বিবরণ	
৪)	সাফল্য লাভ সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যানগত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	
৫)	সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবদানের স্বীকৃতি সংক্রান্ত প্রত্যয়ন	

১০. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি:

১১. প্রস্তাবিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:

১২. মনোনয়ন দানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর:
নাম :
পদবি :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাই করত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-১

জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ২২: মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী (১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন গ্রেডের কর্মচারী)

সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন সত্যায়িত ছবি

১. মনোনীত কর্মচারীর নাম:

২. পিতা/স্বামীর নাম:

৩. মাতার নাম:

৪. ঠিকানা: গ্রাম: ডাকঘর: উপজেলা:

জেলা: বিভাগ : ফোন/মোবাইল:

৫. বয়স:

৬. কর্মরত দপ্তরের নাম ও ঠিকানা:

৭. মূল্যায়ন বর্ষ (যে বছর/সময়কালে মনোনীত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)

৮. ইতোপূর্বে জাতীয় মৎস্য পক্ষ পুরস্কার/ জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির সন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৯. মূল্যায়ন মানদণ্ড:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন তথ্যাদি
১)	সাফল্য অর্জিত ক্ষেত্রের নাম (সুনির্দিষ্ট)	
২)	অর্জিত সাফল্যের বিবরণ	
৩)	অর্জিত সাফল্য মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যে অবদান রাখবে তার বিবরণ	
৪)	সাফল্য লাভ সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যানগত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	
৫)	সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবদানের স্বীকৃতি সংক্রান্ত প্রত্যয়ন	

১০. তথ্যাদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রমাণাদি:

১১. প্রস্তাবিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বাক্ষর:

নাম:

পদবি:

১২. মনোনয়ন দানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর:

নাম :

পদবি :

বি.দ্র. ১. মাঠ পরিদর্শনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও প্রমাণক যাচাই করত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

২. টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরুপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১: মাছের রেণু উৎপাদন

হ্যাচারির নাম ও অবস্থান:

হ্যাচারি মালিক/ স্বত্বাধিকারীর নাম:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতা	১০		
২)	হ্যাচারি স্থাপনা: ক. হ্যাচারীর মোট আয়তন (হেক্টর) খ. ওভারহেড ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা (লিটার) গ. ব্রিডিং ট্যাংকের আয়তন (ঘন মিটার) ও সংখ্যা (টি) ঘ. হ্যাচিং ইউনিট: ● সার্কুলার ট্যাংকের আয়তন (ঘন মিটার) ও সংখ্যা (টি) ● ফানেল/ বোতলের আয়তন (ঘন মিটার) ও সংখ্যা (টি) ● সিস্টার্নের আয়তন (ঘন মিটার) ও সংখ্যা (টি) ● অক্সিজেন সিলিন্ডার এর আয়তন (ঘন মিটার) ও সংখ্যা (টি)	১০		
৩)	পানি ব্যবস্থাপনা ক. গভীর নলকূপ (হর্স পাওয়ার) খ. পাম্প সংখ্যা (কিউসেক)/ বিদ্যুৎ/ ডিজেল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সিস্টেম: ক. এ্যারেশন সিস্টেম খ. ফিলট্রেশন সিস্টেম	১০		
৪)	ল্যাবরেটরি ব্যবস্থা: ক. কেমিক্যাল ওয়িটিং ব্যালেন্স সংখ্যা ও প্রকার খ. মাইক্রোস্কোপ সংখ্যা ও প্রকার গ. রেফ্রিজারেটর সংখ্যা ও প্রকার ঘ. টিস্যু হোমোজেনাইজার সংখ্যা ও প্রকার ঙ. ডেসিকেটর সংখ্যা ও প্রকার চ. হ্যাককিট সংখ্যা ও প্রকার ছ. অন্যান্য (যন্ত্রপাতি/ক্যামিক্যাল) নাম ও সংখ্যা (যদি থাকে)	১০		
৫)	পুকুরের বিবরণ: ক. পুকুরের সংখ্যা (টি) খ. পুকুরের মোট জলায়তন (হেক্টর) গ. ব্রুডমাছ প্রতিপালন পুকুরের সংখ্যা ও জলায়তন (হে.)	১০		
৬)	মজুতকৃত ব্রুডের তথ্যাদি: ক. উৎস (প্রাকৃতিক/ অন্যান্য) খ. মোট ব্রুড মাছের সংখ্যা (টি) ও পরিমাণ (কেজি) গ. মজুতকৃত ব্রুডের গড় বয়স (বছর-মাস) এবং গড় ওজন (কেজি) ঘ. মূল্যায়ন বছরে ব্রুডমাছ পালন (নিজস্ব) প্রজাতি (কেজি) ঙ.মূল্যায়ন বছরে ব্রুড মাছ সংগ্রহ: প্রজাতি (কেজি) চ.প্রাকৃতিক উৎস হতে ব্রুড মাছ সংগ্রহ (জলাশয়ের নাম) ও পরিমাণ (কেজি)	১০		
৭)	মূল্যায়ন বছরে: ক. প্রজাতি ভিত্তিক উৎপাদন খ. মোট রেণু উৎপাদন (কেজি)	১০		

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th colspan="2">বিবেচ্য বিষয়</th><th>নির্ধারিত পূর্ণমান</th><th>প্রাপ্ত মান</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>৮)</td><td colspan="2">মূল্যায়ন বছরে:
ক. প্রতি কেজি রেণুর গড় উৎপাদন ব্যয় (টাকা)
খ. প্রতি কেজি রেণুর গড় বিক্রয়মূল্য (টাকা)
গ. মোট বিপণন (কেজি)
ঘ. মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ঙ. মোট আয় (লক্ষ টাকা)
চ. নিট লাভ (লক্ষ টাকা)</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৯)</td><td colspan="2">বিগত ৩ (তিন) বছরের রেণু উৎপাদনের তথ্যাদি:
ক. মোট গড় উৎপাদন (কেজি)
খ. মোট গড় বিপণন (কেজি)
গ. মোট গড় আয় (টাকা)</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১০)</td><td colspan="2">রেণু সরবরাহকৃত চাষীর সংখ্যা ও রেণু সরবরাহকৃত অঞ্চল</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">১১)</td><td rowspan="2">কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান</td><td>সার্বক্ষণিক জনবল (জন)</td><td rowspan="2">১০</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>খণ্ডকালীন জনবল (জন)</td></tr>
<tr><td>১২)</td><td colspan="2">রেণুর গুণগত ও কৌলিতাত্ত্বিক মান সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা?</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১৩)</td><td colspan="2">মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা?</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১৪)</td><td colspan="2">উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয় কিনা?</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১৫)</td><td colspan="2">সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">সর্বমোট</td><td>১৫০</td><td></td><td></td></tr>
</table>

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরুপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ২: মাছের পোনা উৎপাদন

খামার মালিক/ স্বত্বাধিকারীর নাম:

খামারের নাম ও অবস্থান:

ক্র: নং	বিবেচ্য বিষয়		নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	খামারের তথ্যাদি ক. মোট আয়তন (হেক্টর) খ. পোনা উৎপাদন পুকুরের সংখ্যা (টি) গ. পোনা উৎপাদন পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)		১০		
২)	বাৎসরিক পোনা উৎপাদন ক্ষমতা (সংখ্যা ও পরিমাণ) (লক্ষ ও কেজি)		১০		
৩)	রেণু সংগ্রহের উৎস: ক. প্রাকৃতিক পরিমাণ (কেজি) ও জলাশয়ের নাম খ. কৃত্রিম পরিমাণ (কেজি) ও মৎস্য হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা		১০		
৪)	মজুদ ঘনত্ব (কেজি/হেক্টর)		১০		
৫)	মূল্যায়ন বছরে ক. মোট পোনা উৎপাদন (সংখ্যা ও পরিমাণ) (লক্ষ ও কেজি) খ. হেক্টর প্রতি পোনা উৎপাদন (সংখ্যা ও কেজি)		১০		
৬)	মূল্যায়ন বছরে মোট বিপণন: সংখ্যা (লক্ষ) ও পরিমাণ (কেজি)		১০		
৭)	মূল্যায়ন বছরে ক. প্রতি কেজি পোনার উৎপাদন ব্যয় (টাকা) খ. প্রতি কেজি পোনার গড় বিক্রয়মূল্য (টাকা)		১০		
৮)	মূল্যায়ন বছরে আয় ও ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মোট ব্যয় মোট আয় নিট লাভ	১০		
৯)	বিগত ৩ (তিন) বছরের গড় উৎপাদন: ক. বিগত ৩ (তিন) বছরের মোট গড় উৎপাদন: সংখ্যা (লক্ষ) ও পরিমাণ (কেজি) খ. বিগত ৩ (তিন) বছরের হেক্টর প্রতি গড় পোনা উৎপাদন: সংখ্যা (লক্ষ) ও পরিমাণ (কেজি)		১০		
১০)	বিগত ৩ (তিন) বছরে বিক্রয়/ সরবরাহকৃত মোট গড় পোনা: সংখ্যা (লক্ষ) ও পরিমাণ (কেজি)		১০		
১১)	বিগত ৩ (তিন) বছরের গড় আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি	মোট গড় আয় (লক্ষ টাকা) মোট গড় ব্যয় (লক্ষ টাকা) মোট গড় লাভ (লক্ষ টাকা)	১০		
১২)	**কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান**	সার্বক্ষণিক জনবল (জন) খণ্ডকালীন জনবল (জন)	১০		
১৩)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয় কিনা?		১০		
১৪)	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা?		১০		
১৫)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান		১০		
		সর্বমোট =	১৫০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরুপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ৩: দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ (Small Indigenous Fish Species-SIS) উৎপাদন

খামার মালিক/ স্বত্বাধিকারীর নাম:

খামারের নাম ও অবস্থান:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	খামারের বিবরণ	খামারের মোট আয়তন (হেক্টর)	১০		
		পুকুরের সংখ্যা (টি)			
		পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)			
		চাষ পদ্ধতি			
২)	পোনা সংগ্রহের উৎস	প্রাকৃতিক: পরিমাণ (কেজি) ও জলাশয়ের নাম	১০		
		মৎস্য নার্সারির নাম ও ঠিকানা এবং সংগ্রহীত পোনার পরিমাণ (কেজি)			
৩)	মূল্যায়ন বছরে ক. সর্বমোট উৎপাদন (মে. টন)(মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রজাতির নাম ও উৎপাদন) খ. হেক্টর প্রতি গড় বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন/হে.)		১০		
৪)	মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		আয় (লক্ষ টাকা)			
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
	মূল্যায়ন বছরে হেক্টর প্রতি	ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
		আয় (লক্ষ টাকা)			
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
৫)	বিগত ৩ (তিন) বছরের উৎপাদনের তথ্যাদি	মোট গড় উৎপাদন (মে. টন)	১০		
		গড় লাভ (লক্ষ টাকা)			
৬)	বিগত ৩ (তিন) বছরের গড় আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি	মোট গড় আয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		মোট গড় ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
		মোট গড় লাভ (লক্ষ টাকা)			
৭)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)	১০		
		খণ্ডকালীন জনবল (জন)			
৮)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয় কিনা?		১০		
৯)	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা?		১০		
১০)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান		১০		
		সর্বমোট =	১০০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরুপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ৪: কার্পজাতীয় মাছ উৎপাদন

খামার মালিক/ স্বত্বাধিকারীর নাম:

খামারের নাম ও অবস্থান:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	খামারের বিবরণ	খামারের মোট আয়তন (হেক্টর)	১০		
		পুকুরের সংখ্যা (টি)			
		পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)			
		চাষ পদ্ধতি			
২)	পোনা সংগ্রহের উৎস	প্রাকৃতিক: পরিমাণ (কেজি) ও জলাশয়ের নাম	১০		
		মৎস্য নার্সারির নাম ও ঠিকানা এবং সংগ্রহীত পোনার পরিমাণ (কেজি)			
৩)	মূল্যায়ন বছরে ক. সর্বমোট উৎপাদন (মেট্রিক টন)(মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রজাতির নাম ও উৎপাদন) খ. হেক্টর প্রতি গড় বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন/হে.)		১০		
৪)	মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		আয় (লক্ষ টাকা)			
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
	মূল্যায়ন বছরে হেক্টর প্রতি	ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
		আয় (লক্ষ টাকা)			
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
৫)	বিগত ৩ (তিন) বছরের তথ্যাদি	মোট গড় উৎপাদন (মে. টন)	১০		
		গড় লাভ (লক্ষ টাকা)			
৬)	বিগত ৩ (তিন) বছরের গড় আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি	মোট গড় আয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		মোট গড় ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
		মোট গড় লাভ (লক্ষ টাকা)			
৭)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)	১০		
		খন্ডকালীন জনবল (জন)			
৮)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয় কিনা?		১০		
৯)	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা?		১০		
১০)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান		১০		
		সর্বমোট =	১০০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরুপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ৫: পাঙ্গাস/ তেলাপিয়া/ কই উৎপাদন

খামার মালিক/ স্বত্বাধিকারীর নাম:

খামারের নাম ও অবস্থান:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	খামারের বিবরণ	খামারের মোট আয়তন (হেক্টর)	১০		
		পুকুরের সংখ্যা (টি)			
		পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)			
		চাষ পদ্ধতি			
২)	পোনা সংগ্রহের উৎস	প্রাকৃতিক: পরিমাণ (কেজি) ও জলাশয়ের নাম	১০		
		মৎস্য নার্সারির নাম ও ঠিকানা এবং সংগ্রহীত পোনার পরিমাণ (কেজি)			
৩)	মূল্যায়ন বছরে ক. সর্বমোট উৎপাদন (মে টন) (মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রজাতির নাম ও উৎপাদন) খ. হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন (মে.টন/হে.)		১০		
৪)	মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		আয় (লক্ষ টাকা)			
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
	মূল্যায়ন বছরে হেক্টর প্রতি	ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
		আয় (লক্ষ টাকা)			
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
৫)	বিগত ৩ (তিন) বছরের উৎপাদনের তথ্যাদি	মোট গড় উৎপাদন (মে. টন)	১০		
		গড় লাভ (লক্ষ টাকা)			
৬)	বিগত ৩ (তিন) বছরের গড় আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি	মোট গড় আয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		মোট গড় ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
		মোট গড় লাভ (লক্ষ টাকা)			
৭)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)	১০		
		খণ্ডকালীন জনবল (জন)			
৮)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয় কিনা?		১০		
৯)	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা?		১০		
১০)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান		১০		
		সর্বমোট =	১০০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরুপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ৬: কুচিয়া/ সিবাস (Sea Bass)/ মিল্ক ফিশ (Milk Fish)/ নোনা টেংরা উৎপাদন

খামার মালিক/ স্বত্বাধিকারীর নাম:

খামারের নাম ও অবস্থান:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	খামারের বিবরণ	খামারের মোট আয়তন (হেক্টর)	১০		
		পুকুরের সংখ্যা (টি)			
		পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)			
		চাষ পদ্ধতি			
২)	পোনা সংগ্রহের উৎস	প্রাকৃতিক: পরিমাণ (কেজি) ও জলাশয়ের নাম	১০		
		মৎস্য নার্সারির নাম ও ঠিকানা এবং সংগ্রহীত পোনার পরিমাণ (কেজি)			
৩)	মূল্যায়ন বছরে ক. সর্বমোট উৎপাদন (মেট্রিক টন)(মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রজাতির নাম ও উৎপাদন) খ. হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন (মে.টন/হে.)		১০		
৪)	মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		আয় (লক্ষ টাকা)			
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
	মূল্যায়ন বছরে হেক্টর প্রতি	ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
		আয় (লক্ষ টাকা)			
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
৫)	বিগত ৩ (তিন) বছরের উৎপাদনের তথ্যাদি	মোট গড় উৎপাদন (মে. টন)	১০		
		গড় লাভ (লক্ষ টাকা)			
৬)	বিগত ৩ (তিন) বছরের গড় আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি	মোট গড় আয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		মোট গড় ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
		মোট গড় লাভ (লক্ষ টাকা)			
৭)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)	১০		
		খন্ডকালীন জনবল (জন)			
৮)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয় কিনা?		১০		
৯)	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা?		১০		
১০)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান		১০		
		সর্বমোট =	১০০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরুপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ৭: গলদা/ বাগদা/ দেশীয় অন্য প্রজাতির চিংড়ির PL (Post Larvae) উৎপাদন

হ্যাচারির নাম ও অবস্থান:

হ্যাচারি মালিক/ স্বত্বাধিকারীর নাম:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	হ্যাচারির বিবরণ	হ্যাচারির আয়তন (হেক্টর)	১০		
		ব্রুড ট্যাংকের সংখ্যা ও পানি ধারণ ক্ষমতা (মে. টন)			
		পুকুরের সংখ্যা (টি)			
		পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)			
২)	ব্রুডের উৎস: ক. ব্রুডের সংখ্যা (টি) খ. ব্রুডের পরিমান (কেজি)		১০		
৩)	লার্ভা রিয়ারিং ট্যাংকের সংখ্যা (টি)		১০		
	লার্ভা রিয়ারিং ট্যাংকের পানি ধারণ ক্ষমতা (মে.টন)				
	ব্রুড মজুদ ট্যাংকের সংখ্যা (টি) ও আয়তন (হে.)				
৪)	হ্যাচারির PL উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ/বৎসর)		১০		
	চক্র সংখ্যা (টি)				
	প্রতি চক্রে উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ)				
৫)	মূল্যায়ন বছরে: ক. PL উৎপাদন (লক্ষ) খ. PL বিপণন (লক্ষ)		১০		
৬)	মূল্যায়ন বছরে: ক. প্রতি হাজার PL এর উৎপাদন ব্যয় (টাকা) খ. প্রতি হাজার PL এর বিক্রয় মূল্য (টাকা)		১০		
৭)	মূল্যায়ন বছরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		আয় (লক্ষ টাকা)			
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
৮)	বিগত ৩ (তিন) বছরের উৎপাদনের তথ্যাদি	গড় PL উৎপাদন (লক্ষ)	১০		
		গড় PL বিপণন (লক্ষ)			
৯)	বিগত ৩ (তিন) বছরের আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি	গড় ব্যয় লক্ষ টাকা)	১০		
		গড় আয় লক্ষ টাকা)			
		গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
১০)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)	১০		
		খণ্ডকালীন জনবল (জন)			
১১)	বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ		১০		
১২)	Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত প্রজননক্ষম চিংড়ি সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড পরিবেশে প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা?		১০		
১৩)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা আছে কিনা?		১০		
১৪)	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গানিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গানিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা?		১০		
১৫)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান		১০		
		সর্বমোট =	১৫০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ৮: ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) উৎপাদন

হ্যাচারির নাম ও অবস্থান:

হ্যাচারি মালিক/ স্বত্বাধিকারীর নাম:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	হ্যাচারির বিবরণ	হ্যাচারির আয়তন (হেক্টর)	১০		
		ব্রুড ট্যাংকের সংখ্যা ও পানি ধারণ ক্ষমতা (মে. টন)			
		পুকুরের সংখ্যা (টি)			
		পুকুরের জলায়তন (হেক্টর)			
২)	ব্রুডের উৎস: ক. ব্রুডের সংখ্যা (টি) খ. ব্রুডের পরিমাণ (কেজি)		১০		
৩)	হ্যাচিং ইউনিট ক. ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) রিয়ারিং ট্যাংকের সংখ্যা (টি) খ. ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) রিয়ারিং ট্যাংকের পানি ধারণ ক্ষমতা (মে.টন) গ. ব্রুড মজুদ ট্যাংকের সংখ্যা (টি) ও আয়তন (হে.)		১০		
৪)	উৎপাদন তথ্যাদি ক. হ্যাচারির ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ/বৎসর) খ. চক্র সংখ্যা (টি) গ. প্রতি চক্রে উৎপাদন (লক্ষ)		১০		
৫)	মূল্যায়ন বছরে: ক. ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) উৎপাদন (লক্ষ) খ. ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) বিপণন (লক্ষ)		১০		
৬)	মূল্যায়ন বছরে: ক. প্রতি হাজার ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) এর উৎপাদন ব্যয় (টাকা) খ. প্রতি হাজার ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) এর বিক্রয় মূল্য (টাকা);		১০		
৭)	মূল্যায়ন বছরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ:	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		আয় (লক্ষ টাকা)			
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
৮)	বিগত ৩ (তিন) বছরের উৎপাদনের তথ্যাদি:	গড় ক্র্যাবলেট/ স্পেট উৎপাদন (লক্ষ)	১০		
		গড় ক্র্যাবলেট/ স্পেট বিপণন (লক্ষ)			
৯)	বিগত ৩ (তিন) বছরের আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি	গড় ব্যয় লক্ষ টাকা)	১০		
		গড় আয় লক্ষ টাকা)			
		গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
১০)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)	১০		
		খণ্ডকালীন জনবল (জন)			
১১)	বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ		১০		
১২)	Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত প্রজননক্ষম চিংড়ি সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড পরিবেশে প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা?		১০		
১৩)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা আছে কিনা?		১০		
১৪)	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা?		১০		
১৫)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান		১০		
		সর্বমোট +	১৫০		

<u>সংলগ্নি-২</u>

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ৯: গলদা/ বাগদা/ দেশীয় অন্য প্রজাতির চিংড়ি উৎপাদন

খামার মালিক/ স্বত্বাধিকারীর নাম:

খামারের নাম ও অবস্থান:

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়		নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	খামারের বিবরণ	খামারের আয়তন (হেক্টর)	১০		
		পুকুরের মোট জলায়তন (হেক্টর)			
		পুকুরের সংখ্যা (টি)			
২)	চিংড়ির PL এর উৎস		১০		
৩)	মূল্যায়ন বছরে উৎপাদনের তথ্যাদি	মোট ফসল চক্র সংখ্যা (টি)	১০		
		মূল্যায়ন বছরে প্রতি ফসল চক্রে উৎপাদন (মে.টন)			
		মোট উৎপাদন (মে.টন)			
		প্রতি হেক্টরে উৎপাদন (মে.টন)			
৪)	মূল্যায়ন বছরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ	উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		আয় (লক্ষ টাকা)			
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
	মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ	ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
		আয় (লক্ষ টাকা)			
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
৫)	বিগত ৩ (তিন) বছরের উৎপাদনের তথ্যাদি	গড় উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		গড় আয় (লক্ষ টাকা)			
		গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
৬)	বিগত ৩ (তিন) বছরের আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি	গড় ব্যয় লক্ষ টাকা)	১০		
		গড় আয় লক্ষ টাকা)			
		গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
৭)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)	১০		
		খণ্ডকালীন জনবল (জন)			
৮)	বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ		১০		
৯)	Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত প্রজননক্ষম চিংড়ি সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড পরিবেশে প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা?		১০		
১০)	উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা আছে কিনা?		১০		
১১)	উৎস শনাক্তকরণ (Traceability) নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিক্রয়সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ হয়েছে কিনা?		১০		
১২)	মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ অনুসরণ করা হয় কিনা?		১০		
১৩)	মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪ অনুসরণ করা হয় কিনা?		১০		
১৪)	মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা?		১০		
১৫)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান		১০		
		সর্বমোট =	১৫০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১০: কাঁকড়া (Crab)/ ঝিনুক (Oyster) উৎপাদন

খামার মালিক/ স্বত্বাধিকারীর নাম:

খামারের নাম ও অবস্থান:

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th colspan="2">বিবেচ্য বিষয়</th><th>নির্ধারিত পূর্ণমান</th><th>প্রাপ্ত মান</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td rowspan="3">১)</td><td rowspan="3">খামারের বিবরণ</td><td>খামারের আয়তন (হেক্টর)</td><td rowspan="3">১০</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>পুকুরের মোট জলায়তন (হেক্টর)</td></tr>
<tr><td>পুকুরের সংখ্যা (টি)</td></tr>
<tr><td>২)</td><td colspan="2">ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) এর উৎস</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">৩)</td><td rowspan="4">মূল্যায়ন বছরে উৎপাদনের তথ্যাদি</td><td>মোট ফসল চক্র সংখ্যা (টি)</td><td rowspan="4">১০</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>মূল্যায়ন বছরে প্রতি ফসল চক্রে উৎপাদন (মেট্রিক টন)</td></tr>
<tr><td>মোট উৎপাদন (মেট্রিক টন)</td></tr>
<tr><td>প্রতি হেক্টরে উৎপাদন (মে.টন)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">৪)</td><td rowspan="3">মূল্যায়ন বছরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ</td><td>উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)</td><td rowspan="3">১০</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>আয় (লক্ষ টাকা)</td></tr>
<tr><td>নিট লাভ (লক্ষ টাকা)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">৫)</td><td rowspan="3">মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ</td><td>ব্যয় (লক্ষ টাকা)</td><td rowspan="3">১০</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>আয় (লক্ষ টাকা)</td></tr>
<tr><td>নিট লাভ (লক্ষ টাকা)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">৬)</td><td rowspan="3">বিগত ৩ (তিন) বছরের উৎপাদনের তথ্যাদি</td><td>গড় উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)</td><td rowspan="3">১০</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>গড় আয় (লক্ষ টাকা)</td></tr>
<tr><td>গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৭)</td><td rowspan="2">কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান</td><td>সার্বক্ষণিক জনবল (জন)</td><td rowspan="2">১০</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>খণ্ডকালীন জনবল (জন)</td></tr>
<tr><td>৮)</td><td colspan="2">বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৯)</td><td colspan="2">Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত প্রজননক্ষম ঝিনুক সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড পরিবেশে প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা?</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১০)</td><td colspan="2">উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা আছে কিনা?</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১১)</td><td colspan="2">উৎস্য শনাক্তকরণ (Traceability) নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিক্রয়সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ হয়েছে কিনা?</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১২)</td><td colspan="2">মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা?</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১৩)</td><td colspan="2">মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা?</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১৪)</td><td colspan="2">মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি দণ্ডপ্রাপ্ত কিনা?</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১৫)</td><td colspan="2">সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">সর্বমোট =</td><td>১৫০</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<u>সংলগ্নি-২</u>

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১১: মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :

প্রতিষ্ঠানের মালিক/স্বত্বাধীকারীর নাম :

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১.	প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের ক. উৎপাদন ক্ষমতা (মে. টন) খ. হিমাগারের সংখ্যা ও ধারণ ক্ষমতা (মে. টন)		১০		
২.	মূল্যায়ন বছরে নির্ধারিত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গড় বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ (উৎপাদন)	মাছ (মে. টন) চিংড়ি (মে. টন) ট্র্যাশ ফিস (মে. টন) অন্যান্য (মে. টন)	১০		
৩.	মূল্যায়ন বছরে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়, আয় ও নিট লাভ	উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা) মোট আয় (লক্ষ টাকা) নিট লাভ (লক্ষ টাকা)	১০		
৪.	অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান	মূল্যায়ন বছরে মোট রপ্তানি (মে. টন) হিমাগারে মজুদ (মে. টন) মোট রপ্তানি আয় (ইউএস ডলার)	১০		
৫.	বিগত ৩ (তিন) বছরের ব্যয়, আয় ও নিট লাভের তথ্যাদি	গড় উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা) গড় আয় (লক্ষ টাকা) গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)	১০		
৬.	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন) খন্ডকালীন জনবল (জন)	১০		
৭.	রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে বিদেশি ক্রেতা কর্তৃক মান সম্পর্কে আপত্তি আছে কিনা ?		১০		
৮.	মূল্যায়ন বছরে ক. মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর কর্তৃক পরীক্ষিত এবং প্রত্যাখাত মোট লটের সংখ্যা (টি) খ. RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) নোটিফিকেশনভুক্ত কনসাইনমেন্ট/ বিদেশে প্রত্যাখ্যাত কনসাইনমেন্টের সংখ্যা (টি)		১০		
৯.	FRCP (Factory Residue Control Plan) নমুনা পরীক্ষা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা?		১০		
১০.	HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ম্যানুয়েল অনুমোদিত HACCP Plan আছে কি না ও তা অনুসরণ করা হয় কিনা?		১০		
১১.	ল্যাবরেটরি তথ্যাদি ক. ল্যাবরেটরিতে দক্ষ জনবল সংখ্যা খ. ল্যাবরেটরিতে কোন নন-কমপ্লায়েন্স শনাক্ত হয়েছে কিনা ? গ. ল্যাবরেটরিতে GMP (Good Manufacturing Practice) অনুসরণ ঘ. উপকরণের উৎস শনাক্তকরণ (Traceability)-এর তথ্য সংরক্ষণ		১০		
১২.	প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান ও নিয়মাবলি সম্পর্কে অবগত কিনা?		১০		
১৩.	ইইউ এবং ইউএস নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন করা হয় কিনা?		১০		
১৪.	মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা?		১০		
১৫.	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান		১০		
		সর্বমোট	১৫০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরুপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১২: কাঁকড়া/ কুচিয়া/ ঝিনুক/ শামুক রপ্তানি

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :

প্রতিষ্ঠানের মালিক/স্বত্বাধীকারীর নাম :

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন)		১০		
	হিমাগারের সংখ্যা ও ধারণ ক্ষমতা (মে. টন)				
২)	মূল্যায়ন বছরে কাঁকড়া/ কুচিয়া/ ঝিনুক/ শামুক এর গড় বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ (মে. টন)		১০		
৩)	প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন বছরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ	উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		মোট আয় (লক্ষ টাকা)			
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
৪)	অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান	মূল্যায়ন বছরে মোট রপ্তানি (মে. টন)	১০		
		হিমাগারে মজুদ (মে. টন)			
		মোট রপ্তানি আয় (ইউএস ডলার)			
৫)	বিগত ৩ (তিন) বছরের ব্যয়, আয় ও নিট লাভের তথ্যাদি	গড় উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		গড় আয় (লক্ষ টাকা)			
		গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
৬)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)	১০		
		খন্ডকালীন জনবল (জন)			
৭)	রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে বিদেশি ক্রেতা কর্তৃক মান সম্পর্কে আপত্তি আছে কিনা ?		১০		
৮)	মূল্যায়ন বছরে ক. মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর কর্তৃক পরীক্ষিত এবং প্রত্যাখাত মোট লটের সংখ্যা (টি) খ. RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) নোটিফিকেশনভুক্ত কনসাইনমেন্ট/বিদেশে প্রত্যাখ্যাত কনসাইনমেন্টের সংখ্যা (টি)		১০		
৯)	FRCP (Factory Residue Control Plan) নমুনা পরীক্ষা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা?		১০		
১০)	HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ম্যানুয়েল অনুমোদিত HACCP Plan আছে কি না ও তা অনুসরণ করা হয় কিনা?		১০		
১১)	ল্যাবরেটরি তথ্যাদি ক. ল্যাবরেটরিতে দক্ষ জনবল সংখ্যা খ. ল্যাবরেটরিতে কোন নন-কমপ্লায়েন্স শনাক্ত হয়েছে কিনা ? গ. ল্যাবরেটরিতে GMP (Good Manufacturing Practice) অনুসরণ ঘ. উপকরণের উৎস শনাক্তকরণ (Traceability)-এর তথ্য সংরক্ষণ		১০		
১২)	আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান ও নিয়মাবলি সম্পর্কে অবগত কিনা?		১০		
১৩)	ইইউ এবং ইউএস নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন করা হয় কিনা?		১০		
১৪)	মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা?		১০		
১৫)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান		১০		
		সর্বমোট =	১৫০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরুপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১৩: মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :

প্রতিষ্ঠানের মালিক/স্বত্বাধীকারীর নাম :

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন)		১০		
২)	মৎস্য খাদ্য/ উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন (হেক্টর)		১০		
৩)	গুদাম (Warehouse) এর ধারণক্ষমতা (মেট্রিক টন)		১০		
৪)	উৎপাদিত খাদ্যের বিবরণ/ধরণ (ডুবন্ত/ভাসমান)		১০		
৫)	উৎপাদিত খাদ্যের ব্র্যান্ড নাম		১০		
৬)	মূল্যায়ন বছরে ব্যবহৃত কাচামাল ও মোট উৎপাদন	দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ ও বিবরণ (নাম ও পরিমাণ (মে.টন))	১০		
		আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ ও বিবরণ (নাম ও পরিমাণ (মে.টন))			
		মোট উৎপাদন (মে.টন)			
৭)	মূল্যায়ন বছরে প্রতি কেজির মূল্য	ভাসমান খাদ্যের গড় দাম (টাকা)	১০		
		ডুবন্ত খাদ্যের গড় দাম (টাকা)			
৮)	প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন বছরে ব্যয়, আয় ও নিট লাভ	উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		মোট আয় (লক্ষ টাকা)			
		নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
৯)	রপ্তানিতে অবদান	মূল্যায়ন বছরে মোট রপ্তানি (মে.টন)	১০		
		মোট রপ্তানি আয় (ইউএস ডলার)			
১০)	বিগত ৩ (তিন) বছরের ব্যয়, আয় ও নিট লাভের তথ্যাদি	গড় উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা)	১০		
		গড় আয় (লক্ষ টাকা)			
		গড় নিট লাভ (লক্ষ টাকা)			
১১)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান	সার্বক্ষণিক জনবল (জন)	১০		
		খন্ডকালীন জনবল (জন)			
১২)	মূল্যায়ন বছরে পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা		১০		
১৩)	পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সম্পর্কে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে কিনা?		১০		
১৪)	মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ অনুসরণ করা হয় কিনা?		১০		
১৫)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান		১০		
		সর্বমোট	১৫০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরুপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১৪: উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সংগঠন/ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা

মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার নাম:

সংগঠন /প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার ঠিকানা:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	সাফল্য অর্জিত ক্ষেত্রের নাম	১০		
২)	অর্জিত সাফল্যের বিবরণ	৩০		
৩)	অর্জিত সাফল্য মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যে অবদান রাখবে তার বিবরণ	২০		
৪)	সাফল্য লাভ সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যানগত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	২০		
৫)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান	২০		
	সর্বমোট =	১০০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১৫: মৎস্যসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা

মনোনীত ব্যক্তি/গবেষক/প্রতিষ্ঠানের নাম:

মনোনীত ব্যক্তি/গবেষক/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	স্থানীয়/আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	গবেষণাপত্রের শিরোনাম	১০		
		বৈজ্ঞানিক জার্নাল/সাময়িকীর নাম ও দেশ			
		জার্নাল কোয়ার্টাইল (Q1/Q2/Q3/Q4)			
		জার্নাল ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর (IF)			
২)	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির অধিকতর উৎপাদন ও লাভজনকভাবে অনুসরণে অবদান		১০		
৩)	পরিবেশের উপর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্র অনুসরণে ইতিবাচক প্রভাব		১০		
৪)	প্রযুক্তি গ্রহণযোগ্যতা		১০		
৫)	প্রযুক্তি বিকাশের সম্ভাবনা		১০		
৬)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান		১০		
৭)	মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অবদানের সুযোগ		১০		
৮)	প্রযুক্তির অর্থনৈতিক সম্ভাবনা		১০		
৯)	জাতীয় উন্নয়নে অবদানের সম্ভাবনা		১০		
১০)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান		১০		
		সর্বমোট =	১০০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১৬: মৎস্যসম্পদ গবেষক/ বিজ্ঞানী

মনোনীত ব্যক্তি/গবেষক/প্রতিষ্ঠানের নাম:

মনোনীত ব্যক্তি/গবেষক/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	স্থানীয়/আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	গবেষণাপত্রের শিরোনাম	১০		
		বৈজ্ঞানিক জার্নাল/সাময়িকীর নাম ও দেশ			
		জার্নাল কোয়ার্টাইল (Q1/Q2/Q3/Q4)			
		জার্নাল ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর (IF)			
২)	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির অধিকতর উৎপাদন ও লাভজনকভাবে অনুসরণে অবদান		১০		
৩)	পরিবেশের উপর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্র অনুসরণে ইতিবাচক প্রভাব		১০		
৪)	প্রযুক্তি গ্রহণযোগ্যতা		১০		
৫)	প্রযুক্তি বিকাশের সম্ভাবনা		১০		
৬)	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান		১০		
৭)	মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অবদানের সুযোগ		১০		
৮)	প্রযুক্তির অর্থনৈতিক সম্ভাবনা		১০		
৯)	জাতীয় উন্নয়নে অবদানের সম্ভাবনা		১০		
১০)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান		১০		
		সর্বমোট =	১০০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১৭: মৎস্য অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জেলে/ জেলে সংগঠন

জেলের নাম: অভয়াশ্রমের নাম ও অবস্থান:

জেলের ঠিকানা: উন্মুক্ত জলাশয়ের নাম ও অবস্থান:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়		নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার ফলে কী ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ		১০		
২)	জলাশয়/ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার সাথে সংগঠনটির জড়িত থাকার সময়কাল		১০		
৩)	সংগঠন/ সমিতির নাম ও ঠিকানা এবং নিবন্ধন নম্বর		১০		
৪)	মূল্যায়ন বছরে ক. অভয়াশ্রম পরিচালনা ব্যয় (লক্ষ টাকা) ও ব্যয়ের উৎস খ. সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত জেলেদের বাৎসরিক মাছ আহরণের পরিমাণ (কেজি) ও মূল্য (টাকা)		১০		
৫)	সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে জড়িত সংগঠনের জেলের সংখ্যা	সার্বক্ষণিক (জন) খণ্ডকালীন (জন)	১০		
৬)	জেলেপল্লীতে মৎস্য সংরক্ষণ আইনে সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে জেলের ভূমিকা আছে কিনা, থাকলে তার তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ		১০		
৭)	সরকার ঘোষিত মৎস্য আহরণে নিষিদ্ধ সময় ছাড়া কম-বেশি সারা বছর উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে কিনা? থাকলে তার তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ		১০		
৮)	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সচেতনতা সভায় স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন কিনা?		১০		
৯)	জাটকা সংরক্ষণ অভিযান/ মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান/ সাগরে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযানসহ অন্যান্য মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরকে সহযোগিতা প্রদান করেন কিনা?		১০		
১০)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান		১০		
		সর্বমোট	১০০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১৮: মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

মনোনীত ব্যক্তির নাম:

মনোনীত ব্যক্তির ঠিকানা:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	আবেদনকারী মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যে ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ	৪০		
২)	আবেদনকারীর আয়ের মূল উৎস ও বিবরণ	১০		
৩)	অবদান সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত তথ্যের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	৪০		
৪)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান	১০		
	সর্বমোট =	১০০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ১৯: মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তা

মনোনীত ব্যক্তির নাম:

মনোনীত ব্যক্তির ঠিকানা:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	আবেদনকারী মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যে ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ	৪০		
২)	আবেদনকারীর আয়ের মূল উৎস ও বিবরণ	১০		
৩)	অবদান সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত তথ্যের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	৪০		
৪)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান	১০		
	সর্বমোট =	১০০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ২০: মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যুব উদ্যোক্তা

মনোনীত ব্যক্তির নাম:

মনোনীত ব্যক্তির ঠিকানা:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	আবেদনকারী মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যে ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ	৪০		
২)	আবেদনকারীর আয়ের মূল উৎস ও বিবরণ	১০		
৩)	অবদান সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত তথ্যের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	৪০		
৪)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান	১০		
	সর্বমোট =	১০০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ২১: মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী (৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারী)

মনোনীত ব্যক্তির নাম:

মনোনীত ব্যক্তির ঠিকানা:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	সাফল্য অর্জিত ক্ষেত্রের নাম (সুনির্দিষ্ট)	১০		
২)	অর্জিত সাফল্যের বিবরণ	২০		
৩)	অর্জিত সাফল্য মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যে অবদান রাখবে তার বিবরণ	২০		
৪)	সাফল্য লাভ সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যানগত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	২০		
৫)	সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবদানের স্বীকৃতি সংক্রান্ত প্রত্যয়ন	২০		
৬)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান	১০		
	সর্বমোট =	১০০		

সংলগ্নি-২

জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণের মূল্যায়ন ফরম

পদকের ক্ষেত্র ২২: মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী (১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন গ্রেডের কর্মচারী)

মনোনীত ব্যক্তির নাম:

মনোনীত ব্যক্তির ঠিকানা:

ক্র. নং	বিবেচ্য বিষয়	নির্ধারিত পূর্ণমান	প্রাপ্ত মান	মন্তব্য
১)	সাফল্য অর্জিত ক্ষেত্রের নাম (সুনির্দিষ্ট)	১০		
২)	অর্জিত সাফল্যের বিবরণ	২০		
৩)	অর্জিত সাফল্য মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যে অবদান রাখবে তার বিবরণ	২০		
৪)	সাফল্য লাভ সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যনগত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	২০		
৫)	সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবদানের স্বীকৃতি সংক্রান্ত প্রত্যয়ন	২০		
৬)	সরেজমিন পরিদর্শন টিমের মন্তব্য ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত মান	১০		
	সর্বমোট	১০০		

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৩.০০.০০০০.০০০.১২৭.২২.০০১০.২৫.৮০—গত ২৭ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সরকার এতদসঙ্গে সংযুক্ত 'জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা-২০২৬' অনুমোদন করেছেন।

০২। 'জাতীয় মৎস্য   নীতিমালা-২০২৬' অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসরিন চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব

জাতীয় মৎস্য নীতিমালা-২০২৬

১.১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ, যেখানে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলাশয় মৎস্য উৎপাদনের প্রধান উৎস। দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মোট আয়তন প্রায় ৪.৭০ মিলিয়ন হেক্টর : যার মধ্যে ০.৮৫ মিলিয়ন হেক্টর বদ্ধ জলাশয় এবং ৩.৮৬ মিলিয়ন হেক্টর মুক্ত জলাশয়। বাংলাদেশের মিঠা পানিতে দেশীয় ২৬০ প্রজাতির পাখনাযুক্ত মাছ (fin fish), ১২ প্রজাতির পাখনাযুক্ত বিদেশি মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি রয়েছে। অন্যদিকে সামুদ্রিক জলাশয়ে ৪৭৫ প্রজাতির পাখনাযুক্ত মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি এবং বাস্তুতান্ত্রিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হাঙর, শাপলাপাতা মাছ, কচ্ছপ, ঝিনুক, কাঁকড়া, সামুদ্রিক শৈবাল, একাইনোডার্ম ইত্যাদি পাওয়া যায়। দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং সামগ্রিকভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সুনীল অর্থনীতি বিকাশে টেকসই মৎস্য উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, মূল্য সংযোজিত (ভ্যালু অ্যাডেড) মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, মুক্ত জলাশয়ের টেকসই ও বাস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এবং গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, জলজ আবাসস্থলের সংকোচন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্য উৎপাদন বর্তমানে ঝুঁকির সম্মুখীন। মৎস্য আহরণ ও উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত নিরাপদ সরবরাহ ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা এবং মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা ও সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮-এর প্রতিস্থাপক হিসেবে কার্যকর হবে।

ক. এ নীতিমালাটি সামাজিক সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করে।

খ. প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে টেকসই মৎস্যচাষ ও মুক্ত জলাশয়ের দায়িত্বশীল ও বাস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি, স্থানীয় চাহিদা পূরণ এবং মৎস্য রপ্তানি সম্প্রসারণ এ নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য; একই সঙ্গে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ, জলজ পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু সহনশীল চাষ কৌশলের প্রয়োজনীয়তা এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

গ. পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে জাতীয় উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে এই নীতিমালাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে কৌশলগত সমন্বয়ের মাধ্যমে জলজ বাস্তুতন্ত্র ও মৎস্যসম্পদ নির্ভর জনগোষ্ঠীর চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করবে।

ঘ. এ নীতিমালাটি মৎস্য খাতে জড়িত মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য অংশীজনের বিশেষভাবে নারীদের অধিকার সংরক্ষণ ও কল্যাণ নিশ্চিত করে সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করবে।

ঙ. মৎস্য আহরণে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় আনা, জলমহালের জৈবিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জেলেদের অধিকার সুরক্ষা, কৃষি খাতের ন্যায় মৎস্য খাতকে প্রণোদনার আওতায় আনা এবং মৎস্য খাতের ক্ষতি রোধে মৎস্য কর্মকর্তাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে চাহিদাভিত্তিক সহায়তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১.২ শিরোনাম

এই নীতিমালাটি 'জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬' নামে অভিহিত হবে এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১.৩ সংজ্ঞার্থ

বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায় নিম্নরূপ বুঝাবে :

ক. 'অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়' অর্থ ৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়;

খ. 'অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়' অর্থ ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়;

গ. 'মৎস্য অভয়াশ্রম' বলতে এমন কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা সম্পূর্ণ জলাশয়কে বোঝাবে, যা সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী নিরাপদ ও উপযোগী পরিবেশে অবাধে চলাচল, বংশবিস্তার ও স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে সে বিষয়ে সুরক্ষা প্রদান করা হবে;

ঘ. 'অবৈধ জাল' অর্থ যে সকল মৎস্য ধরবার জাল আইন ও বিধি দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সময় সময় সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হবে;

ঙ) 'MPA (Marine Protected Area)' অর্থ আইনগত বা কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ঘোষিত এমন একটি নির্দিষ্ট সামুদ্রিক অঞ্চলকে বোঝায়, যা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য, আবাসস্থল ও বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ধারিত;

চ) 'Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM)' অর্থ সংরক্ষিত এলাকা ব্যতীত এমন একটি নির্দিষ্ট জলজ পরিবেশকে বোঝায়, যার দীর্ঘমেয়াদি টেকসই ব্যবস্থাপনার ফলে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইতিবাচক ও লাগসই ফলাফল অর্জিত হয়। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশ ব্যবস্থার বাস্তুতান্ত্রিক ভ্যালু, সাংস্কৃতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধ সংরক্ষিত হয়।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মৎস্য খাতের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বাস্তুসংস্থান রক্ষা করে মৎস্য খাতে জড়িত সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জীবনমান ও জীবিকায়ন উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

(ক) মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়ন, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা;

(খ) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মৎস্য খাতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

(গ) প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন;

(ঙ) সামাজিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;

(চ) মৎস্য উৎপাদনে গুণগতমান ও নিরাপদতা নিশ্চিত করে জনস্বাস্থ্য রক্ষা;

(ছ) মৎস্য খাতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও প্রয়োজনীয় অভিযোজন কৌশল গ্রহণ;

(জ) মৎস্য খাতে নিয়োজিত নারী মৎস্যজীবীসহ মৎস্যজীবীদের স্বীকৃতি এবং সুশাসন ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ।

৩. জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬-এর আইনানুগ ব্যাপ্তি ও পরিধি

৩.১. জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬-এর আইনানুগ ব্যাপ্তি

৩.১.১. মৎস্য উৎপাদন, মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও সংরক্ষণ, বিপণন এবং আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে অবস্থানকারী সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ব্যক্তি সকলেই জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬-এর আওতাভুক্ত হবে;

৩.১.২. মৎস্য উৎপাদন ও আহরণযোগ্য সকল প্রকার জলাশয়, অবকাঠামো ও এর মধ্যস্থ মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা এই নীতিমালার আওতাভুক্ত হবে।

৩.২. **জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬-এর পরিধি :** সামগ্রিকভাবে মৎস্য খাতের উন্নয়নের জন্য এই নীতিমালার পরিধিসমূহ—

৩.২.১. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ;

৩.২.২. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা;

৩.২.৩. উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্যচাষ;

৩.২.৪. চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনা;

৩.২.৫. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশ;

৩.২.৬. ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

৩.২.৭. নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা;

৩.২.৮. খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি;

৩.২.৯. মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি;

৩.২.১০. মৎস্য ও মৎস্য উপকরণ আমদানি ও রপ্তানি;

৩.২.১১. ভ্যালুচেইন ও সাপ্লাই চেইন (মূল্য ও সরবরাহ শৃঙ্খল) উন্নয়ন;

৩.২.১২. মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন;

৩.২.১৩. মৎস্যসম্পদ জরিপ;

৩.২.১৪. মৎস্য বিষয়ক গবেষণা ও সম্প্রসারণ;

৩.২.১৫. জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য;

৩.২.১৬. মৎস্য খাতে নারীর অংশগ্রহণের স্বীকৃতি;

৩.২.১৭. প্রান্তিক মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;

৩.২.১৮. মৎস্য খাতে যুবসমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;

৩.২.১৯. মৎস্য খাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার;

৩.২.২০. মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জাল।

৪. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ

৪.১. জাতীয় ঐতিহ্য (ন্যাশনাল হেরিটেজ) হিসেবে ঘোষিত হালদা নদীর কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক রেণু উৎপাদনক্ষেত্র সংরক্ষণসহ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও অন্যান্য নদী/জলাশয়ে প্রাকৃতিক প্রজনন ও লালনক্ষেত্র সুনির্দিষ্টকরণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

৪.২. বিলুপ্তপ্রায় মাছের জিন সংরক্ষণের জন্য বিদ্যমান জিন ব্যাংক আধুনিকীকরণ ও নতুন জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করাসহ কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান;

৪.৩. মাছের প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রজননক্ষম মাছ ও মাছের রেণু, পোনা এবং নির্দিষ্ট আকার ও প্রজাতির ছোটো মাছ আহরণ বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪.৪. মাছের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণের জন্য অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে 'মৎস্য আবাসস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' কর্মসূচি গ্রহণ;

৪.৫. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি প্রশমনে জলবায়ু সহনশীল মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন;

৪.৬. প্রাকৃতিক জলাশয় দূষণ ও দখলমুক্ত রাখতে আন্তঃমন্ত্রণালয়/সংস্থার সমন্বয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

৪.৭. মৎস্যসম্পদের জন্য ক্ষতিকারক এবং নিষিদ্ধ জালসহ মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত অন্যান্য সরঞ্জামের উৎপাদন ও ব্যবহার প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪.৮. মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের নিমিত্ত বাস্তুতান্ত্রিক ও সহ-ব্যবস্থাপনার (co-management) জন্য Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) বাস্তবায়নে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ;

৪.৯. মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত চিহ্নিত জলমহাল বা এর অংশবিশেষ মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১০. মুক্ত জলাশয়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে খাঁচা, পেন ও অন্যান্য পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ উৎসাহিতকরণ;

৪.১১. প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষকে উৎসাহ প্রদান;

৪.১২. সকল ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর বিচরণ, প্রজননের জন্য চলাচল এবং আবাসস্থলের ক্ষতি ন্যূনতম ও সহনশীল পর্যায়ে সীমিত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনের বিকল্প কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১৩. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে উপযোগী জলাশয়/জলমহালের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষে প্রাকৃতিক প্রজনন, নার্সিং এবং প্রজননক্ষম মাছ সংরক্ষণে 'মৎস্য অভয়াশ্রম' স্থাপন, ডাটাবেজ তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪.১৪. ড্রোন, জিপিএস, উপগ্রহ ও সেন্সরবেজড্ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জলাশয়ের পরিবেশগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ এবং ডিজিটাল ডাটাবেজ ও অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ;

৪.১৫. মৎস্য আহরণ সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় (Maximum Sustainable Yield) সীমিতকরণ এবং মাছের প্রজাতি পুনরুদ্ধারে নির্দিষ্ট জলাশয়ে মৎস্য আহরণ সাময়িকভাবে বন্ধ বা সীমিতকরণ;

৪.১৬. মৎস্য আহরণের জন্য ন্যূনতম আকার ও প্রজনন ক্ষমতার মানদণ্ড নির্ধারণ এবং কোটাভিত্তিক আহরণ পদ্ধতি প্রবর্তনসহ নির্দিষ্ট সময় ও অঞ্চলে মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ;

৪.১৭. মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন মৎস্যজীবীদের জীবিকায়নে সহায়তা প্রদানসহ বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে অন্যান্য পেশায় প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ;

৪.১৮. পরিবেশবান্ধব নৌযান, জাল, সরঞ্জাম, কার্বন নিরপেক্ষ প্রযুক্তি ও জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান;

৪.১৯. অপ্রচলিত মৎস্য পণ্য যেমন : শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, কুচিয়া প্রভৃতি সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ;

৪.২০. ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের (Small-scale fishers) মৎস্য আহরণে প্রবেশাধিকার, ন্যায্যতা, ও সামাজিক সুরক্ষায় FAO Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.২১. মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মৎস্য নৌযানের তালিকাভুক্তিকরণ এবং মৎস্য নৌযানের অনুমতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।

৫. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা

৫.১. দেশের সকল পুকুর, দিঘি, খাল-বিল, লেক, বাঁওড়সহ অন্যান্য বদ্ধ জলাশয়ে মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য প্রজাতির চাষ উন্নয়ন ও নিবিড়ায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.২. উদ্ভাবিত মাছ চাষের কারিগরি কৌশল মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.৩. গুণগতমানের মৎস্য খাদ্যসহ অন্যান্য চাষ উপকরণ সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ বেসরকারি উদ্যোগ ও বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান;

৫.৪. মাছ চাষে প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণে পুকুর, দিঘি, খাল-বিলসহ অন্যান্য জলাশয় উন্নয়ন ও সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.৫. দেশের প্রতিটি অঞ্চলের মৃত্তিকা মানচিত্র অনুযায়ী ঐ অঞ্চলের জন্য উপযোগী মৎস্যচাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহারবিধি নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং সম্প্রসারণ ও প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.৬. বাঁওড়সহ অন্যান্য জলাশয়ে পরিবেশবান্ধব পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

৫.৭. বাঁওড়ের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার-জনগণ অংশীদারিত্বভিত্তিক সহব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা;

৫.৮. সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার ও হ্যাচারিসমূহকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ;

৫.৯. গুণগতমানের রেণু ও পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে হ্যাচারি স্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং নিয়মিত হ্যাচারির উৎপাদন কৌশল পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ;

৫.১০. উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি ও টেকসই নিবিড়ায়নের লক্ষ্যে মৎস্য খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও যান্ত্রিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.১১. বাণিজ্যিক ও নান্দনিক গুরুত্বসম্পন্ন বাহারি মাছের পোনা উৎপাদনসহ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.১২. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দেশীয় প্রজাতির মাছের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এমন বিদেশি প্রজাতির মাছ (exotic fish species) চাষ নিরুৎসাহিতকরণ;

৫.১৩. ডিজিটাল সার্ভের মাধ্যমে পুকুর, খাল-বিল, দিঘিসহ অন্যান্য বদ্ধ জলাশয়ের উপযোগিতা অনুযায়ী aquaculture zoning প্রণয়ন;

৫.১৪. অপেক্ষাকৃত নিচু জমি, পতিত ও অব্যবহৃত জায়গা যেখানে কোনো ফসল হয় না, সেখানে পুকুর খননের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.১৫. মৎস্য খাতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য উপকরণ ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা বা প্রণোদনা প্রদান।

৬. উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও মৎস্যচাষ

৬.১. উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কোস্টাল জোনিং এবং সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা (Integrated Coastal Zone Management) পরিকল্পনা প্রণয়নের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ। এজন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার স্থাপন ও হালনাগাদকরণকে অগ্রাধিকার প্রদান;

৬.২. উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণের (Harvest Control Rule) ভিত্তি হবে মজুত নিরূপণের আলোকে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক পরামর্শ। মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে মাছের মজুত অবস্থা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক প্রমাণকের পাশাপাশি বাস্তুতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রাধিকারসমূহ বিবেচনা করা;

৬.৩. উপকূলীয় অগভীর এলাকা এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের সকল জলাশয়/জলাভূমি মৎস্যসম্পদের প্রজনন ও নার্সারি গ্রাউন্ড হিসেবে সংরক্ষণ এবং মৎস্য আহরণ যৌক্তিকভাবে সীমিতকরণ;

৬.৪. উপকূলীয় অগভীর এলাকায় ইলিশ, পোয়া, লইট্টা, ছুরি, চিংড়ি, মোলাস্ক, ইলাসমোব্রাঞ্চ, একাইনোডার্মসহ সকল প্রজাতির মাছের পোনা, রেণু, পোস্ট লার্ভি ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর জীবনচক্রের যে কোনো ধাপের ধ্বংসাত্মক আহরণ বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.৫. সকল অংশীজনের সমন্বয়ে উপকূলীয় অগভীর এলাকায় উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনীয়সংখ্যক অভয়াশ্রম স্থাপন, Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM)-এর ঘোষণা প্রদান এবং স্থাপিত অভয়াশ্রম, ঘোষিত OECM ও সংরক্ষিত এলাকার টেকসই ব্যবস্থাপনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.৬. ইলিশসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের অভিপ্রয়াণ/স্থান পরিবর্তন (migration) অবাধ করার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

৬.৭. উপকূলীয় চিংড়ি ও কাঁকড়া খামার/ঘেরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.৮. দেশের সকল মৎস্য হ্যাচারি, খামার, আড়ত, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা নিবন্ধন ও ই-ট্রেসিবিলিটির আওতাভুক্তকরণ;

৬.৯. নিরাপদ, রোগমুক্ত ও অধিক উৎপাদনক্ষম ব্রুড উন্নয়নের জন্য ব্রুড ম্যানেজমেন্ট সেন্টার এবং নিউক্লিয়ার ব্রিডিং সেন্টার গড়ে তোলা;

৬.১০. চিংড়ি ও অন্যান্য সম্ভাবনাময় উপকূলীয় মৎস্য প্রজাতির চাষে শ্রম নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য খামার যান্ত্রিকীকরণ ও নিবিড়করণে উৎসাহ প্রদান। পাশাপাশি লাভজনক ইনডোর মৎস্যচাষ পদ্ধতির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.১১. কোরাল বা ভেটকি মাছসহ সম্ভাবনাময় উপকূলীয় বিভিন্ন মাছের খাদ্যের আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাসের জন্য দেশীয় উদ্যোক্তাদের এই খাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান;

৬.১২. প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড এবং পোনা/পিএল (post larvae)/ক্রাবলেট/স্প্যাট নির্ভরশীল উপকূলীয় মৎস্যচাষ টেকসইকরণে হ্যাচারি স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.১৩. উপকূলীয় মৎস্যচাষের বৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য সম্ভাবনাময় সকল প্রজাতির মাছের ডমেস্টিকেশন ও মাল্টিপারপাস ব্রিডিং সেন্টার উন্নয়ন;

৬.১৪. জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও রোগমুক্ত চাষ ব্যবস্থার উন্নয়নে উত্তম মৎস্যচাষ পদ্ধতি (Good Aquaculture Practice), সর্বোত্তম মৎস্যচাষ পদ্ধতি (Best Aquaculture Practice), জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;

৬.১৫. উপকূলীয় এলাকায় বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;

৬.১৬. উপকূলীয় জলাশয়ে বিভিন্ন আকার ও প্রকৃতির মৎস্য আহরণ এবং বাইক্যাচ হ্রাসের জন্য নৌযান ও জাল-সরঞ্জামের ডিজাইন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

৬.১৭. পরিবেশ ও ম্যানগ্রোভবান্ধব দেশীয় জাতের চিংড়ি, কাঁকড়াসহ বিভিন্ন প্রজাতির ক্রাস্টাসিয়া ও মলাস্ক চাষের উদ্যোগ গ্রহণ।

৭. চিংড়িচাষ ও ব্যবস্থাপনা

৭.১. রোগমুক্ত, রোগ প্রতিরোধী এবং গুণগতমানসম্পন্ন পিএল (Post-larvae) উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

৭.২. চিংড়ি খামার/ঘেরের জৈবনিরাপত্তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

৭.৩. ক্লাস্টারভিত্তিক চিংড়ি চাষ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৭.৪. আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য থার্ড পার্টি সার্টিফিকেশন ও গ্রুপ সার্টিফিকেশন প্রবর্তন;

৭.৫. চিংড়ি রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিশেষায়িত চিংড়ি উৎপাদন জোন বা শ্রিম্প সিটি স্থাপন;

৭.৬. ব্রুড চিংড়ির উৎস, সকল হ্যাচারি, নার্সারি, খামার, আড়ত, ডিপো, সার্ভিস সেন্টার, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা নিবন্ধন ও ই-ট্রেসিবিলিটির আওতাভুক্তকরণ;

৭.৭.　চিংড়ি চাষে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য খামার যান্ত্রিকীকরণ ও নিবিড়করণে উৎসাহ প্রদান;

৭.৮.　চিংড়ি খাদ্যের আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাসের জন্য দেশীয় উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ।

৭.৯.　টিউবিফেক্স, আর্টিমিয়া, পলিকীটসহ সকল জীবন্ত খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

৭.১০.　প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড এবং পিএল নির্ভরশীল চিংড়ি চাষ রহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৮.　সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশ

৮.১.　এ খাতের সর্বোচ্চ সহনশীল ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সমুদ্রের সকল প্রকার সম্পদ ব্যবহারকারী এবং ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা (Marine Spatial Plan) প্রণয়ন। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা (Integrated Coastal Zoning) এবং সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার স্থাপন ও হালনাগাদকরণকে অগ্রাধিকার প্রদান;

৮.২.　খাঁচায় মাছ, মোলাস্ক, ক্রাস্টাশিয়া, সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদি চাষে উপযুক্ত প্রজাতি ও স্থান নির্ধারণ এবং চাষ প্রযুক্তি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;

৮.৩.　মেরিকালচার খাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান;

৮.৪.　মজুত নিরূপণের আলোকে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক পরামর্শের ভিত্তিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণ কৌশল (Harvest Control Rule) নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মাছের মজুত অবস্থার বৈজ্ঞানিক প্রমাণকের পাশাপাশি বাস্তুতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রাধিকারসমূহকে গুরুত্ব প্রদান;

৮.৫.　টেকসই আহরণ নিশ্চিতকল্পে সমুদ্রে মৎস্য নৌযান ও জেলেদের অবাধ প্রবেশ এবং মৎস্য আহরণের প্রচেষ্টা (fishing effort) নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমার অগভীর এলাকায় মৎস্য আহরণ সহনশীল পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে তুলনামূলকভাবে গভীরতর এলাকায় এবং গভীর সমুদ্রে (ABNJ) টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণসহ বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সহযোগিতা গ্রহণ;

৮.৬.　মাছের সফল প্রজনন, প্রবেশন (recruitment) এবং মজুত পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ;

৮.৭.　বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযান এবং মৎস্য আহরণ কার্যক্রম মৎস্য অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান (Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS))-এর আওতাভুক্তকরণ। অবৈধ, অনুল্লিখিত এবং অ-নিয়ন্ত্রিত (Illegal, Unreported and Unregulated) মৎস্য আহরণ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.৮.　সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং এমসিএস বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.৯.　সামুদ্রিক মৎস্যের দায়িত্বশীল আহরণ ও আচরণবিধি (FAO code of conduct for responsible fisheries and Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries) নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.১০.　বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন, সংরক্ষিত এলাকা (MPA, Marine Reserve (MR), aquatic OECM) নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, দূষণ হ্রাসকরণসহ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমে অংশীজনদের সমন্বিত উদ্যোগ ত্বরান্বিতকরণ;

৮.১১.　মেরিন মেগাফনা (mega fauna) যেমন- ডলফিন, তিমি, হাঙ্গর, রে, কচ্ছপ ইত্যাদি সংরক্ষণসহ ম্যানগ্রোভ ও কোরাল রিফ এলাকার জলজ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ;

৮.১২.　পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন, দূষণ রোধ এবং টেকসই আহরণ নিশ্চিতকরণে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারকরণ;

৮.১৩.　ক্ষুদ্র পরিসরে (small scale) মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযান ও জেলেদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন প্রকার মৎস্য নৌযানের জন্য আহরণ এলাকা নির্ধারণ;

৮.১৪.　মাছের আহরণোত্তর ক্ষতি (post-harvest loss) হ্রাসকল্পে সকল প্রকার অবকাঠামো ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৮.১৫.　সামুদ্রিক মৎস্য খাতে বিদ্যমান সকল ভ্যালু-চেইন বিশ্লেষণপূর্বক সেগুলো উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৯. ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

৯.১ নিবিড় গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে অভয়াশ্রম এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং নদী তীরে অভয়াশ্রম এলাকায় স্থায়ী কাঠামো/বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে অভয়াশ্রমের বিষয়ে সকলকে অবহিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ। যথাযথ গবেষণা এবং জরিপের মাধ্যমে ইলিশের প্রজননক্ষেত্র, লালনক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং ইলিশের নিরাপদ প্রজনন, জাটকা ইলিশের নির্বিঘ্নে বেড়ে ওঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

৯.২ সাগরে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানকালীন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধের সময়, জাটকা আহরণ নিষিদ্ধের সময় অবৈধভাবে মাছ ধরার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯.৩ জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষার গুরুত্ব অবহিতকরণের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ;

৯.৪ স্থানীয় অংশীজনের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক এবং দলভিত্তিক মা ইলিশ এবং জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;

৯.৫ ইলিশের টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন সংশোধনসহ যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ;

৯.৬ ইলিশের আবাসস্থল সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৯.৭ নদী ও সাগরে ইলিশের অতি আহরণ রোধে নৌযান প্রতি মোট আহরণের পরিমাণ (TAC) নির্ধারণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৯.৮ অনধিক ৫ বছরের মধ্যে কমপক্ষে ১ বার সমুদ্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতির স্টক এসেসমেন্ট নির্ধারণে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তদনুযায়ী ইলিশসহ অন্যান্য মাছের সর্বোচ্চ টেকসই উৎপাদন (MSY) ও মোট আহরণের পরিমাণ (TAC) নির্ধারণে পদক্ষেপ গ্রহণ;

৯.৯ সমুদ্রগামী ফিশিং ট্রলারসমূহ কর্তৃক সমুদ্রের নির্দিষ্ট গভীরতায়/অঞ্চলে ট্রল নেট এবং SONAR (Sound Navigation And Ranging) ব্যবহার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯.১০ সমুদ্রে ইলিশসহ অন্যান্য মাছের সর্বোচ্চ টেকসই আহরণমাত্রা অনুযায়ী বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার, যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান এবং আর্টিসানাল নৌযানসমূহের লাইসেন্স/অনুমতিপত্র প্রদান নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ;

৯.১১ বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকাসমূহে (MPA) ব্যবস্থাপনা এবং OECM পদ্ধতি প্রণয়ন করে টেকসই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৯.১২ বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে বিদেশি ফিশিং ট্রলার/বোটের অনুপ্রবেশ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০. নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা

১০.১. ক্ষতিকর কেমিক্যাল, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ও অন্যান্য দূষণ ও বিপত্তি (Hazard) বিহীন মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা; মৎস্য পরিবহণ, মজুত, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন বা সরবরাহ চেইনের কোনো ধাপে ক্ষতিকারক কোনো দ্রব্যের ব্যবহার না হয় তা নিশ্চিতকরণ;

১০.২. মৎস্য হ্যাচারি থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত সকল ধাপে উত্তম চর্চা (Good Practices) অনুসরণ নিশ্চিতকরণ। এ উদ্দেশ্যে প্রণীত গাইডলাইন/নির্দেশিকা যথাযথভাবে মেনে চলা নিশ্চিতকরণ;

১০.৩. মাছের সুস্বাস্থ্য ও welfare নিশ্চিত করা। রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ নির্ণয়ে ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি, মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স জোরদার করা। রোগ নিয়ন্ত্রণে কোয়ারেন্টাইন/জোনিং ব্যবস্থার প্রচলন;

১০.৪. মৎস্য হ্যাচারি বা খামারে মাছের চিকিৎসায় মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১-এ উল্লিখিত ঔষধ/উপকরণ অনুমোদিত মাত্রায় সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অননুমোদিত ঔষধ/উপকরণ ব্যবহার প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ;

১০.৫. Anti-Microbial Resistance (AMR) প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১০.৬. মৎস্য হ্যাচারিতে বা খামারে মাছের চিকিৎসায় অনুমোদিত ঔষধ/উপকরণ ব্যবহারে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত (WOAH, WHO, EU, FVO) তালিকা ও মাত্রা অনুসরণ করা। এ সংক্রান্ত গাইডলাইন/নির্দেশিকা প্রণয়নপূর্বক প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;

১০.৭. মাছের খাবারে অ্যান্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন ব্যবহার (prophylactic use) বা মেডিকেটেড মৎস্য খাদ্য নিষিদ্ধকরণ;

১০.৮. মৎস্য হ্যাচারিতে রোগবিহীন পোনা/পিএল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;

১০.৯. মাছের ব্রুড, পোনা বা পিএল আমদানির ক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। মৎস্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা জোরদার করা;

১০.১০. Fish health এবং Food safety সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা প্রচলন।

১১. খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি

১১.১. অনগ্রসর পরিবারের গর্ভবতী মায়েদের অপুষ্টিসহ শিশুদের খর্বাকৃতি এবং কৃশকায় রোধে প্রাণিজ আমিষ ও অনুপুষ্টি সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ;

১১.২. মেধাবী ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে গর্ভাবস্থা থেকে জন্মের পর ২ বছর পর্যন্ত মোট ১০০০ দিনকে সোনালি দিন (1000 Day's Golden Period) বিবেচনায় শিশুর অপুষ্টি রোধে মাতৃদুগ্ধ দানকারী মায়েদের পর্যাপ্ত মাছ গ্রহণে সর্বসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

১১.৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে অপ্রচলিত এবং উপকূলীয় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ;

১১.৪. শিশুদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের নিমিত্ত গুণগতমানসম্পন্ন ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

১১.৫. প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নয়নে সহজপাচ্য আমিষ ও অনুপুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিতকরণে মৎস্যজাত ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

১২. মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি

১২.১. দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির উদ্দেশ্যে সকল প্রকার মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের গুণগতমান ও নিরাপদতা (safety) নিশ্চিতকরণ। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও সার্টিফিকেশন পদ্ধতি হালনাগাদ ও জনবল কাঠামো উপযোগী করা এবং বিভিন্ন বন্দর ও সুবিধাজনক স্থানে যথাযথ পরীক্ষণ সুবিধাদিসম্পন্ন প্রয়োজনীয়সংখ্যক পরীক্ষাগার স্থাপন;

১২.২. উপযুক্ত এলাকায় বিশেষায়িত মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠাকরণ;

১২.৩. রপ্তানি চাহিদাসম্পন্ন অপ্রচলিত পণ্য (কাঁকড়া, কুচিয়া ও অন্যান্য) উৎপাদন ও রপ্তানিতে উৎসাহিতকরণ এবং এ লক্ষ্যে বিশেষ সুবিধাসংবলিত এলাকা ঘোষণা;

১২.৪. জীবন্ত/বরফায়িত মৎস্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে বন্দর নিকটবর্তী/সুবিধাজনক স্থানে প্যাকেজিং জোন প্রতিষ্ঠাকরণ;

১২.৫. মূল্য সংযোজিত (value added) মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, গবেষণা ও রপ্তানি উৎসাহিতকরণ;

১২.৬. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি আমদানি সহজীকরণ;

১২.৭. মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশেষায়িত উইং/শাখা গঠন;

১২.৮. আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের গুণগতমান ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন, বিদ্যমান মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাব উন্নয়ন ও পরীক্ষাগার স্থাপন;

১২.৯. আমদানি পণ্যের সরবরাহ চেইনের মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স, রিকল সিস্টেম প্রবর্তন/আধুনিকায়ন;

১২.১০. মৎস্য আহরণ পরবর্তী মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;

১২.১১. মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণসহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তির আধুনিকায়ন।

১৩. মৎস্য ও মৎস্য উপকরণ আমদানি ও রপ্তানি

১৩.১. মৎস্য খাতে ব্যবহৃত উপকরণ ও সরঞ্জামাদি আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে যথাযথ মাননিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৩.২. মাননিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয়সংখ্যক আধুনিক পরীক্ষাগার স্থাপন;

১৩.৩. জীবন্ত মৎস্য ও মৎস্যখাদ্য এবং উপকারী জীবাণু আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে সঙ্গনিরোধ ব্যবস্থার আধুনিকায়নসহ জীবতাত্ত্বিক ও প্রাতিবেশিক বিষয় বিবেচনায় রাখা;

১৩.৪. আমদানি-রপ্তানি সহজীকরণ এবং সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৩.৫. প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উপকরণ ও সরঞ্জামাদি আমদানি এবং আমদানিকৃত উপকরণ ও সরঞ্জামাদি সঠিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;

১৩.৬. সুস্পষ্ট নীতিমালার আলোকে মাছ ধরার জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি তৈরি উপকরণ আমদানি নিশ্চিতকরণ।

১৪. ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন (মূল্য ও সরবরাহ শৃঙ্খল) উন্নয়ন

১৪.১. মৎস্য পণ্যের ভ্যালু-চেইনে অংশগ্রহণকারী সকল পর্যায়ের কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমন্বিত ও শক্তিশালী করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি;

১৪.২. মৎস্যজাত পণ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের প্রতিটি ধাপে কার্যকর অবকাঠামোগত, কারিগরি ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৪.৩. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় সহনশীল মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অভিযোজনমূলক কৌশল গ্রহণ;

১৪.৪. ভোক্তা চাহিদা ও বাজার প্রবণতার আলোকে পণ্যের গুণগতমান ও নিরাপত্তা বজায় রাখার সক্ষমতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার প্রদান;

১৪.৫. প্রান্তিক উৎপাদক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ভ্যালু-চেইনে অন্তর্ভুক্তি এবং বাজারে ন্যায্য অংশগ্রহণ নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

১৪.৬. স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য কার্যকর তথ্য প্রবাহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৪.৭. মৎস্যজাত পণ্য পরিবহণ, হিমায়ন ও সংরক্ষণের উপযোগী শৃঙ্খল ও লজিস্টিক ব্যবস্থার প্রসারে সহযোগিতা প্রদান;

১৪.৮. ভ্যালু-চেইন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান;

১৪.৯. ভ্যালু-চেইনে নারী ও যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগকে অগ্রাধিকার প্রদান।

১৫. মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

১৫.১. প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান পাঠ্য বইতে মৎস্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থাকরণ;

১৫.২. বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট পর্যায়ে মৎস্য শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে যথাযথভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞগণকে সম্পৃক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে আধুনিকীকরণ;

১৫.৩. সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে মৎস্য বিষয়ক কোর্স-কারিকুলাম আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ;

১৫.৪. কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটসমূহের মৎস্য বিভাগীয় শিক্ষার্থীগণের মৎস্য বিষয়ক বাস্তব জ্ঞান আহরণের নিমিত্ত মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহে কমপক্ষে ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদে ইন্টার্নশিপ চালুর বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ;

১৫.৫. মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটসমূহের শিক্ষার্থীগণকে মেধার ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানসহ উচ্চ শিক্ষার (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) সুযোগ প্রদান;

১৫.৬. মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি, মৎস্য ব্যবসায়ী এবং এ বিষয়ে আগ্রহী জনসাধারণের মধ্যে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, চাষ, আহরণ, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

১৫.৭. নির্বাচিত হ্যাচারি, নার্সারি ও মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারসমূহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা এবং তাত্ত্বিক বিষয়ের পাশাপাশি মৎস্যচাষ, মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, মৎস্য ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৫.৮. আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারসমূহকে চাহিদা মোতাবেক আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরণ;

১৫.৯. মৎস্য খাতে জড়িত সকল অংশীজনের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ এবং বেকার যুবকদের জন্য মৎস্য সংশ্লিষ্ট বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ;

১৫.১০. মৎস্য খাতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নব নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মৎস্য বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং মৎস্য খাতে দক্ষ ও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল তৈরির লক্ষ্যে মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে এমন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত প্রায়োগিক বিষয় ও ইমার্জিং টেকনোলজিসমূহ সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান;

১৫.১১. প্রশিক্ষণ প্রদানে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে একটি দক্ষ ও প্রতিভাবান প্রশিক্ষক পুল গঠন;

১৫.১২. দক্ষতা অর্জনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে দেশে/বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৫.১৩. দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র (Nexus) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;

১৫.১৪. মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ও মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আধুনিক ও উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে হালনাগাদ রাখতে দেশে-বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৫.১৫. পেশাগত উৎকর্ষ সাধন, সেবার মান উন্নয়ন এবং মৎস্য রোগের চিকিৎসাপত্র প্রদানের পূর্ব শর্ত হিসেবে ফিশারিজ কাউন্সিল গঠন;

১৫.১৬. মৎস্য সেক্টরের সেবা প্রত্যাশীদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ধাপে-ধাপে মৎস্য সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ;

১৫.১৭. বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ প্রান্তিক চাষিদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে আধুনিকায়ন;

১৫.১৮. নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ মৎস্যবিষয়ক অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ও গবেষণা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।

১৬. মৎস্যসম্পদ জরিপ

১৬.১. তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে জরিপ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান;

১৬.২. জরিপ কার্যক্রমের ভিত্তিতে মজুত নিরূপন, প্রজাতির তথ্য এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদের উদ্যোগ গ্রহণ;

১৬.৩. অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলাশয় এবং আহরিত মৎস্যসম্পদ জরিপের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

১৬.৪. মৎস্য খাতের অবকাঠামো, মৎস্য নৌযান, আহরণ সরঞ্জামাদি এবং মৎস্যচাষি, জেলে/মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জরিপের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

১৬.৫. মৎস্য প্রজননক্ষেত্র, লালনক্ষেত্র, বিচরণক্ষেত্র ও চারণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ;

১৬.৬. অভয়াশ্রম এবং সংরক্ষিত এলাকা চিহ্নিতকরণের নিমিত্ত জরিপ পরিচালনা;

১৬.৭. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জরিপ পরিচালনায় সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরিকরণ;

১৬.৮. মৎস্য জরিপ কাঠামো (survey framework) সময়ের ও চাহিদার আলোকে নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

১৬.৯. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের বাজারদর সম্পর্কে সময়ে সময়ে জরিপ পরিচালনা।

১৭. মৎস্য বিষয়ক গবেষণা ও সম্প্রসারণ

১৭.১. মৎস্য গবেষণা

১৭.১.১. মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যবহারকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়, যোগসূত্র স্থাপন ও সহযোগিতার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক মৎস্য বিষয়ক গবেষণা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায়োগিক গবেষণা জোরদারকরণ;

১৭.১.২. মৎস্য গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সৃষ্ট ভৌত সুবিধাদির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য বেসরকারি ও সরকারি সংস্থাসমূহে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথভাবে মৎস্য গবেষণা, জরিপ, এবং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ;

১৭.১.৩. মৎস্য গবেষণার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব 'উন্মুক্ত ক্ষেত্র গবেষণা নীতি' অনুসরণ করা হবে। গবেষণার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে এবং অন্যান্য বাস্তব ক্ষেত্রে উৎপাদনমুখী গবেষণার ওপর বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান;

১৭.১.৪. প্রতিষ্ঠিত মৎস্য রপ্তানিকারক, বাণিজ্যিক মাছ ধরার ট্রলার মালিক, মৎস্য ও চিংড়ি হ্যাচারি এবং খামার মালিকদের মৎস্য গবেষণা খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ;

১৭.১.৫. মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার ও হ্যাচারিসমূহকে ফলিত গবেষণার centres of excellence হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরণ;

১৭.১.৬. মৎস্য উৎপাদন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

১৭.১.৭. মাছের প্রজাতির বৈচিত্র্য, প্রজনন প্রক্রিয়া এবং প্রাকৃতিক খাদ্য চক্রের ওপর গবেষণা জোরদারকরণ;

১৭.১.৮. মাইক্রোপ্লাস্টিক, ভারী ধাতুসমূহ (heavy metals) ও অন্যান্য দূষণকারী পদার্থের প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মৎস্য উৎপাদন ও প্রাকৃতিক জলাশয়ের পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ;

১৭.১.৯. জলবায়ু সহিষ্ণু মাছের প্রজাতি এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন;

১৭.১.১০. মৎস্য খাতে ব্যবহারযোগ্য পরিবেশবান্ধব, বায়োডিগ্রেডেবল ফিড এবং প্যাকেজিং উপকরণ উদ্ভাবনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া;

১৭.১.১১. বিপন্ন ও বিলুপ্ত প্রজাতির মাছ এবং জলজ প্রাণী সংরক্ষণের জন্য কার্যকর গবেষণা ও কৌশল প্রণয়ন;

১৭.১.১২. মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলোর সুরক্ষা এবং বাঁচিয়ে রাখা প্রযুক্তির গবেষণা কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

১৭.১.১৩. হাই-টেক মাছ চাষের পদ্ধতি, যেমন রিসারকুলেটরি অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম (RAS) এবং ফ্লোটিং ফিডারের উন্নয়ন সাধন;

১৭.১.১৪. মৎস্যচাষ ও উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনায় ড্রোন এবং সেন্সর প্রযুক্তির ব্যবহার সহজীকরণ;

১৭.১.১৫. মৎস্য খাতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য হাওর, বিল, নদী ও সমুদ্রের বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্য রক্ষায় মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর সম্পর্ক গবেষণায় গুরুত্ব প্রদান;

১৭.১.১৬. মাছের স্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য নতুন ভ্যাকসিন এবং প্রাকৃতিক উপাদান বা জৈবিক চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন;

১৭.১.১৭. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে National Agricultural Research System (NARS)-ভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

১৭.১.১৮. মৎস্য গবেষণা কাউন্সিল গঠনসহ দ্বৈততা পরিহার ও গবেষণালব্ধ ফলাফলের কার্যকর প্রয়োগের জন্য 'গবেষণা ডাটা বেইজ' প্রস্তুতকরণ।

১৭.২. মৎস্য সম্প্রসারণ

১৭.২.১. মৎস্যচাষে নতুন প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানসম্মত টেকসই মাছ চাষ পদ্ধতি স্থানীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ করার নিমিত্ত সেমিনার, কর্মশালা, চাষি মাঠ দিবস, অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর এবং মাছ চাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন;

১৭.২.২. ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে মৎস্য চাষিদেরকে আধুনিক গবেষণালব্ধ তথ্য সরবরাহ;

১৭.২.৩. মৎস্যজীবী, চাষি, উদ্যোক্তা এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন;

১৭.২.৪. মৎস্যচাষের জন্য নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং তাদের সহায়তায় সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

১৭.২.৫. স্থানীয় যুব জনগোষ্ঠীকে মৎস্য খাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি;

১৭.২.৬. নারীদেরকে মৎস্য খাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি;

১৭.২.৭. শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে মৎস্য খাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি;

১৭.২.৮. মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে নিয়োজিত সকল সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন;

১৭.২.৯. মৎস্য সম্প্রসারণে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থা, এনজিও, বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগী এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ এবং সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান;

১৭.২.১০. মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড জোরদারকরণের নিমিত্ত গণমাধ্যমে মাছ চাষ বিষয়ক আকর্ষণীয় কর্মসূচি প্রচার;

১৭.২.১১. মৎস্যজীবী ও চাষিদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও অর্থনৈতিক লেনদেন সহজীকরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।

১৮. জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য

১৮.১. জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রশমন ও অভিযোজনের লক্ষ্যে জলবায়ু সহনশীল জাত উন্নয়ন, মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো এবং চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ;

১৮.২. জলবায়ু ঝুঁকি বিপন্নতা নিরূপণের (climate risk vulnerability assessment) জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

১৮.৩. জলবায়ু সহনশীল (climate resilient) বাস্তুসংস্থান এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৮.৪. জলবায়ু পরিবর্তনে মৎস্য খাতে ক্ষতিগ্রস্ত ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে (climate refuges) বিকল্প কর্মসংস্থানে সম্পৃক্তকরণ;

১৮.৫. মৎস্য খাতে দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আগাম সতর্কবার্তা প্রদান ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্গঠনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৮.৬. মৎস্য খাতে দুর্যোগকালীন ঝুঁকি প্রশমন ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনে স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ তহবিল গঠন;

১৮.৭. মৎস্যজীবীদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধন এবং মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় বিমা প্রচলন;

১৮.৮. জলজ বাস্তুসংস্থান সুরক্ষায় জলাশয় ও জলাভূমির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৮.৯. জলাশয় দূষণ রোধে উদ্যোগ গ্রহণসহ কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য ও দূষিত পদার্থ নদ-নদী, খাল-বিল, সমুদ্রে সরাসরি যেন যেতে না পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৮.১০. জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে পরিবেশবান্ধব স্বল্প-কার্বন নিঃসরণকারী (low carbon emitting) টেকসই প্রযুক্তির প্রসার;

১৮.১১. জলজ পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে আন্তঃসংস্থা সমন্বয় জোরদারকরণসহ অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৮.১২. বিপন্ন মাছের প্রজাতি, জলজ জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে কার্যকর আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

১৮.১৩. উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তির নিমিত্ত মৎস্য বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির (fish seed certification system) প্রবর্তন;

১৮.১৪. প্রাকৃতিক প্রজনন মৌসুমে মাছ ও জলজ প্রাণীর অবৈধ আহরণসহ রেণু, পোনা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক মাছের আহরণ বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৮.১৫. প্রজাতির কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা (genetic purity) সংরক্ষণে জেনেটিক্যাল মডিফিকেশন এবং সংকরায়ন (hybridisation) নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

১৯. মৎস্য খাতে নারীর অংশগ্রহণের স্বীকৃতি

১৯.১. মৎস্য খাতে নারীর ক্ষমতায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সময়াবদ্ধ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

১৯.২. মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় নারীদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ দক্ষ জনশক্তিতে পরিণতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

১৯.৩. নারী মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, দক্ষতা উন্নয়ন ও বিকল্প জীবিকায়নে অগ্রাধিকার প্রদান।

১৯.৪. মৎস্য খাতে সম্পৃক্ত নারীদের টেকসই অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে প্রণোদনা/ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণসহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সার্বিক সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ;

১৯.৫. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মূল্য সংযোজন (Value addition), প্রক্রিয়াজাতকরণ (Processing) ও সংরক্ষণে (Preservation) নারীদের সম্পৃক্তকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;

১৯.৬. মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমে নারীদের উৎসাহ ও অগ্রাধিকার প্রদান;

১৯.৭. মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান এবং জেন্ডার বাজেটে নারীর উন্নয়নে সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দের সংস্থান রাখার উদ্যোগ গ্রহণ;

১৯.৮. মৎস্য খাতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি এবং সফল নারীদের 'সাফল্যগাথা' প্রচার ও প্রকাশনাসহ পুরস্কার প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

২০. প্রান্তিক মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

২০.১. বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ বন্ধের সময়সহ ইলিশ অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহে জাটকা সংরক্ষণের নিমিত্ত নদ-নদীতে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধের সময় ইলিশসহ অন্যান্য মৎস্য আহরণকারী শতভাগ জেলেদের মাঝে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

২০.২. ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানকালীন দেশের নির্বাচিত নদীসমূহে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধের সময় ইলিশসহ অন্যান্য মৎস্য আহরণকারী শতভাগ জেলেদের মাঝে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

২০.৩. জেলেদের মাঝে বিতরণের জন্য নির্ধারিত ভিজিএফ খাদ্য সহায়তার পরিমাণ জেলেদের চাহিদার ভিত্তিতে যৌক্তিকতার নিরিখে বৃদ্ধিকরণ;

২০.৪. মৎস্যজীবীদের ডাটাবেজ প্রণয়নপূর্বক মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশপূর্বক জেলে আইডি কার্ড প্রদান নিশ্চিতকরণ;

২০.৫. প্রান্তিক মৎস্যচাষি এবং ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

২০.৬. স্বল্প মূল্যে গুণগতমানসম্পন্ন মাছের পোনা এবং ফিস ফিড ন্যায্য মূল্যে/সুলভ মূল্যে প্রান্তিক মৎস্যচাষিদের জন্য ব্যবস্থাকরণ;

২০.৭. সরকারি জলমহালের বিদ্যমান লিজ প্রথা বিলুপ্ত করে জৈব ব্যবস্থাপনা (Biological Management) এবং সহ-ব্যবস্থাপনার (Co-Management) মাধ্যমে জলমহালসমূহে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অধিকার নিশ্চিতে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জলমহাল ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের নিবিড় সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ;

২০.৮. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে (নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ইত্যাদি) মৎস্য উপাদন বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;

২০.৯. মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন জেলে পরিবারের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

২০.১০. দেশের খাল-বিল, নদ-নদী থেকে প্রান্তিক জেলেরা মাছ আহরণের পর যেন সরাসরি মাছ বাজারে আহরিত মাছ বিক্রি করতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

২০.১১. মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ শাখার সঙ্গে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা শাখার সমন্বয়ের মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তি প্রান্তিক মৎস্যচাষিদের নিকট পৌঁছানোর কৌশল গ্রহণ।

২১. মৎস্য খাতে যুবসমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

২১.১. মৎস্য খাতে যুবসমাজের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

২১.২. যুবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

২১.৩. প্রযুক্তি সহায়ক (assistive technology) ও উপযোগী উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে যুবসমাজের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

২১.৪. যুব উদ্যোক্তা তৈরি ও স্টার্ট-আপ মৎস্য প্রকল্পে যুবকদের অগ্রাধিকার প্রদান।

২২. মৎস্য খাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

২২.১. মৎস্য খাতের উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার প্রদান;

২২.২. মৎস্য খাতে যান্ত্রিকীকরণ ও অটোমেশনকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান;

২২.৩. তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং পদ্ধতি প্রবর্তন;

২২.৪. বাজার প্রতিযোগিতায় প্রযুক্তিনির্ভর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকরণ;

২২.৫. মৎস্য খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ই-গভর্নেন্স জোরদারকরণ।

২৩. মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জাল

২৩.১. জাল উৎপাদন/তৈরির কারখানা এবং মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদি তৈরির কারখানা স্থাপনের সময় মৎস্য অধিদপ্তরের অনুমতিপত্র/লাইসেন্স গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ;

২৩.২. জাল উৎপাদন/তৈরির কারখানা এবং মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদি তৈরির কারখানাসমূহে সংশ্লিষ্ট মৎস্য অফিসারদের প্রবেশাধিকার/নিয়মিত পরিদর্শনের নিমিত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

২৩.৩. অনুমোদিত মেস সাইজের জাল এবং বৈধ সরঞ্জাম ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত/উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণে উদ্যোগ গ্রহণ;

২৩.৪. অবৈধ জাল এবং অবৈধ মৎস্য আহরণের সরঞ্জাম ব্যবহার বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ;

২৩.৫. সিনথেটিক মনোফিলামেন্ট জালের (কারেন্ট জাল নামে বহুল প্রচলিত) উৎপাদন পর্যায়ে বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ;

উপসংহার : জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬ দেশের টেকসই মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এ নীতিমালার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য, পুষ্টি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পথ সুগম হবে। পরিবর্তিত পরিবেশ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং সমসাময়িক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে এ নীতিমালার নিয়মিত পর্যালোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই নীতিমালা প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর সময়োপযোগীকরণের লক্ষ্যে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট-১

১. আইনি ভিত্তি

জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬ বাংলাদেশের সংবিধান, মৎস্য খাতের বিদ্যমান আইন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কাঠামোর আলোকে প্রণীত নীতিমালা।

১.১ সংবিধানিক ভিত্তি : সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(১) অনুযায়ী পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্ধারণ।

১.২ মৎস্য খাতে বিদ্যমান আইন

- সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০;
- মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০;
- মৎস্য সংঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮;
- মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০;
- মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০;
- মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০; Protection and Conservation of Fish (amendment) Ordinance, ২০২৫ এবং Protection and Conservation of Fish (amendment) Ordinance, ২০২৬;
- পুকুর উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯;
- The Private Fisheries Protection Act, 1889;
- Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Act, 2021.

১.৩ আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কাঠামো

- FAO-এর Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995);
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982);
- Convention on Biological Diversity (CBD, 1992);
- Sustainable Development Goals (SDGs);
- Ramsar Convention;
- Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KGBF);
- Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, 1958;
- International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974;
- Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959;
- Agreement on Port State Measures (PSMA);
- Voluntary Guidelines for Flag State Performance;
- Voluntary Guidelines for Catch Documentation Schemes;
- Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UN Fish Stocks Agreement) 2001;
- Agreement on Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ Agreement);
- The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) etc.

২. শব্দ সংক্ষেপ

ABNJ-Areas Beyond National Jurisdiction

AMR-Anti-Microbial Resistance

EAFM-Ecosystem Approach to Fisheries Management

EU-European Union

FAO-Food and Agriculture Organization of the United Nations

FVO-Fishery Value Optimization

IUU-Illegal, Unreported and Unregulated

MPA-Marine Protected Area

MR-Marine Reserve

MSCL-Maximum Sustainable Catch Limit

MSY-Maximum Sustainable Yield

NARS-National Agricultural Research System

OECM-Other Effective Area-Based Conservation Measures

RAS-Recirculating Aquaculture System

SBCC-Social and Behavioral Change Communication

SDG-Sustainable Development Goals

SONAR-Sound Navigation and Ranging

TAC-Total Allowable Catch

TAE-Total Allowable Effort

WHO-World Health Organization

WOAH-World Organisation for Animal Health

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ চৈত্র ১৪৩২/১৬ মার্চ ২০২৬

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০৪১.২৫-৪৮৬**—যেহেতু, সৈয়দ শফিকুল হক (পরিচিতি নম্বর-১০৯০৫১৩৬), অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, বরিশাল এর বিরুদ্ধে নিয়ম বহির্ভূতভাবে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর-৮২৫২৫২৬৩৬৬ এর সংশোধনের আবেদনের ক্যাটাগরি প্রদানের অভিযোগ উত্থাপিত হয়; আবেদনটি পূর্বে 'ঘ' ক্যাটাগরি হতে বাতিল হলে একই তথ্য সংশোধন চেয়ে পুনরায় আবেদন করলে তা 'ঘ' ক্যাটাগরিযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তার লগ-ইন আইডি syed_safiquel হতে 'ক' ক্যাটাগরিভুক্ত করা হয়; জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে প্রাথমিক যাচাইয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নম্বর-১৪/২০২৫ রুজু করতঃ তাকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন; গত ২৯-১০-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; শুনানিতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের সিদ্ধান্ত হয়; তদন্তের জন্য জনাব রাশেদুল ইসলাম, উপসচিব (নির্বাচন পরিচালনা-১), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা-কে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করা হয়; নিযুক্ত তদন্ত বোর্ড অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় গুরুদণ্ডের সূত্রে তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শনোর নোটিশ করা হয়; উক্ত নোটিশের জবাবে তিনি অধিক সংখ্যক আবেদনের ক্যাটাগরি করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন; তার এই ভুলের কারণে বর্ণিত জাতীয় পরিচয়পত্রটির নিয়ম বহির্ভূত সংশোধন হয়; তিনি এর দায় এড়াতে পারেন না এবং এই কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য; নথি ও সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনায় তাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা সৈয়দ শফিকুল হক (পরিচিতি নম্বর-১০৯০৫১৩৬), অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, বরিশাল-কে 'অসদাচরণ' এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক 'তিরস্কার' এবং বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক পরবর্তী ০১(এক) বছরের জন্য স্থায়ীভাবে "বার্ষিক" বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" উভয় দণ্ড প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নম্বর-১৪/২০২৫ নিষ্পত্তি করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০২ চৈত্র ১৪৩২ব./১৬ মার্চ ২০২৬খ্রি.

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৮.১৭-১৩১**—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ এর আর্টিকেল ৭(১)(গ) অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম (৬৭০৪), অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-কে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছর অথবা বর্তমান পদে কর্মরত থাকাকালীন মেয়াদে (যেটি পূর্বে ঘটে) নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৮.১৭-১৩২**—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ এর আর্টিকেল ৭(১)(গ) অনুযায়ী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম (৬৮৯৮), যুগ্মসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-কে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছর অথবা বর্তমান পদে কর্মরত থাকাকালীন মেয়াদে (যেটি পূর্বে ঘটে) নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১.১৭-১৩৪**—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ধারা ১০(১)(চ) অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ক্যাটাগরিতে মিজ ফাহমিদা আখতার (৭৭১৫), অতিরিক্ত সচিব-কে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩(তিন) বছর অথবা বর্তমান পদে কর্মরত থাকাকালীন মেয়াদে (যেটি পূর্বে ঘটে) নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবরাউল হাছান মজুমদার
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১৮ শাখা
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০২ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.২০৮.২৬.২০১**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-১২০১৮ লে. আনিকা তাবাসসুম, এডি-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮(সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৭৭.২২.২০২**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-১১১৮৭ ক্যাপ্টেন মাহবুবা আক্তার, সিগন্যালস্-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮(সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ চৈত্র ১৪৩২/১৫ মার্চ ২০২৬

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০২৬.২২-৩৭**—যেহেতু, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৬০১৯৪১), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (যান্ত্রিক) পদ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা; তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী, ফেরি বিভাগ, বগুড়া হিসেবে কর্মকালে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, কারখানা সার্কেল, বগুড়ার দায়িত্বভাব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে জনাব মোঃ আযম শেখ (পরিচিত নং-৬০২২৯২)-কে নির্বাহী প্রকৌশলী, ফেরি বিভাগ, বগুড়ার অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা সত্ত্বেও জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম উক্ত আদেশ অমান্য করে প্রায় ৩(তিন) মাস নির্বাহী প্রকৌশলী, ফেরি বিভাগ, বগুড়ার দায়িত্ব পালন করেন এবং একই সাথে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, কারখানা সার্কেল, বগুড়ার দায়িত্ব পালন করেন;

২। যেহেতু, উক্ত প্রায় ৩(তিন) মাসে নির্বাহী প্রকৌশলী, ফেরি বিভাগ, বগুড়ার দায়িত্ব পালনকালে তিনি আর্থিক ক্ষমতার অপব্যবহার এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করেন;

৩। যেহেতু, আর্থিক ক্ষমতার অপব্যবহার এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এবং ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী "দুর্নীতি" এর অভিযোগ এনে ০২/২০২৩নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। একইসাথে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করে তাকে কেন চাকরি হতে বরখাস্ত করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর বা অন্য কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

৪। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন। তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়;

৫। যেহেতু, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নং-৬০১৯৪১), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক). প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (যান্ত্রিক) পদ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা এর উক্তরুপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এবং ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী "দুর্নীতি" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

৬। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা পদোন্নতি প্রাপ্ত পদে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরও একইসাথে পূর্ববর্তী পদে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং দায়িত্ব পালনকালে আর্থিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করেছেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ)(ঘ) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

৭। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নং-৬০১৯৪১), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (যান্ত্রিক) পদ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ)(ঘ) বিধি অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক তাকে "তিরষ্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক
সচিব।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ মাঘ ১৪৩২/১৫ জানুয়ারি ২০২৬

নং **২২.০০.০০০০.০৭২.১১.০০৬.২৩.০৭/১**—নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি) বিধিমালা, ২০১১ অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক, উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক/ সিনিয়র কেমিস্ট/রিসার্চ অফিসার/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাগণের (৪র্থ হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা অবগতি ও পরবর্তী কার্যার্থে নির্দেশক্রমে প্রকাশ করা হলো:

(ক) পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (৪র্থ গ্রেড) পদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা:

জ্যেষ্ঠতা ক্রম	কর্মকর্তার নাম	পদের নাম
১.	জনাব মোঃ জিয়াউল হক	পরিচালক
২.	জনাব মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার	পরিচালক
৩.	জনাব মির্জা শওকত আলী	পরিচালক
৪.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	পরিচালক
৫.	খোন্দকার মোঃ ফজলুল হক	পরিচালক
৬.	জনাব মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম	পরিচালক
৭.	মিজ্ রাজিনারা বেগম	পরিচালক
৮.	জনাব ফরিদ আহমেদ	পরিচালক
৯.	জনাব এ কে এম রফিকুল ইসলাম	পরিচালক
১০.	জনাব মোঃ খালেদ হাসান	পরিচালক
১১.	জনাব মোঃ সাদিকুল ইসলাম	পরিচালক
১২.	জনাব মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম	পরিচালক
১৩.	জনাব সোনিয়া সুলতানা	পরিচালক
১৪.	জনাব মোহাম্মদ হাসান হাছিবুর রহমান	পরিচালক
১৫.	জনাব মোঃ ফেরদৌস আনোয়ার	পরিচালক
১৬.	জনাব শেখ মোঃ নাজমুল হুদা	পরিচালক
১৭.	জনাব নুর আলম	পরিচালক
১৮.	জনাব জমির উদ্দিন	পরিচালক

(খ) পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (৬ষ্ঠ গ্রেড) পদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা:

জ্যেষ্ঠতা ক্রম	কর্মকর্তার নাম	পদের নাম
১.	জনাব মোঃ তাজমিনুর রহমান	উপপরিচালক
২.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান	উপপরিচালক
৩.	জনাব মোঃ সেরাজুল ইসলাম	উপপরিচালক
৪.	ড. মোঃ ইউসুফ আলী	উপপরিচালক
৫.	জনাব মোঃ নূরুল আমিন	উপপরিচালক
৬.	জনাব মোঃ সাঈদ আনোয়ার	উপপরিচালক
৭.	জনাব মোঃ এমদাদুল হক	উপপরিচালক
৮.	জনাব মুহম্মদ হাফিজুর রহমান	উপপরিচালক
৯.	ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন	উপপরিচালক
১০.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	উপপরিচালক
১১.	জনাব মোঃ মেজ-বাবুল আলম	উপপরিচালক
১২.	জনাব মোসাম্মৎ শওকত আরা কলি	উপপরিচালক
১৩.	জনাব মোঃ আঃ সালাম সরকার	উপপরিচালক
১৪.	জনাব শাহানাজ রহমান	উপপরিচালক
১৫.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান সরকার	উপপরিচালক
১৬.	জনাব শাহেদা বেগম	উপপরিচালক
১৭.	জনাব মোঃ আরেফিন বাদল	উপপরিচালক
১৮.	জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন	উপপরিচালক
১৯.	জনাব মোঃ নয়ন মিয়া	উপপরিচালক
২০.	জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান	উপপরিচালক
২১.	জনাব মিয়া মাহমুদুল হক	উপপরিচালক
২২.	জনাব সোনিয়া আফসানা	উপপরিচালক
২৩.	জনাব মোঃ মহিউদ্দিন মানিক	উপপরিচালক
২৪.	জনাব এ.এইচ. এম. রাসেদ	উপপরিচালক
২৫.	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	উপপরিচালক
২৬.	জনাব মিজানুর রহমান	উপপরিচালক
২৭.	জনাব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন	উপপরিচালক
২৮.	জনাব মোঃ আসাদুর রহমান	উপপরিচালক
২৯.	জনাব সৈয়দ আহম্মদ কবীর	উপপরিচালক
৩০.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	উপপরিচালক
৩১.	ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব	উপপরিচালক
৩২.	জনাব মোঃ মোজাহিদুর রহমান	উপপরিচালক
৩৩.	জনাব মোঃ ইলিয়াস মাহমুদ	উপপরিচালক
৩৪.	জনাব মোঃ সামসুজ্জামান সরকার	উপপরিচালক
৩৫.	জনাব মিহির লাল সরদার	উপপরিচালক
৩৬.	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ	উপপরিচালক
৩৭.	জনাব ফারহানা মুস্তারী	উপপরিচালক
৩৮.	জনাব সেলিনা আক্তার	উপপরিচালক
৩৯.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম তালুকদার	উপপরিচালক
৪০.	জনাব দিলরুবা আক্তার	উপপরিচালক
৪১.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান	উপপরিচালক
৪২.	জনাব নাজিম হোসেন শেখ	উপপরিচালক
৪৩.	জনাব মোসাব্বের হোসেন মোহাম্মদ রাজীব	উপপরিচালক

(গ) পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক/সিনিয়র কেমিস্ট/ রিসার্চ অফিসার/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (৯ম গ্রেড) পদের সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা:

সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা ক্রম	কর্মকর্তার নাম	পদের নাম
১.	জনাব সালমান চৌধুরী শাওন	সহকারী পরিচালক
২.	খন্দকার মোঃ তাহাজ্জুত আলী	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
৩.	খন্দকার মাহমুদ পাশা	সহকারী পরিচালক
৪.	মিজ বনানী দাস	সিনিয়র কেমিষ্ট
৫.	মিজ্ সাবরিন সুলতানা	সহকারী পরিচালক
৬.	মিজ্ সংযুক্তা দাশ গুপ্তা	সহকারী পরিচালক
৭.	জনাব মোঃ বদরুল হুদা	সহকারী পরিচালক
৮.	মিজ্ জাওয়াতা আফনান	সহকারী পরিচালক
৯.	জনাব কাজী সুমন	সিনিয়র কেমিষ্ট
১০.	জনাব সরদার শরীফুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক
১১.	জনাব মোঃ নূর কুতুবে আলম সিদ্দিক	সহকারী পরিচালক
১২.	মোছাঃ পাপিয়া সুলতানা	সহকারী পরিচালক
১৩.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক মিয়া	সহকারী পরিচালক
১৪.	জনাব মোসাম্মৎ নাছিমা আক্তার	সহকারী পরিচালক
১৫.	জনাব মোহাম্মদ মীর কাশেম মজুমদার	সহকারী পরিচালক
১৬.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আজিম	সহকারী পরিচালক
১৭.	জনাব পারভেজ আহম্মেদ	সহকারী পরিচালক
১৮.	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান খান	রিসার্চ অফিসার

সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা ক্রম	কর্মকর্তার নাম	পদের নাম
১৯.	জনাব এ.এইচ.এম. জিয়াউর রহমান	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
২০.	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম পাটওয়ারী	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
২১.	জনাব মোঃ শেখ কামাল মেহেদী	সহকারী পরিচালক
২২.	জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন	সহকারী পরিচালক
২৩.	জনাব সাইফুল আশ্রাব	সহকারী পরিচালক
২৪.	জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন	রিসার্চ অফিসার
২৫.	জনাব মোঃ রাসেল নোমান	সহকারী পরিচালক
২৬.	জনাব মুক্তাদির হাসান	সহকারী পরিচালক
২৭.	জনাব সুবর্না মোশারফ	সহকারী পরিচালক
২৮.	জনাব সাবিকুন্নাহার	সহকারী পরিচালক
২৯.	জনাব ইয়াসমিন আক্তার	সহকারী পরিচালক
৩০.	জনাব মোঃ রেজুওয়ান ইসলাম	সহকারী পরিচালক
৩১.	জনাব মোঃ বুনায়েত আমিন রেজা	রিসার্চ অফিসার
৩২.	জনাব মোঃ মারূফ মোহায়মেন	রিসার্চ অফিসার
৩৩.	জনাব রুবাইয়াত তাহরীম সৌরভ	সিনিয়র কেমিস্ট
৩৪.	জনাব এ. কে. এম ছামিউল আলম কুরসি	সিনিয়র কেমিস্ট
৩৫.	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন	রিসার্চ অফিসার
৩৬.	জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস	সিনিয়র কেমিস্ট
৩৭.	বেগম সুমাইয়া	সিনিয়র কেমিস্ট
৩৮.	জনাব এস.এম. শরীফুর রহমান	সিনিয়র কেমিস্ট
৩৯.	জনাব মোঃ মাসুদ রানা	সিনিয়র কেমিস্ট
৪০.	জনাব মোঃ তোতা মিয়া	সহকারী পরিচালক
৪১.	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক
৪২.	জনাব মোহাম্মদ আল মাহমুদ	সহকারী পরিচালক
৪৩.	জনাব হারুন অর রশিদ পাঠান	সহকারী পরিচালক
৪৪.	ড. সাইফুল ইসলাম	সহকারী

সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা ক্রম	কর্মকর্তার নাম	পদের নাম
		পরিচালক
৪৫.	জনাব সজীব কুমার ঘোষ	সহকারী পরিচালক
৪৬.	জনাব শেখ মোজাহীদ	সহকারী পরিচালক
৪৭.	জনাব মোঃ আব্দুল গফুর	সহকারী পরিচালক
৪৮.	জনাব নাজনীন সুলতানা নীপা	সহকারী পরিচালক
৪৯.	জনাব মোছাঃ জেসমিন আক্তার	সহকারী পরিচালক
৫০.	জনাব মোঃ হান্নান	সহকারী পরিচালক
৫১.	জনাব কাজী সাইফুদ্দিন	সহকারী পরিচালক
৫২.	জনাব তানজিনা আক্তার	সহকারী পরিচালক
৫৩.	জনাব আনজুমান নেছা	সহকারী পরিচালক
৫৪.	জনাব মোঃ মির্জা আসাদুল কিবরীয়া	সহকারী পরিচালক
৫৫.	জনাব মোঃ মইনুল হক	সহকারী পরিচালক
৫৬.	জনাব অনিতা ঘোষ	সহকারী পরিচালক
৫৭.	জনাব জাহানারা ইয়াসমিন	সহকারী পরিচালক
৫৮.	জনাব কমল কুমার বর্মণ	সহকারী পরিচালক
৫৯.	জনাব দিলরুবা আক্তার	সহকারী পরিচালক
৬০.	জনাব আবুল মুনসুর মোল্লা	সহকারী পরিচালক
৬১.	জনাব মোঃ শরিফুল হক	সহকারী পরিচালক
৬২.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	সিনিয়র কেমিস্ট
৬৩.	জনাব মোঃ মোবারক হোসেন	সহকারী পরিচালক
৬৪.	জনাব বিসল চক্রবর্তী	সহকারী পরিচালক
৬৫.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ-মামুন	সিনিয়র কেমিস্ট
৬৬.	জনাব হোসেন শুভ মুঞ্জুরী	সহকারী পরিচালক

সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা ক্রম	কর্মকর্তার নাম	পদের নাম
৬৭.	জনাব উম্মে সালমা সুমি	সহকারী পরিচালক
৬৮.	জনাব আনিকা সুলতানা বৃষ্টি	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
৬৯.	জনাব মোঃ আলমগীর	সহকারী পরিচালক
৭০.	জনাব লোভানা জামিল	সহকারী পরিচালক
৭১.	জনাব শ্রীরুপ মজুমদার	সহকারী পরিচালক
৭২.	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান	সহকারী পরিচালক
৭৩.	জনাব হায়াত মাহমুদ রকিব	সহকারী পরিচালক
৭৪.	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	সহকারী পরিচালক
৭৫.	জনাব মোঃ নাজমুল হোসাইন	সহকারী পরিচালক
৭৬.	জনাব তানজির তারেক ইবনে সিদ্দিক	সহকারী পরিচালক
৭৭.	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী	সহকারী পরিচালক
৭৮.	জনাব মাহথীর বিন মোহাম্মদ	সহকারী পরিচালক
৭৯.	জনাব মোঃ মমিন ভুইয়া	সহকারী পরিচালক
৮০.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	সহকারী পরিচালক
৮১.	জনাব মোঃ মোজাফফর খান	সহকারী পরিচালক
৮২.	জনাব মোঃ রেদওয়ান উল্লাহ	সহকারী পরিচালক
৮৩.	জনাব প্রশান্ত কুমার রায়	সহকারী পরিচালক
৮৪.	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ	সহকারী পরিচালক
৮৫.	জনাব খালিদ ইবনে সাদেক	সহকারী পরিচালক
৮৬.	জনাব মোঃ আফজারুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক
৮৭.	মিজ রোমানা আকতার	সহকারী পরিচালক
৮৮.	জনাব বিজন কুমার রায়	সহকারী পরিচালক
৮৯.	জনাব মোঃ রাসেল মাহমুদ	সহকারী পরিচালক
৯০	জনাব প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী	সহকারী পরিচালক
৯১	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মতিন	সহকারী পরিচালক
৯২.	জনাব মোঃ তামিম হাসান	সহকারী পরিচালক
৯৩.	জনাব তাপস চন্দ্র পাল	সহকারী পরিচালক
৯৪.	কাজী নাজমুল মাহমুদ	সহকারী পরিচালক
৯৫.	জনাব নাজিয়া উদ্দিন	সহকারী পরিচালক
৯৬.	জনাব মোঃ মলিন মিয়া	সিনিয়র কেমিস্ট
৯৭.	জনাব গোলাম বাশির আহম্মেদ	সিনিয়র কেমিস্ট
৯৮.	জনাব সাইফুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক
৯৯.	জনাব বদরুন্নাহার সীমা	সহকারী পরিচালক
১০০.	জনাব তানভীর হায়দার	সিনিয়র কেমিষ্ট
১০১.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	সিনিয়র কেমিষ্ট
১০২.	জনাব ফারজানা রহমান	সিনিয়র কেমিষ্ট
১০৩.	জনাব তুহিন আলম	সহকারী পরিচালক
১০৪.	জনাব মোঃ ফখর উদ্দিন চৌধুরী	সহকারী পরিচালক
১০৫.	জনাব নূর হাসান সজীব	সহকারী পরিচালক
১০৬.	জনাব মোঃ আবু সাঈদ	সহকারী পরিচালক
১০৭.	জনাব মোঃ মাঈদুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক
১০৮.	জনাব শাহজাদা মোঃ সামসুজ্জামান	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
১০৯.	মিজ্ সানজিদা ইয়াসনি সুমি	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
১১০.	জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিকী	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
১১১.	জনাব শোয়াইব মোহাম্মদ শোয়েব	সহকারী পরিচালক
১১২.	জনাব মোঃ কবির হোসেন	সহকারী পরিচালক
১১৩.	জনাব উম্মে তাসরীন	সহকারী পরিচালক

সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা ক্রম	কর্মকর্তার নাম	পদের নাম
১১৪.	জনাব হাসান আহম্মদ	সহকারী পরিচালক
১১৫.	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	সহকারী পরিচালক
১১৬.	জনাব হাসান মাহমুদ	সহকারী পরিচালক
১১৭.	জনাব মোঃ মোহাইমিনুল হক	সহকারী পরিচালক
১১৮.	জনাব মোঃ রায়হান মোর্শেদ	সিনিয়র কেমিস্ট
১১৯.	জনাব মোঃ হোযায়ফাহ সরকার	সিনিয়র কেমিস্ট
১২০.	জনাব মোঃ হাসান-ই-মোবারক	সিনিয়র কেমিস্ট
১২১.	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	সিনিয়র কেমিস্ট
১২২.	জনাব মোঃ ইব্রাহিম হোসেন	সিনিয়র কেমিস্ট
১২৩.	জনাব মোঃ হাবিবুল বাসার	সিনিয়র কেমিস্ট
১২৪.	জনাব মোঃ আরিফুর রহমান তনু	সিনিয়র কেমিস্ট
১২৫.	জনাব ফারহানা আখতার	সিনিয়র কেমিস্ট
১২৬.	জনাব মোঃ তানবীর হোসেন	সিনিয়র কেমিস্ট
১২৭.	জনাব নিখিল চন্দ্র ঢালী	সিনিয়র কেমিস্ট
১২৮.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	সিনিয়র কেমিস্ট
১২৯.	জনাব মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন	সিনিয়র কেমিস্ট
১৩০.	জনাব মুন্তাছির রহমান	সিনিয়র কেমিস্ট
১৩১.	জনাব মোঃ আবদুছ ছালাম	সিনিয়র কেমিস্ট
১৩২.	মোছাম্মৎ সাফিয়া আক্তার	সিনিয়র কেমিস্ট

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রুবিনা ফেরদৌসী
উপসচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ ফাল্গুন ১৪৩২/১২ মার্চ ২০২৬

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৯.০০১.২৫-২৪**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এর উপধারা (১) ও (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "জেরা মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেড" প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৮ এবং ১১৪(১) এর বিধানের প্রয়োগ হইতে ০১-০৩-২০২৬ খ্রিঃ হতে ৩১-০৮-২০২৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ০৬(ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি ও কোম্পানির শ্রমিকগন এক পালায় প্রতিদিন ১২(বারো) ঘণ্টা করে সপ্তাহে ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টা কাজ করবে তবে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার অতিরিক্ত কাজের জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী অধিকার ভাতা প্রদান করার অনুমতি নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে প্রদান করিল।

শর্তাবলিঃ

১। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২১৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করিতে হইবে;

২। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে;

৩। কোনো শ্রমিক দ্বারা তার সম্মতি ব্যতিরেকে অধিক সময় কাজ করানো যাইবে না;

৪। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুনহারে মজুরি প্রদান করিতে হইবে;

৫। বিধি মোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করিতে হইবে;

৬। কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাইবে;

৭। কোনো শ্রমিক দ্বারা সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার অধিক কাজ করানো যাইবে না;

৮। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ-২ শাখা

অধিগ্রহণের ঘোষণা/গেজেট বিজ্ঞপ্তি ৫(৭) ধারার অধীনে

১৯৭৮-১৯৭৯ সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং-১৬/১৯৭৮-৭৯

ঘোষণা

[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি The East Bengal (Emergency) Requistiioon of property Act, 1948 (১৯৪৮ সনের ১৩ নম্বর আইন) এর ৭ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি তৎকালীন গৃহসংস্থান অধিদপ্তর যা বর্তমানে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলায় নগরকেন্দ্র স্থাপন এর জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং সর্বপ্রকার দায়-দায়িত মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

অধিগ্রহণকৃত ভূমির তফসিল

মৌজাঃ লাকসাম, জে এল নং-১৯২, উপজেলাঃ লাকসাম, জেলাঃ কুমিল্লা

দাগ নং	খতিয়ান নং (আরএস)	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	রেকর্ডীয় জমির শ্রেণি	বর্তমান জমির শ্রেণি	শ্রেণিভিত্তিক অধিগ্রহণকৃত জমি	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৪৩০	১৭৮	০.৫৮	নাল	নাল	০.৫৮	০.৫৮
৪৩১	১৭৮	০.৩৭	ভিটি	ভিটি	৩.৩৭	০.৩৭
৪৩২	১৭৮	১.২১	নাল	নাল	০.৭৯	০.৮৫
			ভিটি	ভিটি	০.০৬	
৪৩৩	১৪	১.০৩	নাল	নাল	০.৯৮	০.৯৮
৪৩৪	১৪	১.১২	নাল	নাল	০.৬০	০.৯৪
			পুকুর	পুকুর	০.৩০	
			পুকুর পাড়	পুকুর পাড়	০.০৪	
৪৩৫	৫৪৭	০.২৩	নাল	নাল	০.২৩	০.২৩
৪৩৬	৫৪৭	০.৪৯	নাল	নাল	০.৪৯	০.৪৯
৪৩৭	৫৪৭	১.২৬	নাল	নাল	১.০৮	১.০৮
৪৪১	৫২৯	০.৭৬	নাল	নাল	০.৪৭	১.৪৫
	৫৩৩	০.৭৬	ভিটি	ভিটি	০.৩০	
			পুকুর	পুকুর	০.৬০	
			পুকুর পাড়	পুকুর পাড়	০.০৮	
৪৪২	৫২৯	০.০৭	ভিটি	ভিটি	০.০৭	০.০৭
৪৪৩	৫৩৩	০.০৭	ভিটি	ভিটি	০.০৭	০.০৭
৪৪৪	৫২৯	০.৪৯	নাল	নাল	০.৪৯	০.৪৯
৪৪৫	৫৩৩	০.৪৫	ভিটি	ভিটি	০.২০	০.২০
৪৪৬	৫৩৩	০.১২	ভিটি	ভিটি	০.১২	০.১২
৪৪৭	৫২৯	০.১২	ভিটি	ভিটি	০.১২	০.১২
৪৪৮	৫৩৩	০.৫১	নাল	নাল	০.৩০	০.৩০
৪৪৯	৫২৯	০.৩৭	ভিটি	ভিটি	০.০৫	০.০৫
৬৫৩	৮০, ৮১	০.৮৩	ভিটি	ভিটি	০.১০	০.১০
৬৫৪	৮০, ৮১	০.৪৮	নাল	নাল	০.১০	০.১০
৬৫৫	৫৩৩	০.১৪	নাল	নাল	০.১৪	০.১৪
৬৫৬	৫২৯	০.২৩	নাল	নাল	০.২৩	০.২৩
৬৫৭	৮০	০.০৪	নাল	নাল	০.০৪	০.০৪
৬৫৮	১৭৮	০.৪০	নাল	নাল	০.৪০	০.৪০
৬৫৯	৬	১.১৪	ভিটি	ভিটি	০.৩৪	০.৩৪
৬৬০	৫২৯	০.২২	নাল	নাল	০.১৮	০.১৮
৬৬১	৫৩৩	০.২৮	নাল	নাল	০.০৬	০.২৮
			ভিটি	ভিটি	০.২২	

অধিগ্রহণকৃত মোট জমির পরিমাণ = ১০.২০ একর।

অধিগ্রহণকৃত ভূমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় সংরক্ষিত আছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সিএ-২ অধিশাখা

পরিপত্র

তারিখ : ১৫ চৈত্র ১৪৩২/২৯ মার্চ ২০২৬

বিষয় : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে ও মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করণে মনিটরিং কমিটি গঠন

নং **৩০.০০.০০০০.০১৪.২৮.০০২.২০১৮. (অংশ-২)-১২৫**—উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৮-১০-২০২৫ তারিখ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (হশাআবি) আমদানি কার্গো কমপ্লেক্সে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড তদন্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয়ের ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের ৩০.০০.০০০০.০১৪.২৮.০০২.২০১৮(অংশ-২)-৫৭ নং স্মারকে গঠিত 'হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ও মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে মনিটরিং কমিটি' নিম্নরূপে নির্দেশক্রমে পুনর্গঠন করা হলো:

(১)	অতিরিক্ত সচিব (বিমান ও সিএ), বেবিপপম	- সভাপতি
(২)	নির্বাহী পরিচালক, হশাআবি	-সদস্য
(৩)	পরিচালক (প্রশাসন), বেবিচক	-সদস্য
(৪)	পরিচালক, ফায়ার, বেবিচক	-সদস্য
(৫)	পরিচালক, এভসেক, বেবিচক	-সদস্য
(৬)	কমিশনার, ঢাকা কাস্টমস হাউস	-সদস্য
(৭)	অধিনায়ক, এয়ারপোর্ট আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন	-সদস্য
(৮)	পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	-সদস্য
(৯)	পরিচালক (কার্গো), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ	-সদস্য
(১০)	যুগ্মসচিব (সিএ), বেবিপপম	-সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

কমিটির কার্যপরিধি:

গত ১৮-১০-২০২৫ তারিখে হশাআবিতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড তদন্তে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে বর্ণিত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের আলোকে হশাআবির অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বেবিচক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পরিবীক্ষণ, তথ্য পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপযুক্ত সুপারিশ উপস্থাপন করা।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। একইসাথে, গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের ৩০.০০.০০০০.০১৪.২৮.০০২.২০১৮ (অংশ-২)-৫৭ নং স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

রুমানা ইয়াসমিন
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ চৈত্র ১৪৩২/১৫ মার্চ ২০২৬

নং **২৫.০০.০০০০.০০০.১৩০.২৭.০০০১.১০-২৮**—যেহেতু, জনাব উৎপল কুমার দে, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত অধিদপ্তর, বরিশাল গণপূর্ত জোন-এ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এর মামলা নং-০২; তারিখ: ০৫-০৮-২০২০ এ দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দাখিলকৃত দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এর অভিযোগপত্র (চার্জসীট) নং ১১৭; তারিখ: ২১-০৮-২০২৩ বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গত ১০-১০-২০২৩ তারিখে গৃহীত হয় এবং সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(২) মোতাবেক তাঁকে (জনাব উৎপল কুমার দে) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০১.১০-১২ নম্বর প্রজ্ঞাপনে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক চার্জশীট গ্রহণের তারিখ অর্থাৎ ১০-১০-২০২৩ তারিখ সরকারি চাকরি হতে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

২। যেহেতু, বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত-০৩, ঢাকা কর্তৃক বিগত ১৩-০৩-২০২৫ইং তারিখে দুদকের মামলা থেকে তাঁকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়;

৩। যেহেতু, সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর ৩৯(৩) ধারা অনুযায়ী "কোনো সরকারি কর্মচারী তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি বা খালাসপ্রাপ্ত হইলে তাহার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ, যদি থাকে, প্রত্যাহার করিতে হইবে।" অর্থাৎ এ উপধারার মর্মানুযায়ী কোনো সরকারি কর্মচারী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি বা খালাসপ্রাপ্ত হলে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উপর বাধ্যতামূলক মর্মে উল্লেখ রয়েছে;

৪। যেহেতু, জনাব উৎপল কুমার দে, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল)-কে বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত-৩, ঢাকার খালাস আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে ইস্যুকৃত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক তাকে সরকারি চাকরিতে পুনর্বহাল করতে আইনগত কোনো বাঁধা নেই মর্মে এ মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা মতামত প্রদান করেছেন; এবং

৫। যেহেতু, জনাব উৎপল কুমার দে, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল) এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক তাঁকে সরকারি চাকরিতে পুনর্বহালের বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;

৬। সেহেতু, জনাব উৎপল কুমার দে, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল)-এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করে তাঁকে সরকারি চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্, পার্ট-১ এর বিধি-৭২(বি) অনুসারে তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হলো এবং তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৭। তবে শর্ত থাকে যে, ভবিষ্যতে আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ রায়/আদেশ প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত রায়/আদেশ মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহারের আদেশটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।